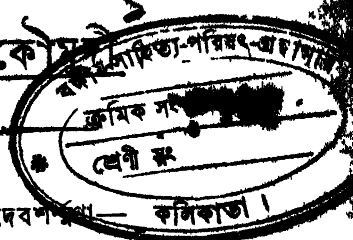
গোপতত্ত্ব কৌমুদী



শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মণা—

সঙ্কলিতা।

নবদ্বীপ বল্লব সমিতি হইতে—

প্রকাশিতা।

শকাব্দা ১৮৩৬ সন ১৩২১ সাল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ মান্না দ্বারা—

এম, প্রেস হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—
খুড়ামহাশয় পিতৃকল্পেষু।

যাঁহার উদ্দীপনা শক্তিপ্রভাবে বহুদেশস্থ গোপ সমাজ একেবারে উদ্দীপিত হইয়াছে। যিনি ভোগ বিলাসকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া চির নিদ্রিত গোপ সমাজকে জাগরিত করিবার মানসে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদারুণ নিদাঘে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য যাঁহার অবসাদ আসে নাই; যিনি বাগ্মিতা প্রভাবে সাধারণ ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সসম্মানে নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এমন কি যাঁহার তীব্র ওজস্বিনী বাণী আমার সাময়িক অবসন্নতাকে বিদূরিত করিয়াছে; গোপজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যাঁহার একান্ত অভিপ্রেত; সেই মহাত্মাকে আমি আর কি বস্তু দিয়া সন্তুষ্ট করিব; ভরসা করি এই "গোপতত্ত্ব কৌমুদী" পুস্তক খানি তাঁহাকে অর্পণ করিলে, সম্পূর্ণ রূপে না হউক, আংশিক ভাবে তাঁহার সন্তোষ জন্মাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহারই শ্রীকর কমলে এই পুস্তক খানি অর্পণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। ইতি—

বিনয়াবনত—
শ্রীবিপিন।

স্তুতি।

নিরঞ্জন নির্বিকার, তবপদে নমস্কার,
কর দেব আশীষ এ দীনে।
স্মরি তব শ্রীচরণ, অসাধ্য সাধনে মন,
নিয়োজিনু রেখহ অধীনে ॥
তবপদে করি ভক্তি, হয় যেন দিব্য শক্তি,
গোপতত্ত্ব করিতে প্রকাশ।
গোপ জাতি প্রিয় জেনে, আসিয়ে গোপ ভবনে
কত লীলা করেছ বিকাশ ॥
তব কৃপা হ'লে পর, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর,
খর্ব্বনরে শশধর ধরে।
অপার জলধিপার, তাও যায় হয়েপার,
পায় যদি তব কৃপা নরে ॥
যে কার্য্যে করেছ ব্রতী, তাহা যে অসাধ্য অতি-
নাহি শক্তি তব কৃপা বিনে।
অতএব শক্তিদানে, তার এ দীন বিপিনে,
এই ভিক্ষা মাগি হে চরণে ॥

নিবেদন।

শ্রীগুরুর শ্রীচরণ স্মরণপূর্ব্বক অদ্য এই গোপতত্ত্ব প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। ন্যায়পথানুবর্ত্তী হইয়া পুরাকালীয় আর্য্য ঋষিগণের মতানুসারে গোপ জাতির প্রকৃত জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। কাহারও উপর দ্বেষ বুদ্ধি পরবশ হইয়া এ গ্রন্থ রচনায় আমি প্রবৃত্ত হই নাই। এই জাতির জাতীয়তা সম্বন্ধে সত্যাসত্যের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করাই আমার একমাত্র অভিপ্রেত। এই গ্রন্থ আমার মতানুসারে নিজের মনোমত করিয়া যে রচনা করিয়াছি, তাহা কেহ মনে করিবেন না; তবে যে স্থলে যেটুকু আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা কিন্তু গোপন করিতে পারি নাই। এগ্রন্থ প্রকাশের আরও অন্যতম উদ্দেশ্য এই, যাহাতে এজাতির জাতীয় অনুরাগ পরস্পারের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হয়। শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের সুমীমাংসা পূর্ব্বক নানা সুযুক্তি দেখাইয়া গোপ জাতির তত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া, সে কেবল আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করা জানিয়া শুনিয়াও আমি যে কেন সেই বিদ্যা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা আমি কিন্তু বলিতে পারি না। কোন অশরীরিণী বাণী যেন আমায় বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে। অধিকন্তু সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কতকগুলি মহাত্মগণের আগ্রহাতিশয়ে ও বিশেষ সহায়তায় ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে আমার ও সমাজের সকল কার্য্যের নেতৃস্থানীয় ভক্তি-ভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বিদ্যারত্ন ও মান্যবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভাগবতরত্ন এবং আমার সমবেদনাভাগী পরম সুহৃদ সতীর্থ শ্রীযুক্ত শশি শেখর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি মহোদয়গণ এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হীরালাল তর্করত্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ হালদার, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ

চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণও এবিষয়ে নানা রূপ সহায়তা করিয়াছেন।

এস্থলে আমার ইহাও বক্তব্য, আধুনিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার বিনীতভাবে নিবেদন, এই "গোপতত্ত্ব কৌমুদী" নাম দিয়া পুস্তক প্রণয়ন আমার সর্ব্ব প্রথম বিদ্যা প্রকাশ। যদ্যপি কোন সহৃদয়গণের যৎসামান্য উৎসাহবাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমি নিরতিশয় উৎসাহিত ও সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইব। আরও বলিতেছি, যদ্যপি ইহাতে কিছু অতিরিক্ত অদ্ভুত বিদ্যা প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। অর্থাভাব নিবন্ধন এতদিন এ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হই নাই। সম্প্রতি নবদ্বীপ বল্লব সমিতিস্থ কতকগুলি হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের অর্থানুকুল্যে ইহা প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি। তদ্ভিন্ন কলিকাতা জানবাজার নিবাসী স্বজাতি বৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ, বর্দ্ধমান কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, হুগলি কোর্টের মোক্তার (সম্প্রতি স্বর্গীয়) সারদা প্রসাদ ঘোষ এবং (বর্দ্ধমান) বন্দপুর নিবাসী সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মল্লিক প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধ্যানুসারে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া একার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। এবং নদীয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীর স্বর্গীয় দারোগা অধর চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও কলিকাতা বেনেটোলা নিরাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ ঘোষ শাস্ত্রী ও শ্রীরাধিকা প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সহৃদয় গোপগণও এ বিষয়ে নানারূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। ইহাও আমার উল্লেখ যোগ্য, নবদ্বীপ সমিতিস্থ বৃদ্ধতম মাধব চন্দ্র ঘোষ ও সীতানাথ মণ্ডল এবং সম্প্রতি কলিকাতা বাসী কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, আসন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া এ কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

আরও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, নবদ্বীপ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি আমার আচার্য্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন কবিভূষণ, ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক বিজ্ঞতম পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ এবং নবদ্বীপ নিবাসী পরমার্চ্চনীয় আমার উপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র আমার জ্যেষ্ঠ সোদর তুল্য সমস্নেহাকাঙ্ক্ষী বর্দ্ধমান রাজচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ স্মৃতিভূষণ ও আমার প্রিয়তম সতীর্থ নবদ্বীপ বিবুধজননী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দর্শন করতঃ এসম্বন্ধে সৎযুক্তি ও সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া আমার উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পবোধ বা প্রমাদ বশতঃ যদ্যপি এই গ্রন্থ লেখায় কোন স্থলে কোন রূপ ভ্রম হইয়া পড়ে, তাহা সহৃদয় মহোদয়গণ কৃপা করিয়া জানাইলে, আমি তৎ পরিবর্ত্তনে বিশেষ যত্নবান হইব।

পরিশেষে আমার ইহাও প্রার্থনা, যাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করেন। এবং সহৃদয় গোপগণেরা যদ্যপি আন্তরিক যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করতঃ কিঞ্চিৎ নিজ জাতিতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বসমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হয়, তাহা হইলে আমি নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া এত দিনের পরিশ্রম সার্থক হইল বলিয়া জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি—

শান্তিপুর সুতরাগড়—
(নদীয়া)
সন ১৩২১ সাল।
জন্মাষ্টমী

শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মণঃ।

বিজ্ঞাপন।

এই "গোপতত্ত্ব কৌমুদী" নামক পুস্তক খানি বল্লব জাতির ইতিবৃত্ত ও প্রকৃত তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত রচিত হইল। অস্মদ্দেশে গোপ জাতির সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই; সেই অন্ধ বিশ্বাস পরম্পরায় এ যাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মধ্যেও বিশেষ ভাবে নিজেদের তথ্যানু-সন্ধানে এ পর্য্যন্ত কেহ যত্নবান হয় নাই; কেননা ইহারা চিরকালই জাতি মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে উদাসীন্। অকুটীলতা ও পরোপকারিতা ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। দেহে অহং ভাব যাহাদের নাই, যাহারা জাতি মর্য্যাদা ও বর্ণ আশ্রম প্রভৃতি লইয়া বৃথা কাল ক্ষয় করে না তাহারাই শ্রীহরির প্রিয়। যথা ভাগবতে—

ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহেবৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

যাহারা এরূপ স্বভাববিশিষ্ট জাতি তাহারা কি করিয়া নিজেদের তথ্যানুসন্ধান করিবে। যিনি ইহাদিগের উপর যে রূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইহারা অবাধে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কালের গতি কখনও সমান নহে, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। জাগতিক সমস্ত বস্তুরই যখন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তখন মনুষ্যের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আজ গোপ জাতির মনোভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে ইহারা নিজেদের প্রকৃত তথ্য জানিতে ব্যস্ত। বহু দিনের এই প্রাচীন বল্লব জাতির সামাজিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের মধ্যে একদিন এই জাতি অতিশয় প্রবল ও পবিত্র জাতি ছিল এবং ইহাদিগের মধ্যে অনেক রাজাও ছিল। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তাঁহার সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থে দেখাইয়াছেন; "উড়িষ্যা দেশে

কটক জেলান্তর্গত সালিকপুর থানার এলাকায় কটরূপা নামক স্থানে এখনও এক প্রাচীন গোয়ালা রাজা আছেন, এক সময়ে ইনি সমগ্র কটক জেলার অধিপতি ছিলেন। সমুদয় গোয়ালিয়র রাজ্য এক সময়ে গোপ জাতীয় রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত ও শাসিত ছিল; এই জন্য উহা এখনও গোয়ালিয়র (গোয়ালাইওয়র) বলিয়া প্রখ্যাত। মান্দ্রাজের পদুকোটা নামক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের অধিপতির উপাধি গোপত্বব্যঞ্জক। সে দেশে "পদু" শব্দের অর্থ গোপ এবং কোটা শব্দের অর্থ রাজ্য বা দেশ। সুপ্রসিদ্ধ বরোদা রাজ্যের নরপতিদিগের উপাধি গো কুমার অপভ্রংশে গুই কুমার বা গাই কোয়াড়। এই রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপজাতীয়। শ্রীক্ষেত্রের (পুরীর) রাজ বংশ কাশীনাথ নামে এক গোয়ালা কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা গমনের প্রায় পঞ্চাশত বর্ষ পূর্ব্বে কাশীনাথ গোয়ালা রাজা ছিলেন। কটককের মাণিক ঘোষের বাজার একজন ধনবান বাঙ্গালী গোয়ালার প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই নামে অদ্য পর্য্যন্ত উহা সুপরিচিত হইয়া আছে। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন ভাগলপুরের গোয়ালাজাতীয় মহাবীর শ্রীমৎ লারিক ঘোষ এক জন বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি দ্বাদশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত তদ্দেশীয় রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন"। ২৩৭ পৃঃ। অধুনা এ জাতির যে রূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, একটু আলোচনা করিয়া দেখিলে, প্রকৃত সমদর্শী হিন্দু সন্তান মাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইবেই হইবে। মাত্র গোপ সমাজ কেন? সমগ্র হিন্দু সমাজেরই এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে, স্পর্দ্ধা করিয়া কেহ বলিতে পারেন না আমি প্রকৃত হিন্দু। বহু দিন ম্লেচ্ছাধীন ম্লেচ্ছ সহবাস প্রভৃতি দ্বারা আমাদের প্রকৃতি ক্রমশই অলক্ষিত ভাবে ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া, মেচ্ছ দিগের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদাদি ক্রমশঃ সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ভিন্ন আবার প্রত্যেক জাতির মধ্যে শাখা, প্রশাখা, উপশাখা ভেদে নানা শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত নানা কারণে হিন্দু সমাজের এরূপ দুরবস্থা দাড়াইয়াছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে

যদ্যাপি নানা শ্রেণী বিভাগ হয়, তাহা হইলে সেই সমাজ ক্রমশই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। (স্বামীজী বলেন) বঙ্গের "হিন্দু জাতি যদ্যপি স্ব স্ব সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই প্রাচীন, পবিত্র, সুবিশাল ও সনাতন হিন্দু জাতি পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত স্থানে অবস্থান করিতে পারেন। যে জাতি যতই নীচ হউক না, স্ব সমাজ ও স্বজাতির উন্নতি করা প্রত্যেকেরই পরম কর্ত্তব্য কর্ম্ম"। আমাদের পরস্পরের সহানুভূতির অভাবই সমাজ দুর্ব্বলতার কারণ। অধুনা এই দুর্দ্দিনে আমরা সকলেই যদ্যপি চেষ্টা করি, পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিভাগ গুলি আর রাখিব না, তাহা হইলে সমাজের আবার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। প্রায় সকলেই সমাজ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু প্রত্যেকেরই যে গৃহ বিচ্ছেদ রহিয়াছে, সে বিষয়ে ত কাহারও লক্ষ্য নাই। এরূপ থাকা সত্বে সামাজিক উন্নতি কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব জাতীয় উন্নতির প্রয়োজন হইলে, অগ্রে স্বজাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ গুলি উঠাইতে হইবে; নতুবা সমাজ উন্নতির আশা করা বৃথা। এ পন্থা সমীচীন বলিয়া শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বল্লবদিগের ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য। বলিতে পারি না আজ কোন দৈবশক্তি প্রভাবেই হউক, অথবা কাল পরিবর্ত্তনের সহিত হউক, বল্লব জাতির এ চেতনা আসিয়াছে। সমাজের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করতঃ আজ সমগ্র গোপ জাতি এক মতাবলম্বী হইয়া পূর্ণ উদ্যমের সহিত স্ব সমাজের মঙ্গল কামনায় নিযুক্ত হইয়াছে। চিরকাল আলস্য ঔদাস্য বশতঃ পূর্ব্ব গৌরব নষ্ট হইয়াছে, দলাদলি কলহের বশীভূত হইয়া নিজেদের ন্যায্যাধিকারে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইয়াছে; আর পূর্ব্ব সম্মান নাই, পূর্ব্বগৌরব নাই, সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে। সেই জন্য আজ সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের ক্ষুদ্রাংশ গুলি মিলিত করতঃ সমাজের পুষ্টি সাধন মানসে এবং সমাজের গৌরব যাহাতে স্পর্দ্ধার সহিত সংরক্ষিত হয় ও অনাথ নিরাশ্রয় গোপবালকগণ বাল্যকালে শিক্ষালাভ করিয়া পরিণামে সমগ্র বল্লবদিগের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয় এবং স্থান

বিশেষে নিজ জাতি দিগের উপর যে সকল অসঙ্গত অপকলঙ্ক আরোপ আছে, তাহা দূর করতঃ পূর্ব্ব সম্মান রক্ষা বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া এই মঙ্গল জনক হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। অবশ্য এই সকল উদ্দেশ্য যে নিশ্চয়ই সফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। বহু যত্নসত্বেও অনেক কার্য্য নিস্ফল হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে কেহ কখনও ভগ্ন মনোরথ হয় না। যে কোন মহৎ কার্য্যই হউক না কেন, প্রথম উদ্যমে কাহারও কখনও সুসম্পন্ন হয় নাই। অনেক উদ্যমের পর এবং অনেক বিঘ্ন বিপত্তির পর সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। তবে এরূপ আশা করা যায়, যদ্যপি প্রত্যেক সহৃদয় বল্লব জাতি মাত্রেরই আগ্রহাতিশয় উৎসাহ ও যত্ন চির বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে অচির কাল মধ্যেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, যে শুভ সময় আসিয়াছে, এ শুভ সময় অতিবাহিত হইলে, আর আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবেনা। আশা করি, ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের করুণাবলে ব্রজবাসিনী গোপকন্যাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ বঙ্গদেশে প্রকৃষ্টরূপে তাহাদের সামাজিক উন্নতি বিধান করিয়া স্বসমাজ ও স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিতে কিছুতেই যেন পশ্চাৎপদ না হয়। (শ্রীস্বামীজী)।

অতিবিস্তরেণালমিতি।



শ্রীঃ

প্রার্থনা।



যাদেবী সর্ব্বভূতেষ্ জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

যে আদ্যাশক্তি যোগমায়া পৃথিবীস্থ প্রাণি মাত্রে জাতি রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী আজ এই বল্লব জাতির জাতি মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে সহায় হউন। মাগো! তুমিই এক দিন নন্দগোপ গৃহে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই গোপ কুলকে কৃতার্থ করিয়াছিলে, আজ ইহারা তোমারই শরণাপন্ন; তুমি ভিন্ন ইহাদিগের বেদনানুভব আর কে করিবে? মা! আপনার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, আপনার চির আশ্রিত অধুনা ভাগ্যহীন শক্তিহীন এই গোপ জাতির উন্নতি মানসে আমরা নিযুক্ত হইয়াছি। মা শক্তিদায়িনি! আমাদিগকে আপনার কিঞ্চিৎ শক্তিকণা প্রদান করুন; আপনি অলক্ষিত ভাবে আমাদের পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক আমাদিগের ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করুন। মা বুদ্ধি স্বরূপিণি! আপনি হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি পূর্ব্বক আমাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করুন। আমরা আনন্দে বিভোর হইয়া এই বলিয়া প্রণাম করিতে থাকি—

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শুদ্ধি পত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।	পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
১	৬	হুইদিগের	ইহাদিগের	৯৭	৭	মহামুণি	মহামুনি
৫	২০	মনত্রি	মন্বত্রি	৯৭	১৩	বিষটী	বিষয়টী
৮	২০	বিজ্যতে	বিভজ্যতে	৯৭	১৪	সন্তাপারা	সন্ত্যাপায়া
৮	২৪	ক্ষদ্রিয়াদি	ক্ষত্রিয়াদি	৯৯	৫	অভিষ্ঠ	অভিষ্ট
১২	১৪	মুপারাদথ	মুপয়াদশ	১০১	১২	কৃঞ্চ	কৃষ্ণ
১৬	১৮	বাণিক্জ্য	বাণিজ্য	১০৩	১২	ইহারারও	ইহারাও
১৬	১৬	ব্রম্মণা	ব্রহ্মণা	১০৪	২৭	নুতন	নূতন
২৪	১	কুকভানোশ্চ	বৃকভানোশ্চ	১০৮	১২	নিষ্ঠুর	নিষ্ঠুর
৫৬	৪	বীর্যাধান	বীর্য্যাধান	১১১	২৭	স্যালক	শ্যালক
৭০	৮	বৃযোস্য	বৃষোস্য	১১৩	২২	প্রার্থণা	প্রার্থনা
৭২	২০	ভেজেন	ভোজনে	১১৪	৩	প্রার্থণা	প্রার্থনা
৭৩	২৩	ব্যবহারেব	ব্যবহারের	১১৯	২	সান্তনা	সান্ত্বনা
৮০	২১	গমণ	গমন	১৪৩	১৬	নাম্নাচ	নাম্নাচ
৮৪	৮	বৈশ্যের	বৈশ্যার	১৪৪	২৪	রুক্মিণী	রুক্মিণী
৯১	১	উর্বিভূতের	সর্বভূতের	১৪৫	১৬	পুর্ণবৃন্দাবন	পুনর্বৃন্দাবন
৯১	১৭	বোরে	বোধে	১৪৫	২১	পাটক	পাঠক
৯১	২১	নজ্য	জন্য	১৫৩	১৫	আভাস	আভাষ
৯১	২৫	ইতেছে	হইতেছে	১৬৭	৭	অডয়ে	অভয়ে
৯৬	২১	গোযের	গোয়ের	১৬৮	১৫	সুযুপ্তি	সুষুপ্তি
৯৬	২৪	প্রযুক্ত	প্রযুক্ত	১৭২	১২	অর্জ্জুণ	অর্জ্জুন

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য।

পোঃ চন্দন নগর বোড় কালী তলা—ফরেশডাঙ্গা।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

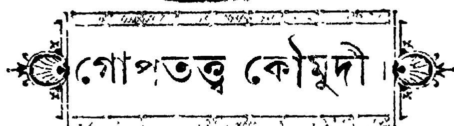
পোঃ নবদ্বীপ পোড়া মা তলা—নদীয়া।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ।

পোঃ বহুবাজার, ১০ নং শুকপ্রসাদ ঘোষের লেন—কলিকাতা।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র ঘোষ।

পোঃ বোনকাঠী, ফুলঝোড়—বর্দ্ধমান।



গোপতত্ত্ব কৌমুদী।

সত্যংহি কেবলং বলম্।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথমতঃ গোপজাতির তত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহারা অতি প্রাচীন জাতি ও অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহাদিগের অস্তিত্ব আছে, ইহার অবগতির জন্য হিন্দুর অতি প্রাচীন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্র আর কি? একমাত্র বেদ; সেই বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা পূর্ব্বক ইহাদিগের তত্ত্ব জানা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে কিরূপে জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছিল ও সেই বিভিন্ন বর্ণের কোন্ কোন্ কর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছিল, তাহারই অনুসন্ধান করা প্রথমতঃ আবশ্যক।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র। সেই বেদের মধ্যে জাতি সৃষ্টি সম্বন্ধে কিরূপ বর্ণিত আছে, তাহা দেখা যাউক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নবতিতম সূক্তে উক্ত আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃকৃতঃ।
ঊরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

অর্থাৎ ইহার (ব্রহ্মার) মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য (ক্ষত্রিয়) হইল, যাহা উরুছিল তাহা বৈশ্য হইল আর দুই চরণ দ্বারা শূদ্র জন্মিল।

অথবা কেহ অর্থ করেন যে, পূর্ণব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টি মধ্যে মুখের সদৃশ শ্রেষ্ঠ হেতুক ব্রাহ্মণ। "বাহুর্বৈবলং বাহুর্বৈবীর্য্যম" ইতি শতপথ ব্রাহ্মণে। বল এবং বীর্য্যের নাম বাহু। যাহার বল বা বীর্য্য অধিক সেই ক্ষত্রিয়, কটির অধোভাগ এবং জানুর উপরিস্থভাগের নাম উরু। যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে এবং সকল দেশে উরু বলের দ্বারা গমনাগমন করিতে সমর্থ সেই বৈশ্য। আর পদ অধমাঙ্গ তৎসদৃশ অধমত্ব হেতুক শূদ্র।

অথবা বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণই মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র চরণ। এইরূপে চারি জাতি নির্ণয় হইয়াছে। এই চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা আর্য্য নামে অভিহিত, আর শূদ্রবর্ণ অনার্য্য বলিয়া অভিহিত, কাত্যায়ন সূত্রের ভাষ্যকার বলিয়াছেন যথা "শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরা আর্য্য এবং চতুর্থ বর্ণ অনার্য্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনার এস্থলে বিশেষ প্রয়োজন দেখিনা; এক্ষণে বৈশ্য বর্ণেরই কর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা এবং এই গোপেরা তৃতীয় বর্ণ আর্য্য শ্রেণী কিনা? ইহারই আলোচনার প্রয়োজন।

বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অর্থাৎ কোন্ জাতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহার বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই তবে মনু এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, মনুর সময় হইতেই নির্দ্দিষ্ট ভাবে চারি জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইয়াছে। তবে বেদের অধিকাংশ ঋক্‌সূত্রের দ্বারা এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, গোপনামক এক প্রকার জাতি আছে তাহাদের কর্ম্ম গোরক্ষা। কিন্তু মন্বাদি শাস্ত্র হইতে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায় যে গোরক্ষক জাতিরা বৈশ্য। পর্য্যায় ক্রমে তাহা বিবৃত করা যাইবে: এক্ষণে বেদে গোরক্ষা ও গোপজাতির বিষয় কিরূপ উল্লেখ আছে তাহা একবার দেখা যাউক।

ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে যথা "উপহ্বায় সুদুঘাং ধেনুমেতাং দুহন্তো গোধুগুত দোহদেনাম্"। সায়ণাচার্য্যেরতেভাষ্যে "গোধুগত্র গোদোগ্ধা যজমানরূপ" ইতি ॥

অর্থাৎ গোদোগ্ধা যজমান রূপ গোপ সুদুঘা ধেনুকে আহ্বান করিয়া দোহন করুক। তত্রৈব অষ্টম মণ্ডলে একাধিক চত্বারিংশ সূত্রে যথা

যঃ ককুভোনিধারয়, পৃথিব্যামধিদর্শতঃ
সমাতা পূর্ব্ব্যং পদং তদ্বরুণস্য সপ্তঃসহি
গোপা এবে যো নভন্তা মন্যকেসমে ॥

"সায়নাচার্য্যো কৃতেভাষ্যে যো বরুণঃ পৃথিব্যামধি, পৃথিব্যা উপরি দর্শতঃ দর্শনীয় সন্ ককুভোদিশো নিধারয় নিধারয়তি, স বরুণো মাতা নির্ম্মাতা, পূর্ব্বং প্রত্নং পদং তদ্বরুণস্য স্বকৃতং, অপিচ স ইতম্ এবের্য ঈশ্বরঃ সন্ গোপাইব গোপালাইব পশুনা অস্মাকং রক্ষিতা"।

অর্থাৎ যে বরুণ পৃথিবীর উপর দর্শন রাখিয়া দিক সকলকে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই নির্ম্মাতা, স্বর্গাখ্যস্থানে তাঁহার প্রতি ইহা অর্পনীয়, গোপালকগণ যেমন গোবৃন্দকে রক্ষা করে, তেমনি তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একোনবিংশ সূত্রে যথা

যন্নিয়ানং নায়নং সংজ্ঞানং যৎপরায়ণং
আবর্ত্তনং নিবর্ত্তনং যো গোপা অপিতং হুবে।

সায়নাচার্য্যো কৃতে ভাষ্যে "নিয়ানং গোষ্ঠাখ্যং স্থানং হুবে আহ্বয়ামি। গো সহিত গোষ্ঠং প্রার্থয়ে ইত্যর্থঃ, নয়নং নিয়মেন গৃহং প্রতিগমনং তদপি প্রার্থয়ে সর্ব্বগুণোপেতা গাঃ প্রার্থয়ে ইত্যর্থঃ" ॥

অর্থাৎ আমি গো সহিত গোষ্ঠ স্থানকে আহ্বান করিতেছি, তাহাদিগের গৃহাগমন প্রার্থনা করি, আমরা গোপালকদিগকে আহ্বান করিতেছি, সর্ব্বগুণোপেত গো সকলকেও আহ্বান করিতেছি।

অপিচ তত্রৈব।

"য উদানড়্ ব্যয়নং য উদানট্ পরায়ণম্।
আবর্ত্তন নিবর্ত্তনমপি গোপা নিবর্ত্ততাম্॥

"যো গোপা নষ্ট ধেনুরণ্বেষনার্থকং বিবিধাং গতিং কৃতবান্ ধেন্বাসার্দ্ধং সগোপা নিবর্ত্ততাম্. সধেনুক গোপালস্য কুশলাগমনং প্রার্থয়ে॥"

তত্রাপি ত্রয়োবিংশে সূত্রে ষষ্ঠ শ্লোকঃ। যথা—
পশুংন গোপা করামহে"
"গোপা যথা ধেনুমাহূয় আত্মাভিমুখিনীম্ করোতি
হে ইন্দ্র ত্বাম্ আহূর আত্মাভিমুখং করোমীতি নির্দ্দেশাৎ"

অর্থাৎ যে গোপ নষ্ট ধেনু অন্বেষণার্থ নানাবিধ গতি অবলম্বন করিয়াছে, ধেনুর সহিত সেই গোপের অর্থাৎ গোপালকের আগমন প্রার্থনীয়। গোপ যেমন ধেনুকে আহ্বান করিয়া আত্মাভিমুখী করে, হে ইন্দ্র! আমরাও আপনাকে আহ্বান করিয়া আত্মাভিমুখী করিতেছি। এই ঋগ্বেদোক্ত সূত্রগুলিদ্বারা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইতেছে যে, স্মরণাতীত কাল হইতেই গোপালনের ও গোপের অস্তিত্ব ছিল, আরও নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, গোপেরা যজ্ঞকালে সমভাবে দেবগণের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইত এবং তৎসময়ে যজ্ঞকালে স্বয়ং মন্ত্রপাঠ করিতে পারিত। গোগণের বৃদ্ধির জন্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিত। যথা

হে গো সকল! তোমরা এখানে আগমন কর এবং সফপক্ষীর সংখ্যায় বর্দ্ধিত হও, তোমরা এখানে বৎস প্রসব করিতে থাক, তোমাদের অধিষ্ঠান গৃহ অর্থাৎ গোশালা তোমাদের পক্ষে মঙ্গল বিধায়ক হউক; তোমরা সফপক্ষী ও পারাবতদিগের ন্যায় সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাক, এবং তোমরা এখানে বৎস প্রসব করিতে থাক, আমাদিগের সহিত তোমাদিগকে মিলিত করিতেছি; হে গাভীগণ! আমরা তোমাদের স্বামী তোমরা আমাদের প্রতি অনুরক্ত হও, এই গোশালায় তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমাদের বহুবৎস জন্ম গ্রহণ করিতে থাকুক, তাহারা জীবিত

থাকুক, তোমাদিগের দ্বারা আমাদের ধন বৃদ্ধি হউক এবং তোমাদিগের দ্বারা আমরা যেন জীবিত থাকি।

অথর্ব্ববেদ ৩।৪

যখন গোপগণ এই সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করিত তখন সহজেই জানা যাইতেছে ইহারা আর্য্যজাতি। যেহেতু আর্য্যজাতি ব্যতিরেকে অনার্য্য শূদ্র জাতি কখন বৈদিক মন্ত্রপাঠে অধিকারী নহে।

বর্ত্তমান সময়ে এই গোপালন বৃত্তি অতি নীচ বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু স্মরণাতীত কালের পূর্ব্বকাল হইতে এবৃত্তি অতি আদরণীয় ছিল, সুতরাং সাধারণে একার্য্য অবমাননা জনক জ্ঞান করিতনা; অদ্যাপিও সেই পূর্ব কালের ন্যায় গোপেরা আদরের সহিত এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কোন অংশে পরিবর্ত্তন করে নাই; পরিবর্ত্তন করে নাই বলিয়াই বোধ করি ইহারা অনাদরের পাত্র হইয়াছে, কেননা কালোচিত ব্যবহারই সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়।

এইত গেল বৈদিকযুগের কথা। এক্ষণে সংহিতাকারগণ কি বলিতেছেন, তাহা একবার দেখা যাউক। আমাদের দেশে অনেকগুলিই সংহিতা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সংহিতাকারদিগের মতেই আমাদের সমাজ পরিচালিত হইতেছে এবং সেই সংহিতাগুলির বিধানানু-সারেই আমাদের প্রায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

সংহিতাকারগণ যথা

মনত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী।
পরাশর ব্যাস-শঙ্খ লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রযোজকাঃ॥

অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ,

গৌতম, শাতাতপ, এবং বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন মহর্ষি আমাদের মাননীয় ও ইহাঁদিগের ব্যবস্থা আমাদের অবলম্বনীয়। এক্ষণে এই মহর্ষিগণের মতে গোপেরা কোন্ বর্ণ, এবং কোন্ বর্ণেরা পশুপালক রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

সকল সংহিতাপেক্ষা মনুর সংহিতাই প্রধান, তাঁহারই সংহিতার কথা প্রথমতঃ উল্লেখ করি। মনুর প্রথমাধ্যায়ে উল্লেখ আছে

লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥ ৩১

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ভাষ্যকার মেধাতিথি ঐ শ্লোকের অর্থ করিলেন; "ব্রাহ্মণস্য মুখ কর্ম্ম অধ্যাপনাদি ক্ষত্রিয়স্যাপি বাহুকর্ম্ম যুদ্ধং বৈশ্যস্যা প্যূরুকর্ম্ম পশুরূপং রক্ষতো গোভিশ্চরন্তীভির্ভ্রমণমিত্যাদি * * * শূদ্রস্য পাদকর্ম্ম শুশ্রূষা।

অর্থাৎ মুখরূপ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম অধ্যাপনাদি, বাহুরূপ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মযুদ্ধ, উরুরূপ বৈশ্যের কর্ম্ম পশুরক্ষা অর্থাৎ বিচরণশীল গোয়ের রক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ ইত্যাদি * * * এবং পাদরূপ শূদ্রের কর্ম্ম শুশ্রূষা। অপিচ তত্রৈব

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্যকৃষিমেবচ॥ প্রঃ অঃ

অথাৎ পশুরক্ষা দান, যাজ্ঞিককর্ম্ম, পুরাণাদি অধ্যয়ন এবং বাণিজ্য, কৃষি ও কুসীদ (সুদগ্রহণ) এই সপ্তবিধ। অপিচ নবমাধ্যায়ে

প্রজাপতি র্হি বৈশ্যায় সৃষ্টাঃ পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায়চ রাজ্ঞেচ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ॥ মনু

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম পশু সৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিপালনের ভার বৈশ্যে অর্পণ করেন এবং প্রজা সৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষার্থ ভার ব্রাহ্মণে ও রাজাকে সমর্পণ করেন।

অপিচ তত্রৈব।

নচ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্নরক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন॥ মনু

অর্থাৎ কোন বৈশ্যই এইরূপ ইচ্ছা করিবেন না যে, আমরা নীচ কর্ম্ম পশুপালন করিবনা; বৈশ্য পশুপালনে সমর্থ থাকিতে অন্য কেহ পশুপালনে অধিকারী হইবেনা।

অতঃপর অন্যান্য সংহিতাকারগণের কথা উল্লেখ করি।

"কৃষি গোরক্ষবাণিজ্য, কুসীদযোনি পোষণানি বৈশ্যস্য" ২য় অঃ বিষ্ণু সংহিতা

অর্থাৎ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, কুসীদাদান, ধান্যাদির বীজ রক্ষা ইত্যাদি।

গোরক্ষাং কৃষি বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যা যথাবিধি। ২য় অঃ হারিত সংহিতা।

অর্থাৎ বৈশ্য বিধি পূর্ব্বক গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে।

কুসীদ কৃষি বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতং। ১ম অঃ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অর্থাৎ কুসীদ কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য পশুপালন, বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম জানিবেন।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম। ১ম অঃ শঙ্খ সংহিতা।

অর্থাৎ বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বলিয়া কথিত আছে।

বৈশস্যাধিকং কৃষি-বণিক্-পশুপাল্য কুসীদম্। ১০ম অঃ গৌতম সংহিতা।

অর্থাৎ বৈশ্য বৃত্তির মধ্যে ইহাই অধিক ব্যবহার, কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্য পশুপালন ও কুসীদ।

এক্ষণে উপরোক্ত সংহিতাকারদিগের মতে বৈশ্য বর্ণেরাই গোরক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। অধুনা এই গোরক্ষা বৃত্তি গোপ জাতিতেই দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং গোপ জাতিকে বৈশ্যবর্ণ বলিতে বোধ করি কাহারও কোন আপত্তি নাই (গোপ জাতি যে বৈশ্য ইহা সহজেই স্বীকার করিতে হইবে)। সংহিতাকারদিগের মতে গো প্রতিপালন বৈশ্য বৃত্তি ইহা স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর পুরাণেতিহাসাদিতে গো প্রতিপালন বৈশ্যবৃত্তি কিনা? ইহা একবার দেখা যাউক।

মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরচিত পঞ্চমবেদাখ্য শ্রীমহাভারতেতিহাসের দ্বারা জাতি সৃষ্টি বিষয় যাহা কিছু অবগত হওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তদ্বিষয় কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা

একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ মহা ভাঃ শান্তিঃ

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! প্রথমতঃ সকলেই একবর্ণ ছিল, তৎপরে গুণ কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারিবর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কোন সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ ভগবান ভৃগুকে জাতিভেদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কামক্রোধৌ ভয়ং লোভ শোকচিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে॥
স্বেদমূত্রপুরীষানি শ্লেষ্মাপিত্তঞ্চ শোণিতং।
সমং স্যন্দতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণোবিভজ্যতে॥

অর্থাৎ হে ভগবন! যখন আমাদের সকলকেই সমভাবে কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা ও পরিশ্রম প্রভাবে কাতর হইতে হয় এবং সকলেরই দেহ হইতে যখন সমভাবে স্বেদ, মূত্র, পুরীষ শ্লেষ্মা পিত্ত ও শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে, তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি রূপ বর্ণ বিভাগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

তদুত্তরে ভগবান ভৃগু কহিয়াছিলেন যথা—

নবিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণাপূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥
ম, ভা, মো, ধ, প, ১৪।১০

অর্থাৎ হে তপোধন! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। জগতের যাবতীয় মনুষ্যই পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সেই এক ব্রাহ্মণ জাতিই গুণ কর্ম্মাদিভেদে ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি বিবিধ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। ভগবান ভৃগু আরও বিশেষ করিয়া দেখাইলেন।

কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত-স্বধর্ম্ম রক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মংনাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাবর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥
ম, ভ, মো, ধ, প, ১৪।১১।১৪

অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সেই আদি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে যাঁহারা কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণস্বভাব হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১১

যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থিত না থাকিয়া রজঃ ও তমোগুণ প্রভাবে গো প্রতিপালন বৃত্তি ও কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২

যাঁহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩

এইরূপে এক আদি ব্রাহ্মণ জাতিই কার্য্য দ্বারা পৃথককৃত হইয়া বিভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই নিত্যধর্ম্ম ও নিত্যযজ্ঞে অধিকার আছে। ১৪

ক্রম প্রসঙ্গে কিছু অবান্তরের অবতারণা আসিল। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পূর্ব্বে বলা হইল, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার চারিঅঙ্গ হইতে চারিটী পৃথক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; আর এই সকল বচনের দ্বারা এক ব্রাহ্মণ জাতিই কর্ম্মানুসারে পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে, উহা কিরূপে সম্ভব হয়?

এস্থলে বক্তব্য যে, বোধ হয় উহা জাতিবিশেষের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জ্ঞাপক মাত্র। দেহের যেমন মস্তকই উত্তমাঙ্গ, সেইপ্রকার সমাজরূপ দেহের মধ্যে ব্রাহ্মণই উত্তমাঙ্গ; এই অনুসারে চারি জাতির উত্তমাধম স্থিরীকৃত হইয়াছে। নতুবা উত্তমাঙ্গে জন্মিয়াছে বলিয়া যে, উত্তমজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছে, তাহা নহে। আর যদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট অঙ্গ হইতে উৎপন্ন প্রযুক্ত, উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট জাতি হইয়াছে বলা যায়, তাহা হইলে প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া, কিরূপে বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছিলেন; সুতরাং উহা জাতি বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞাপক মাত্র। নতুবা মহর্ষি ভৃগুর বাক্যগুলিও নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব ঐরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি যুক্ত। এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত কথার আলোচনা করা হউক।

এই মহাভারত গ্রন্থেও "গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায়" এই বলিয়া গোপালন বৃত্তি, বৈশ্যবৃত্তি ইহা উল্লিখিত হইল। শান্তিপর্ব্বে ৭৭ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে "বৈশ্যেরা শুচি, জিতেন্দ্রিয় অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী; ইহারা পরস্পর সৌহার্দ্দ অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মানুসারে জাতি নির্ণয়ের ব্যবস্থাতেও স্থির হইল, গোপালন কর্ম্ম গোপের; সুতরাং ইহারা বৈশ্যবর্ণের যোগ্য। গীতার চতুর্থাধ্যায়েতেও আছে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন আমি গুণ-কর্ম্মানুসারে চারি বর্ণের বিভাগ করিয়াছি। আরও উহার অষ্টাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজম্" অর্থাৎ কৃষি কর্ম্ম, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বৈশ্যের যাহা কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম উল্লেখ আছে তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি।

বৈশ্যস্যাপি হি যো ধর্ম্ম স্তংতে বক্ষ্যামি শাশ্বতম।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ শৌচেন ধন সঞ্চয় ॥ ২১
পিতৃবৎপালয়েদ্বৈশ্যো যুক্তঃ সর্ব্বান্ পশূনিহ।
বি কর্ম্ম তদ্ভবেদন্যৎ কর্ম্ম যৎ স সমাচরেৎ ॥ ২২
রক্ষয়া সহি তেষাংবৈ মহৎসুখ মবাপ্নুয়াৎ।
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বাপরিদদে পশূন্ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণায়চ রাজ্ঞেচ সর্ব্বাঃপরিদদে প্রজাঃ।
তস্যবৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চতস্যোপজীবনম্ ॥ ২৪
ষণ্ণামেকাং পিবেদ্ধেনুং শতাচ্চ মিথুনং হরেৎ।
লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগং তথাশৃঙ্গে কলাখুরে ॥ ২৫
শস্যানাং সর্ব্ববীজানামেষা সাংবৎসরী ভৃতিঃ
নচ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্নরক্ষেয়ং পশূনিতি ॥ ২৬
বৈশ্যেচেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন।
শূদ্রস্যাপি হি যো ধর্ম্ম স্তংতে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ২৭

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যে সকল শাশ্বত ধর্ম্ম আছে তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় এবং অনুরাগ সহকারে পিতার ন্যায় অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রগণকে পালন করে সেইরূপ পশুগণকে পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবেনা। অপর কার্য্য করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া, ব্রাহ্মণ ও

ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যকে পশুপালনের ভার অর্পণ করিলেন। সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে তাহাও বলিতেছি; যে বৈশ্য অন্যের ছয়টী ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতন রূপ একটী ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে, যে বৈশ্য শত গোরক্ষক, সে স্বীয় বার্ষিক বেতন রূপ একটী গো মিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ, খুরভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য লব্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর বৈশ্য পশুপালন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। আরও বিরাট পর্ব্বে উল্লেখ আছে।

সহদেবোঽপি গোপানাং কৃত্বাবেশমনুত্তমম্।
ভাবাঞ্চৈব সমাস্থায় বিরাট মুপাগ্নাদথ॥

অর্থাৎ সহদেব গোপ বেশ ধারণ করিয়া এবং গোপ ভাষাকে আশ্রয় করিয়া বিরাট ভবনে উপস্থিত হন ও স্বীয় পরিচয় প্রদান কালে বলিয়াছিলেন। যথা

সম্প্রাপ্য রাজানম মিত্র তাপনং।
ততোঽব্রবীন্মেঘ মহোঘ নিঃস্বনঃ।
বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাঽহমরিষ্টনেমি
গোঁসঙ্খ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাম্॥

অর্থাৎ শত্রুতাপন মহারাজ বিরাটকে প্রাপ্ত হইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন, আমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের গোরক্ষক ছিলাম, আমি অরিষ্টনেমি গোপ বৈশ্য। সহদেব যেরূপ অনুত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের ভাষা যেমন অভ্যাস করিয়াছিলেন তেমন ঘৃত দুগ্ধাদি প্রদান রূপ গোপের ব্যবসায় ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যথা

সহদেবোঽপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাণ্ডব।
দধি ক্ষীরং ঘৃতঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি॥ বিরাট পর্ব্ব।

অর্থাৎ সহদেব গোপ বেশধারণ করিয়া দধি ক্ষীর ঘৃত প্রভৃতি গব্য দ্রব্য পাণ্ডবদিগকে অর্থাৎ ভ্রাতৃগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন। এই মহাভারতীয় প্রমাণ গুলি দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে রজঃ ও তমোগুণ এবং গোরক্ষারূপ কর্ম্ম যে জাতির থাকিবে, তাহারাই তৃতীয় আর্য্য জাতি বৈশ্য হইবে। সহদেবের কথা দ্বারা ইহাও অবগত হওয়া গেল. গোপজাতি বৈশ্য, দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় ইহাদিগের জীবিকা। অতএব বিচার পূর্ব্বক এক্ষণে বিবেচনা করুন. ইহারা বৈশ্য কি না ? এবং বর্ত্তমানকালেও এই সকল কর্ম্ম এই জাতিতে আছে কি না ? মহাভারতের জাতি বিচার এইরূপ পাওয়া গেল। অনন্তর পুরাণের জাতি বিচারটী একবার দেখা যাউক।

সমগ্র পুরাণ শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি দ্বাপর যুগের লোক হইয়া, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহ যে নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা কেবল বেদকে অবলম্বন করিয়া। আরও তিনি ত্রিকালজ্ঞ, ভূত, ভবিষ্যত বর্ত্তমান, সকল সময়েরই বিষয় অবগত আছেন। পরবর্ত্তী লোক সমূহের ক্রমশঃ অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি হইবে, ইহাই জানিয়া ভগবানের অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে বিভাগ করতঃ কতক পুরাণাকারে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বেদকে বিভাগ করণ জন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তাঁহার কৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও তদ্ভিন্ন উপপুরাণ এইলোক মধ্যে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে গোপজাতির বিষয় কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ২৮ অধ্যায়ে উক্ত আছে।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিধৈব সঃ।
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্যজীবিকা॥

অর্থাৎ বৈশ্যের তিন প্রকার ধর্ম্ম, দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এবং পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম তাহাদের জীবিকার্থ ধর্ম্ম।

অপিচ তত্রৈব।

ত্রিভিঃ পূর্ব্বগুণৈর্যুক্তং পাশুপাল্যবাণিজ্যয়োঃ।
কৃষেশ্চাব্যাপ্ত বৃত্তিঞ্চ ত্যজ বৈশ্যমকল্মষম্॥

অর্থাৎ যে বৈশ্য পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়যুক্ত এবং পাশুপাল্য বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে তৎপর তাহাকেও তুমি ত্যাগ করিও। বিষ্ণুপুরাণের ৩য় অংশে অষ্টমাধ্যায়ে লিখিত আছে "হে মনুজেশ্বর! লোক পিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা পশুপালন করিবে, বাণিজ্য করিবে এবং কৃষিকার্য্য করিবে। আর এই তিনটী ধর্ম্ম জানিবে, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান।" অগ্নিপুরাণে কথিত হইয়াছে "বৈশ্যের এই তিনটী ধর্ম্ম, দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ; আর পশুপালন বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।" ২১ অঃ। নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে "বৈশ্যগণের পশুপালন, বাণিজ্য কৃষিকার্য্য এবং বেদাধ্যয়ন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপনের জন্য বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর উদ্ভব এই গোপবংশে সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটী এইস্থলে সংক্ষেপে বর্ণন করি।

যদা দীক্ষাকাল মুপাগতাগ্নয়ঃ সর্ব্বে উদ্ধৃতা স্তদা ব্রহ্মণা সাবিত্রী সমাহূতা তত উবাচ সাবিত্রী "তিষ্ঠত্বিহ মুহূর্ত্তকম্" তচ্ছ্রুত্বা কোপ সমন্বিতো ব্রহ্মোবাচ শক্রং প্রতি "পত্নীচান্যাং মদর্থন্তু শীঘ্রত্বঞ্চ সমানয়ঃ" ততঃ শক্রঃসুরূপামাভীর কন্যাং দৃষ্টা তাং পপ্রচ্ছ "কাঽসি কস্যাকুতশ্চত্বমাগতা সুভ্রুকথ্যতাম্" গোপকন্যোক্তং। "গোপকন্যা অহংবীর বিক্রেতু মিহ গোরসম্। সমাগতা ঘৃতাদীনাং প্রগৃহীষ্ব যথেপ্সিতম্"। ইন্দ্রস্ততস্তাং গোপ কন্যামানীয় ব্রহ্মণেঽর্পিতবান। ততঃ

কমলাক্ষীং স্ফুরদ্বাণীং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণাম্।
গান্ধর্ব্বেণ তদা ব্রহ্মা গ্রহীতুং মন আদধে॥
প্রভুত্ব মাত্মনোদানে গোপ কন্যাপ্যমন্যত।
যদেবং মাং সুরূপত্বাদিচ্ছত্যাদাতু মাগ্রহাৎ॥
নাস্তি সীমন্তিনী কাচিন্মত্তোধন্যতরা যতঃ

* * *

এবং চিন্তাপরাদীনা যাবৎসা গোপ কন্যকা।
ভবত্যেষা মহাভাগ গায়ত্রী নামতঃ প্রভো॥
তাবদেব মহাবিষ্ণুঃ প্রোক্তবানিদমুত্তমম্।
অনুগ্রহেণ দেবেশ অস্যাঃ পাণিগ্রহং কুরু।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন উপযেমে পিতামহঃ॥ ইতি পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ দীক্ষাকাল উপস্থিত হইলে, অগ্নি সকল উত্থিত হওয়ায়, ব্রহ্মা উপযুক্ত যজ্ঞকালের আবির্ভাব জানিয়া পরমাপ্রিয়া সাবিত্রীকে আহ্বান করিলেন। সাবিত্রী কহিলেন মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য পত্নী আনয়নের জন্য ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে ধরাতলে আগমন করিয়া অপরা সুলক্ষণা কন্যার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পথিমধ্যে এক গোপ কন্যাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে শুভ্রে! তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ এবংপথি মধ্যে একাকিনী দাড়াইয়াছই বা কি জন্য? গোপ কন্যা কহিলেন, আমি গোপকন্যা, এইস্থানে দুগ্ধাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ইচ্ছা হয় ঘৃতাদি গ্রহণ করিতে পারেন। তদনন্তর ইন্দ্র সেই গোপকন্যাকে ব্রহ্মার সমীপে লইয়া গেলেন এবং লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে অর্পণ করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা সেই সুরূপা গোপ কন্যাকে দর্শন করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তদনন্তর সেই কন্যা আপনার দান বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা যখন আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, তখন আমাপেক্ষা ভাগ্যবতী আর কে আছে, আমি ধন্যা।

অতঃপর মহাবিষ্ণুর কাক্যানুসারে বিবাহ করিয়া যজ্ঞে ব্রতী হইলেন এবং সেই অবধি সেই কন্যা গায়ত্রী নামে অভিহিতা হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষি, গোরক্ষা বাণিজ্য ও কুসীদ এই চারি প্রকার "বার্ত্তা" বৈশ্যজাতির সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে বৈশ্যের গোবৃত্তিই প্রধান ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদ্বৃত্তান্তটী এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা

হইল। ইন্দ্রমখভঙ্গ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র যজ্ঞরত নন্দাদি গোপগণকে বিব্রত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেনবা সাধ্যতে মখঃ॥ দঃ ২৪ অঃ

অর্থাৎ হে পিতঃ! কেন আপনারা এত ব্যস্ত হইয়াছেন, কাহার উদ্দেশে কিসের দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইবে, ইহার ফলই বা কি? আমাকে বলুন শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথানন্তর নন্দ বলিয়াছিলেন, বৎস! সুবৃষ্টির জন্য মেঘ মূর্ত্তি ইন্দ্রের তুষ্টি সাধনেচ্ছায় পূজা করিতে, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান। ভগবান তাঁহার প্রত্যুত্তরে বলেন, কর্ম্মের দ্বারাই জীবেব উদ্ভব, কর্ম্মেই জীবের লয়, কর্ম্মবশে জীব উচ্চ নীচ দেহ লাভ করিয়া থাকে এবং কর্ম্ম বশেই তাহা পরিত্যাগ করে। অতএব কর্ম্মেরই পূজা করুন; জীবগণকে যখন কর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করিতে হয়, তখন ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? ইন্দ্র কি করিতে পারে। এইরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণার পর, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়াভূবঃ
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ শূদ্রস্তুদ্বিজ সেবয়া॥
কৃষি বাণিজ্যা গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

*　　　*　　　*

যবসঞ্চ গবাং দত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য বার্ত্তা এবং শূদ্র দ্বিজগণের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সেই বার্ত্তা চারি প্রকার, কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদ (সুদগ্রহণ) ইহার মধ্যে আমাদের গোপালনই প্রধান, গোবৃত্তিই আমাদের জীবনোপায়, গোয়ের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করাই আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব এই সকল

দ্রব্যের দ্বারা গো এবং গোবর্দ্ধনের পূজা, গোগ্রাস দান ও ব্রাহ্মণগণের ভোজনানুষ্ঠান করুন। নন্দাদি গোপগণ ভগবদ্বাক্যে ইন্দ্র যজ্ঞার্থ আহৃত দ্রব্য সকলের দ্বারা গোবর্দ্ধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও গোপগণ বৈশাখ মাসে শুক্ল প্রতিপদে ঐ দিব্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দিবাভাগে গো এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৃত্রিম গোবর্দ্ধন পূজা করিয়া গোগ্রাস দানের পর রাত্রিকালে উৎসবাদি করিয়া থাকে।

তত্র প্রমাণম্। যথা—

প্রতিপদি তিথৌ শুক্লে প্রাগ্বর্ষে মাসি মাধবে।
সম্পূজ্য গাস্তৃণাঙ্কুরৈরুপচারৈর্যথাবিধিঃ
গোবর্দ্ধন সমারাধ্য রাত্রৌ জাগরণঞ্চরেৎ।

অর্থাৎ বৈশাখ মাসে প্রথমে শুক্লপ্রতিপদে গো গোবর্দ্ধনের যথা বিধানে পূজা করিয়া রাত্রিকালে জাগরণ ও উৎসবাদি করিতে হয়। চান্দ্রমাসানুসারেই এই ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু কালক্রমে ইহা সৌরমাসে পরিণত হইয়াছে। মতান্তরে আছে দ্যূত প্রতিপদ তিথিতে এইরূপ গো গোবর্দ্ধন পূজা ও রাত্রিকালে জাগরণ করিতে হয়।

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে সহজেই উপলব্ধি হইবে, গোপজাতি কখন শূদ্র নহে, ইহারা বৈশ্য। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণাদিতেও এ সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ আছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে এবং অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করা হইল না।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এযাবৎ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ শাস্ত্র পর্য্যন্ত চারি জাতির গুণ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমস্তই পর্য্যালোচনা করিয়া আসিলাম। বিশেষরূপে বৈশ্য জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইল এবং গোরক্ষা যে বৈশ্যের প্রধান বৃত্তি ইহাও স্থিরীকৃত হইল। অতএব গোরক্ষক জাতিকে বৈশ্য বলিতে বোধ করি আর কাহারও কোন আপত্তি নাই, ক্রমানুসারে এপর্যন্ত বেশ আলোচনা করিয়া আসা হইতেছিল; শ্রুতির পর স্মৃতি, স্মৃতির পর পুরাণ, এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে নানাবিধ আপত্তি উত্থিত হওয়ায় একত্র নানা শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। এ সকল সাধারণের বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইবে, অতএব সে ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই বঙ্গীয় গোপগণই কি, সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ? এ প্রশ্ন দূরদর্শী বিবেচক মণ্ডলীর না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলের রুচি সমান নহে; যেহেতু "ভিন্নরুচির্হিলোকঃ"। সৃষ্টিকালে কেবল মাত্র যখন চারি জাতির কথাই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকলে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মূল চারিটী জাতি ভিন্ন আর জাতি ছিলনা; ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সেই চারি জাতির দ্বারা জগতের সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ হইত। শাস্ত্র প্রণয়ন প্রণালী দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা, কালানুসারে বীজাদি বপন, যজ্ঞাদি কর্ম্মসম্পাদনার্থে ঘৃতাদির প্রাচুর্য্যাকাঙ্খায় গোবংশের শ্রীবৃদ্ধিতে যত্ন ও এই সকল কার্য্যের সহায়তা ইহা সুশৃঙ্খলারূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির দ্বারা সুসম্পন্ন হইত। ইহার কোনরূপ বিপর্য্যয় হইলে, সকলে বিচার পূর্ব্বক বিপর্য্যয় কারীকে দণ্ডিত করিতেন; গুণগত ও কর্ম্মগত জাতি বিচার প্রথা চির প্রসিদ্ধ ছিল। বংশগত জাতি ভেদ প্রথা কখনই ছিলনা; পণ্ডিতের বংশ

পণ্ডিত, বিচারকের বংশ বিচারক, এরূপ হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে কর্ম্ম দেখিয়া জাতিস্থির করিয়া লওয়া বড়ই দুঃসাধ্য ; বংশগত পরিচয় লইয়া জাতি স্থির করিবার নবপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ পরিচয় লইয়া স্থির করিতে হইবে, ইনি অমুক জাতি। কর্ম্ম দেখিয়া গোপের বৈশ্যত্ব অক্ষুন্নভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে এই নব প্রচলিত প্রথানুসারে দেখাইব, এই বঙ্গীয় গোপেরাই সেই বৈশ্য শ্রেণীয় গোপ।

প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়দিগের অভিপ্রায়ানুসারে জানা যাইতেছে, শাস্ত্রে যে সকল গোরক্ষক গোপের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহারাই প্রকৃত বৈশ্য গোপ ; আর বর্ত্তমান কালে যে সকল গোরক্ষক গোপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা সে শাস্ত্রীয় গোপ নহে, ইহারা একটা কিম্ভূত কিমাকার জাতিয় জীব, ইহারা অভিনব জাতি বিশেষ, গোপনামধারী মাত্র, কোন্ জগৎ হ'তে কোন সময়ে কোন্ স্রোতের জলে ভাসিতে ভাসিতে এই বঙ্গে আসিয়া আট্‌কে গেছে, অথবা কোনরূপ ভুঁই ফোড় হইয়া উঠিয়াছে, কিম্বা কোন আসমান হইতে একদল এই শ্রেণীর গোপ ঠিক এই বঙ্গদেশের মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে ; আর যাহারা পূর্ব্বের শাস্ত্রোক্ত বৈশ্যশ্রেণীর গোপ, তাহারা এককালীন স্ববংশাবলীর সহিত সকলে মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; কুটতর্কী প্রশ্ন কর্ত্তাদিগের ইহাই একমাত্র ধারণা।

কেন যে তাঁহাদের এরূপ ধারণা বা ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাত বুঝিয়া উঠা যায় না। পূর্ব্বের গোপেরাও মাঠে গরু চরাইত, এখনকার গোপেরাও মাঠে গরু চরায় তাহারাও দধি দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, ইহারাও দধি দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ; তাহাদিগেরও যে পরিচয় ছিল, ইহাদিগেরও সেই পরিচয় রহিয়াছে, তবে কেন এই গোপেরা সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ না হইবে ? তাহাদের পরিচয়ও বল্লব ছিল, ইহাদিগের পরিচয়ও বল্লব রহিয়াছে ; সুতরাং এই গোপেরা কেননা সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ হইবে ? বর্ত্তমান কাল পরিচয়ের

দ্বারা জাতি নির্ণয়ের প্রথা প্রচলনানুসারেও এই বঙ্গীয় গোপেরা সেই শ্রেণীর গোপ বলিয়া যখন স্থির হইতেছে; তখন কি করিয়া আর ইহাদিগের উপর সন্দেহ হইতে পারে।

পূর্ব্বের যে সকল গোপদিগকে বল্লব (গোপ) বলা হইত, বর্ত্তমান কালের গোপদিগকেও সেই বল্লব (গোপ) বলা হইয়া থাকে এবং হইতেছে অতএব এই গোপেরাই যে সেই গোপ. তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। আর বল্লব জাতিই যে বৈশ্য (গোপ) সে বিষয়ে প্রমাণ প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে বৈশ্য বর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"গোপে গোপাল গোসংখ্য গোধুগাভীর বল্লবাঃ"

অর্থাৎ গোপ শব্দটী গোপাল গোসংখ্য গোধুক্, আভীর ও বল্লব বোধক। অমরসিংহ গোপকে বৈশ্য জানিয়াই বৈশ্যবর্গে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই স্থানেই ইহাদিগের বৃত্তি পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন যথা

"স্ত্রিয়াং কৃষিঃ পশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য ইহাই ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি। এই অমরকোষে উক্ত বৃত্তি সকল যখন গোপের নিশ্চিত রহিয়াছে আর মন্বাদি শাস্ত্রেও ঐ সকল বৃত্তি যখন বৈশ্যের নির্দ্দিষ্ট, তখন যে গোপের ঐ সকল বৃত্তি থাকিবে, সেই গোপই যে বৈশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ গো প্রতিপালন কারীদিগকেই বল্লব (গোপ) বলা হইত এবিষয়ে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। যথা—

"গোসেবী বল্লবোঘোষঃ।" ২৩৮। অঃ ৬।

আরও উল্লেখ আছে। যথা—

ততস্তৈ র্বিহিতঃপূর্ব্বং সমঙ্গোনাম বল্লবঃ।
সমীপস্থাস্তদাগাবো ধৃতরাষ্ট্রে ন্যবেদয়েৎ॥ ২। ঐ

অর্থাৎ অনন্তর সমঙ্গ নামক গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল মহারাজ! ধেনু সকল সমীপে রহিয়াছে।

অপিচ " মৃগয়াশোভনা তাত গব্যংহি সমবেক্ষণং।
বিশ্রম্ভস্তু ন গন্তবো বল্লবানামিতিস্মরে॥ ঐ

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট কহিলেন, বৎস! মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্তভাবে গমন করা অনুচিত।

এই সকল প্রমানদ্বারা গোপালক গোপই বল্লব বলিয়া অভিহিত। রাধাতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে।

"নহি রাধা পদাম্ভোজং স্বপ্নেপশ্যন্তি বল্লব।
স্বয়ং রাধা হরিক্রোড়ে চ্ছায়া রায়াণ মন্দিরে॥"

রাধার পাদপদ্ম বল্লবগণ (গোপগণ) স্বপ্নেও দর্শন করিতে পায় নাই যেহেতু শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বদাই শ্রীহরির ক্রোড়েই বিরাজ করিতেন; মাত্র চ্ছায়ারূপে রায়াণ গৃহে অবস্থান করিতেন। বৃন্দাবন লিলামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

" পশুপালা স্ত্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুজ্জরা স্তথা "
অর্থ—সেই পশুপালগণ ত্রিবিধ প্রকার।
বৈশ্যাভীর গুজ্জর শুনহ ভেদ তার॥
" দেব বল্লব পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবাঃ
প্রয়োগো বৃত্তয়ো মুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতাঃ॥"
অর্থ—দেব বল্লব পর্য্যায় গোবৃত্তি মাত্র করে।
পশুপাল শ্রেষ্ঠ সেই বৈশ্য কহি তারে॥
" ঘোষাদিশব্দ পর্য্যায়া গোমহিষাদি বৃত্তয়ঃ।
আচারাদ্যা নতৎসাম্যা আভীরাশ্চ স্মৃতাইমে॥"
অর্থ—মহিষাদি বৃত্তিকরে ঘোষাদি পর্য্যায়।
বৈশ্য হ'তে ন্যূন জাতি আভীর কহায়॥
" কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনাশ্ছাগাদি পশুবৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠ প্রান্তকৃতাবাসাঃ পুষ্টাঙ্গা গুজ্জরাস্মৃতাঃ॥"
অর্থ—পুষ্ট অঙ্গ ছাগাদি যে পশুবৃত্তি করে।
গোষ্ঠ প্রান্তে রহয়ে গুজ্জর কহি তারে॥

এক্ষণে নন্দাদি ব্রজবাসী গোপদিগের যে বল্লব খ্যাতি ছিল; তৎ সম্বন্ধে যদ্যপি কাহারও সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য কিছু কিছু প্রমান দেখান যাইতেছে।

সংসার বাধান্নিধি কর্ণধারং
সম্পূর্ণ পুণ্যৈরনুভাবনীয়ম্।
বৃন্দাবনস্থং নবমেঘ নীলং
বন্দামহে বল্লব বংশরত্নম॥ বিল্বমঙ্গল।

অর্থাৎ যিনি সংসাররূপ জল নিধির কর্ণধার স্বরূপ যাঁহাকে সমগ্র পুণ্য ব্যতিরেক অনুভব করা যায় না, সেই নবজলধররূপী বৃন্দাবনস্থিত গোপ কুলস্তব শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। অপিচ তত্রৈব—

লাবণ্য বীচীরচিতাঙ্গভূষাং
ভুষাপদারপিত পুণ্য বর্হাম্॥
কারুণ্য ধারাল কটাক্ষ মালাং
বালাং ভজে বল্লব বংশ লক্ষীম্॥

অর্থাৎ যাঁহার লাবণ্য তরঙ্গদ্বারা অঙ্গ সৌন্দর্য রচিত হইয়াছে এবং পবিত্র ময়ূর পুচ্ছ আরোপ হেতু যাঁহার ভূষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে ও কটাক্ষ শ্রেণীতে করুণা ধারা বিতরিত হইতেছে সেই গোপ কুলোস্তবা লক্ষ্মীরূপা বালিকাকে ভজনা করি।

"বল্লবী নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং" গৌতমীয়ে।

অর্থাৎ গোপিকা সুত গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

"বল্লবী নন্দনং ধ্যায়েন্নির্গুণস্যৈক কারণম্।"

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড।

অর্থাৎ নির্গুণের এক কারণ রূপ গোপিকা নন্দনকে ধ্যান করি। এক্ষণে বল্লবরাজ নন্দ যে বৈশ্য ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু প্রমাণ দেখান যাইতেছে।

"অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গো ব্রজে।
কুরুদ্বিজাতি সংস্কারং স্বস্তি বাচন পূর্ব্বকম্॥
ভাগবত ১০ স্কন্ধ ৮ অঃ।

অর্থাৎ নন্দ কহিলেন হে ব্রহ্মণ! আপনি গোপনে অলক্ষিতভাবে এই গোষ্ঠে স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক আমাদের দ্বিজাতি যোগ্য সংস্কার সকল সম্পন্ন করুন। এই বচনস্থিত দ্বিজাতি পদ দ্বারা নন্দ যে বৈশ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

অপিচ—পিতামহোবাসুদেবো মথুরায়ঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ।
গোকুলে বৈশ্য জাতিশ্চ নাম্নাচ নন্দনন্দনঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণজন্ম খণ্ড ১১৫ অঃ।

তোমার পিতামহ বাসুদেব মথুরাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং গোকুলে তিনি বৈশ্য জাতি নন্দনন্দন বলিয়া খ্যাত।

অপিচ—কুতস্ত্বং গোকুলে বৈশ্যো নন্দো বৈশ্যাধিপোনৃপঃ।
বসুদেব সুতোঽহঞ্চ মথুরায়ামহোকুতঃ॥ ৭২।
জন্ম খণ্ড ৯০ অঃ।

অর্থাৎ কোথায় আপনি বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় আমি মথুরাতে বসুদেব তনয়। এমন কি বৃকভানু প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপ মাত্রেই বৈশ্য ছিলেন। যথা—

বৃকভানোশ্চ বৈশ্যস্য যোগিনাং প্রবরস্যচ।
দুর্ব্বাসসশ্চ শিষ্যস্য কনিষ্ঠাচ কলাবতী
ভবিষ্যতি প্রিয়া সাধ্বী দ্বাপরান্তেচ গোকুলে॥
জন্ম খণ্ড ৯৪ অঃ।

অর্থাৎ কলাবতি তুমি যোগী প্রবর দুর্ব্বাসার প্রিয় শিষ্য বৈশ্যবর বৃকভানুর সাধ্বী প্রিয়তমা পত্নী হইবে।

অপিচ—বৃকভানোশ্চ বৈশ্যস্য সাচ কন্যা বভূবহ।
সার্দ্ধং রায়াণ বৈশ্যেন তৎ সম্বন্ধং চকার সঃ॥ প্রাকৃত খণ্ড

অর্থাৎ বৃকভাণুর সেই কন্যা হইলে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ রায়াণ বৈশ্যের সহিত স্থির করিলেন। এই সকল প্রমাণের দ্বারা নন্দাদি ব্রজবাসী মাত্রেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল।

কোন কোন শাস্ত্র কর্ত্তার মতে নন্দ গোপ ক্ষত্রিয়। হরিবংশে ইহার কিছু আভাস দেখিতে পাওয়া যায়! কোন সময়ে কশ্যপ কর্ত্তৃক বরুণের গোধন অপহৃত হইলে, বরুণদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করায়, ব্রহ্মা অদিতি ও সুরভি এই পত্নীদ্বয়ের সহিত কশ্যপকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন।

যেনাংশেন হৃতা গাবঃ কশ্যপেন মহর্ষিণা।
স তেনাংশেন জগতি গত্বা গোপত্বমেষ্যতি॥
যা চ সা সুরভির্নাম অদিতিশ্চ সুরারণিঃ।
তেঽপ্যুভে তস্য ভার্য্যে বৈ তেনৈব সহযাস্যতঃ॥ ৫৫ অঃ।

অর্থাৎ মহাত্মা কশ্যপ যে অংশে গোধন হরন করিয়াছেন, তিনি সেই অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া গোপত্ব লাভ করিবেন। সুরভি ও দেবমাতা অদিতি, তাঁহার এই পত্নীদ্বয়কেও তাঁহার অনুগামিনী হইতে হইবে।

টীকাকার নীলকণ্ঠ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন।

"কশ্যপস্য একোঽংশো নন্দোঽপরোবসুদেব ইত্যাশয়েনাহ যেনাংশেনেতি গোপত্বং***নন্দত্বং তস্যেতি অদিতেরপি যশোদা দেবকী ভেদেন দ্বেরূপে দ্রষ্টব্যে।

অর্থাৎ কশ্যপের এক অংশ বসুদেব অপর অংশ নন্দ এবং অদিতি ও সুরভি দেবকী এবং যশোদা। নন্দ ক্ষত্রিয়রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রজধামে গোপত্ব সম্পাদন করিতে বহুকাল অতীত হইয়াছিল।

তত্রপ্রমাণম ।

তস্যাসতঃ * কালঃ সুমহানতো বর্ত্তত।
গোব্রজে নন্দগোপস্য বল্লবত্বং প্রকুর্ব্বতঃ॥ হরিবংশ।

অর্থাৎ সেই ব্রজধামে গোপরূপে অপ্রকাশমান নন্দের গোপত্ব সম্পাদন করিতে করিতে বহুকাল গত হইয়াছিল। এই প্রমাণের দ্বারা নন্দ যে ক্ষত্রিয় ইহাও প্রমাণিত হইল। এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

কি বৈদিকযুগে কি পৌরাণিকযুগে সকল যুগেই গোপ বৈশ্য। চৈতন্য প্রভুর সময় কালেও সনাতন প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় গোরক্ষক গোপ বৈশ্য। উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ২য় অধ্যায়ে উক্ত আছে।

গোরক্ষক-বৈশ্যপুত্র! শুনহ বিষয়।
মর্ত্যলোক স্বভাবেতে বিপ্রত্ব জন্ময়॥

আরও উহার ২য় খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে বিপ্রের প্রতি গোপ কুমারের পরিচয়ে উক্ত হইয়াছে।

প্রেমভাবোদয়ে যদি মোহ প্রাপ্ত হই।
তথাপি তোমারে সব আদ্যোপান্ত কই॥
গোবর্দ্ধন বাসী বৈশ্য বৃত্তি গো পালন।
তাঁহার নন্দন আমি বালক এমন॥
বিংশতি যোজনাত্মক জগত বিখ্যাত।
শ্রীমথুরামণ্ডল প্রদেশ মধ্যে জাত॥
যমুনার তীরে গোবর্দ্ধনে, বৃন্দাবনে।
এই স্থানে আর অতিরম্য মহাবনে॥
বালকগণের সহ নিজ গাবীগণ।
করিতাম বিপ্রবর পূর্ব্বেতে চারণ॥

* অসতঃ অপ্রকাশ মানস্য। ইতি নীলকণ্ঠঃ।

এই বঙ্গীয় গোপগণের সেই রূপ পূর্ব্বের ন্যায় গোপালন ওসেইরূপ বল্লব পরিচয় আছে কি না ? পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বর্ত্তমান সময়ে যখন বংশগত পরিচয়ানুসারে এই গোপেরা কোন অংশে ন্যূন হইল না, বল্লব এবং গোপ্রতিপালন যেমন পূর্ব্বে বৈশ্যত্ব জ্ঞাপক ছিল; অধুনাও সেই পরিচয়ের দ্বারা এই গোপেরা পরিচিত হইয়া আসিতেছে, তখন ইহাদিগের বৈশ্যত্বের অপলাপ হওয়া কোন অংশেই সম্ভব হয় না। এই গোপেরাই যে সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আর এক কথা হইতেছে, এই বঙ্গীয় গোপদিগের পরিচয়ের অর্থাৎ উজনে গোপ, মগা গোপ ও গোড় গোপ এই রূপ কিছু তারতম্য দেখিয়া, কেহ কেহ ইহাদিগের জাতিগত তারতম্য কল্পনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে পরিচয়ের তারতম্য উচ্চ নিচাভিপ্রায়ে নহে। উজনে গোপ, মগা গোপ বা গোড় গোপ প্রভৃতি যে পরিচয় আছে, তাহা কেবল দেশ ভেদে বাসের পরিচায়ক মাত্র। অর্থাৎ তত্তদ্দেশ বাসী গোপ মাত্র। ফলতঃ সকলেই এক বৈশ্য কর্ম্মজীবী বল্লব (গোপ)। যেমন ব্রাহ্মণ মধ্যে কান্যকুব্জ, ঔৎকলী, মৈথিলী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, মাথুরী, দ্রাবিড়ী, রাঢ়িয় ও বারেন্দ্র প্রভৃতি তদ্রূপ ইহারা। বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল গোপেরা গোয়ের সহিত চারণ ভূমির প্রাচুর্য্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া যে যে স্থানে একেবারে অবস্থান করিয়াছিল, সেই সেই স্থানানুসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, তদনুসারে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। যাহারা উজ্জয়নীতে ও মগধে এবং উড়িষ্যার গৌড়ে বাস করিয়াছিল, তাহারা ক্রমপ্রসারণের দ্বারা বঙ্গে আসিয়া, উজনায়া অর্থাৎ উজনে, মাগধী অর্থাৎ মগা, এবং গৌড়ীয় অর্থাৎ গোড় বলিয়া পরিচিত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্তটী যে অভ্রান্ত, তাহা নিম্নলিখিত পণ্ডিত ঐতিহাসিকগণের প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

আমাদের দেশের পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন—

"উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমে যাহারা আহী বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোয়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ, (তাহারা)

প্রকৃত অর্থাৎ বল্লব গোপবাচ্য। দধি দুগ্ধ প্রভৃতি গব্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ ও গোরক্ষণ ইহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়। কৃষি কার্য্যও উহাদিগের অবলম্বনীয় বৃত্তি বটে।"

এসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব সেন্‌সস্ সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ ওডেনেল্ সাহেব বহাদুর যাহা লিখিয়াগিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করা হইল।

They came in from the North West in searcn of the abundant pasturage, which that region aflorded Besides this fact Mr. O. Donnell has acknowledged their hereditary occupation to be a very pure one in Hindu eyes.

অর্থাৎ ইহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে এই বঙ্গদেশে আইসে। বঙ্গদেশে চারণ ভূমি যথেষ্ট ছিল; এই চারণ ভূমির অন্বেষণার্থই গোপেরা বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এতদ্ব্যতীত ওডেনেল্ বাহাদুর ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই জাতির পৈতৃক ব্যবসায় হিন্দুর দৃষ্টিতে অতি পবিত্র।

মিঃ ওডেনেল্ ইং ১৮৯১ সালের সেন্‌সস সম্বন্ধীয় জাতি বিভাগ তালিকাতে বিশেষ করিয়া আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, গোপ বা গোয়ালা জাতিরা কৃষিজীবী ও পশুপালক জাতি। যথা—

And ir. the Caste Table of 1891 Mr. O. Donnell specially declared the Goalas to be agricultural and pastoral tribes.

স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ মনুবাক্য সকল অনুবাদ কালে বলিয়া গিয়াছেন যে, "গোপ" বৈশ্যজাতির মধ্যে একজন দলপতি ও নেতা ছিলেন যথা—

Further, Sir, W. Jones translating the Sayings of Manu writes —" Gope was a chieftain amongst the Vaisyas."

স্বামী শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তৎকৃত সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল শ্রীল শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ, শ্রীগোপী নাথ আগরওয়ালা বনাম

জানকী প্রসাদ আহীর, এই বিখ্যাত মকোর্দ্দমার বিচার কালে স্পষ্টতঃ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, "গোপজাতি বৈশ্য বর্ণ ভুক্ত।" সুপণ্ডিত অযোধ্যা নাথের অভিমত ব্যবস্থা শাস্ত্রের ন্যায় মাননীয়।

আরও উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে "অনেক শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া শাস্ত্রাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত এবং সূক্ষ্মদর্শী গ্রোজ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোপেরা বৈশ্য।"

অধিকন্তু উক্ত স্বামীজী ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পণ্ডিত লাল মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থের প্রথম ভাগের ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "গোপেরা বৈশ্য।"

এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মতেদ্বারাও জানা গেল এই বঙ্গীয় গোপেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন সময়ে এই বঙ্গদেশে আইসে এবং ইহারাই সেই বৈশ্য শ্রেণীর গোপ।

এক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল রাঢ় বা বারেন্দ্র ভূমিতে বাস হেতু। কিন্তু মূলে সকলেই বল্লব (গোপ)। এরূপ পরিচয় দেখিয়াও যাঁহারা সন্দেহ করিয়া থাকেন, যে এ গোপ সেই গোপ কি না? বৃত্তি ও পরিচয়াদি পাইয়াও যাঁহারা সংশয়ান্বিত, তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি দেখাইব। বস্তুতঃ এ সন্দেহ সকলকার উপরই হওয়া সম্ভব।

আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ* আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশ সম্ভূত কি এই সকল ব্রাহ্মণগণ? এবং বসু, ঘোষ গুহ, মিত্র ও দত্ত, এই পঞ্চজন কায়স্থ † আসিয়াছিলেন, এই

* ভট্ট নারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। কেহ ইহাদিগের নাম ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর ভরদ্বাজ ও গৌতম বা পরাশর।

† দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, বিকট বা দাশরথি গুহ, কালিদাস মিত্র এবং পুরুষোত্তম দত্ত।

বঙ্গীয় কায়স্থগণই কি তাঁহাদের বংশধর ? ইহার মীমাংসা বড়ই কঠিন ; সুতরাং পূর্ব্ব পরিচয়ের দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, এই সকল ব্রাহ্মণ বা কায়স্থগণ নিশ্চয়ই উক্ত ব্রাহ্মণগণের ও বসু ঘোষাদি কায়স্থগণের বংশ সম্ভূত। নতুবা ইহাদিগের এখন আর এমন কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন নাই যে, তদ্দ্বারা স্থির করা যাইবে, ইহাঁরাই তদ্বংশ জাত। সেই রূপ এই বঙ্গীয় গোপদিগের পরিচয়ের দ্বারা নিশ্চয় করিতে হইবে যে, এই গোপেরা সেই পশ্চিম দেশ বাসী গোপ ; ব্রজবাসী গোপদিগের বংশ সম্ভূত, অতএব বৈশ্য।

ইহাদিগের প্রাচীন গোপগণের মধ্যে আর একটী পরিচয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে. কোন বিশেষ কর্য্যোপলক্ষে বহুনিমন্ত্রিত স্বজাতি মণ্ডলী একত্র সমবেত হইলে অন্নাহারের পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত স্বজাতিগণ দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার বংশ পরিচয়ের কথা উত্থাপিত হইলে তৎপক্ষের দলপতি পরিচয় দিয়া থাকে।

গোকুলে জন্ম মোদের নাহি কোন দোষ।
আমাদের পরিচয় নীল পুরে ঘোষ॥

এখনও বহুস্থানে এ পরিচয়ের প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি, বৃন্দাবন রেলষ্টেশন হইতে অনুমান ৫।৭ মাইল উত্তর পশ্চিম নীলপুর গ্রাম ; উক্ত নীল পুরেরই দোহাই দিয়া থাকে। আরও বলিয়া থাকে, আমরা ঘর্ম্ম ঘোষের সন্তান বিশেষ সন্ধান পূর্ব্বক এই ঘর্ম্ম ঘোষের বৃত্তান্তটী. যশোহর পতিঙ্গালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষের পূর্ব্ব পুরুষের অতি প্রাচীন হস্ত লিপি হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার কৃত জাতিতত্ত্ব জ্ঞানদায়িনী নামক পুস্তকে যাহা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সাধারণের অবগতির জন্য, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

কৃষ্ণের ললাট ঘর্ম্মে জন্মে একজন।
ঘর্ম্ম ঘোষ নাম তাঁর বিদিত ভুবন॥

রাধা রোমকূপে জন্মে সুকন্যা রতন।
রোমাবতী নাম তাঁর শুন সর্ব্বজন॥
রোমাবতী করিলেন ঘর্ম্মকে বরণ।
দোঁহে প্রণমিলেন রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
ঘর্ম্মের সন্তান জন্মে ছিল পঞ্চজন।
হুই, মই, নীলু, দামু আর নারায়ণ॥
নিঃসন্তান তবু করে স্বর্গেতে গমন।
হুই, মই, নীলু দামু এই চারিজন॥
নারায়ণ পুত্রেদের বলি বিবরণ।
কালু, মুরারী সদাই, নন্দ চারিজন॥
কালু, মুরারী, সদাই, শ্রীনন্দরাজন।
চারি জনের বংশাবলী ছাপ্পান্ন জন॥
ছাপ্পান্ন জন ছাপ্পান্ন গ্রাম বাসী হয়।
তাইতে ছাপ্পান্ন গাঁই দেয় পরিচয়॥
গোপের আদি পুরুষ ঘর্ম্ম ঘোষ হন।
আদি গোপ পিতা মাতা ঘর্ম্মে জন্ম লন॥
আদি গোপ গোপী সৃষ্টি করে জনার্দ্দন।
সেই গোপ অংশ আছে বঙ্গ বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণ অংশে জন্ম যজুর্ব্বেদীয় বরণ।
আহিরী গোপ বৈশ্য, চিহ্ন পশু পালন॥
বঙ্গে বাস করিয়ে বারেন্দ্র সে কারণ।
পঞ্চ গোত্র* ছাপ্পান্ন গাঁই রেখ স্মরণ॥
বাণিজ্য চাষ কৃষি আর পশু পালন।
পনর দিনেতে শুদ্ধি ত্রিদণ্ডী ধারণ॥
এ সকল নিয়মাদি আছে বৃন্দাবন।
অশুচী না হয় গোপ কৃষ্ণাংশ কারণ॥

* পঞ্চ গোত্র—শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, মগদ্‌গল্য, গার্গ্য ও আলম্বায়ন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গোপ শ্রীকৃষ্ণের লোম কূপ * হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত চারি জনের যে ছাপ্পান্ন জন সন্তান হইয়াছিল ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের নাম যথা; কালুর সন্তান—অলঙ্কার, বিদ্যাধর, রত্নাকর, চাঁদ, মুন্দির, কেতু, অম্বিক, ভুরিলাল, পুষিলাল, ভট্টচাঁদ, কেশবলাল, অম্বিকলাল, রামদুলাল, গোপীনাথ, তৈলঙ্গীলাল, হিমলাল, পীতাম্বর ও কৃষ্ণদাস এই আঠার জন।

মুরারীর সন্তান যথা—নকুল, বসুদাস, বটকৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠনাথ, কুশীলাল, রামপদ, কেভুলাল, মধুসূদন, বংশীদাস, ফুলকুমার, নন্দীরাম, ঘণ্টেশ্বর, গুণাকর, মদন, কুমার, কবীশ্বর, পুরেশ্বর, বসুয়ালাল, শঙ্কর দুলাল ও কেতুয়ালাল এই কুড়ি জন।

সদাইয়ের সন্তান যথা—ভাতুয়ালাল, পুরুষোত্তম, ধনীলাল, কুটীশ্বর, বাসন্তী, হরিদাস, রাধাভকত, সুরেশ্বর, কৃপাসিন্ধু, দীনুদাস, নরেশ্বর, ধীবর, চণ্ডীদাস, পুটীশ্বর, দামোদর, পল্সীলাল ও লালুদাস এই সতর জন। নন্দের সন্তান কানাই।

এই ছাপ্পান্ন জন, ছাপ্পান্ন গ্রামবাসী হয়, সেই জন্য ছাপ্পান্ন গাঞী পরিচয় দিয়া থাকে। বৃন্দবনের অন্তর্গত নীলপুর গ্রাম হইতে ঘর্ম্ম ঘোষের সন্তানবর্গ ক্রমশঃ পৃথক হইয়া নানা স্থানে বাস করিয়াছিল।

গোপজাতির প্রকৃত লক্ষণ যথা—

সত্যং শৌচং কৃষ্ণভক্তিঃ কৃষ্ণমন্ত্রেষু দীক্ষণং।
নিরামিষ্যাশনং নিতং পরদাস্য বিবর্জ্জনং॥
হিংসনোচ্ছিষ্ট সেবাদি বর্জ্জনং বিধিপূর্ব্বকং।
পবিত্রধারণং কণ্ঠে বেদাধ্যয়ণ নিত্যতা॥
গোরক্ষা কৃষি বাণিজ্যং তুলসী মাল্য ধারণং।
তচ্চতুর্দ্দশকং রাজন্ জ্ঞেয়ং গোপস্য লক্ষণং॥

---

* কৃষ্ণস্যলোমকূপেভ্যঃ সদ্যোগোপ গণো মুনে।
আবির্ব্বভূব রূপেণ বেশেনৈবচ তৎসমঃ॥
ত্রিংশৎকোটী পরিমিতঃ কমনীয়ো মনোহরঃ।
সংখ্যাবিদ্ভিশ্চ সংখ্যাতো বল্লবানাং গণ শ্রুতৌ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ।

অর্থাৎ কর্ণমুনি গোপরাজ নন্দকে কহিলেন রাজন! গোপজাতি সত্যবাদী, শুচী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ এবং কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত থাকিবে। মৎস্য মাংস আহার অন্যের দাসত্ব, কোন কার্য্যোপলক্ষে ছাগাদি পশুবলিদান ও কাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন নিসিদ্ধ। উপবিত ধারণ নিত্য বেদাধ্যয়ন এবং গো রক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্য, গলদেশে তুলসীমাল্য ধারণ করিবে এই চতুর্দ্দশটী লক্ষণ গোপজাতির জানিবে।

অদ্যাপিও এই সকল লক্ষণের মধ্যে এখনও অধিকাংশগুলি স্থানে স্থানের গোপদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কালানুসারে সকল জাতিরই সকল চিহ্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অতএব এক্ষণে পাঠক মাহোদয়গণ বিচার করিয়া দেখুন এবং এই সকল পরিচয়ের দ্বারা এই গোপদিগের পরিচয় মিলাইয়া দেখুন, ইহারা সেই বৈশ্যশ্রেণীর গোপ হইতে পারে কি না?



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে ইহাদিগের কর্ম্ম ও পরিচয় দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহাদিগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আদি বাসস্থান; গোচারণ নিমিত্তই এই বঙ্গদেশে আইসে। এই বঙ্গদেশে আগমনের পরও ইহারা বৈশ্যোচিত কার্য্য কলাপ প্রভৃতি যথা নিয়মে প্রতিপালন করিত এবং বৈশ্য নামেই অভিহিত ছিল। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইতে থাকে এবং পুনরায় হিন্দু মধ্যে হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তিত ও প্রশস্ত হইতে থাকে; বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে লুপ্ত প্রায়, হিন্দু শাস্ত্রের প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য তৎকালে কতকগুলি পুরাণ সংহিতা রচিত হয় এবং বঙ্গে আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বংশাবলীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের মধ্যে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম স্থাপন করতঃ তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করে ও সেই হইতে মাত্র বঙ্গে হিন্দু মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভেদ হয়। সেই সময় সমাজে নানা বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং কতকগুলি জাতি ক্রমশঃ নীচ হইয়া পড়ে ও কতকগুলি নীচ জাতি উচ্চ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বৌদ্ধাচার্য্যেরা দেশের বহু শাস্ত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। তৎপরে নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ঋষিদিগের নামে বহু প্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন হয়; এই নিমিত্ত অধিক শাস্ত্র মধ্যে মতবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক গ্রন্থের মধ্যেও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাউক সে সকল কথা, এক্ষণে যে সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতি এই বঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা এই বঙ্গের অভিনব দ্বৈবর্ণ্য প্রথানুসারে ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত ব্রাত্য হইয়া উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হয় এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে শৌচাচারাদি অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস অশৌচাদি লুপ্ত হইয়া মাসাশৌচাদি হইয়া যায়; কিন্তু বৈশ্যের ন্যায় পরিচয়াদি অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার বিপর্য্যয় কখন হয় না এবং হইতেও পারে না।

বৌদ্ধযুগের অবসান কালে বঙ্গে দ্বৈবর্ণ্য সংস্থান প্রযুক্ত ব্রাহ্মণেতর দ্বিজাতি মাত্রেই শূদ্রাচারী হইয়া ক্রমশঃ স্বজাত্যুক্ত ক্রিয়াকলাপাদির লোপ বশতঃ ব্রাত্য হইয়া পড়ে। মহাভারতীয় প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয়, কৃষি বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং বিবিধ প্রকার (কুশিল্প ভিন্ন) শিল্প কর্ম্ম যাহারা করিত, তাহারাই বৈশ্য ছিল।

"কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষাং শিল্পানি বিবিধানিচ" শান্তিপর্ব্ব।

এই প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে, মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুম্ভকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পোপজীবী ব্যক্তি মাত্রেই বৈশ্য ছিল। ইহাদিগের সকলকারই ব্রাত্য দোষ ঘটে ও ক্রমশঃ শূদ্রাচারী হইয়া পড়ে। এক্ষণে ব্রাত্যের লক্ষণটী যে কি, তাহা সাধারণের নিকট বিবৃত করি।

মানব ধর্ম্ম সংহিতায় ব্রাত্যের লক্ষণ এইরূপ বিবৃত আছে—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসুজনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২০।১০ অঃ

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু স্ত্রীষু যান পুত্রানুৎপাদয়ন্তি তেচেদুপনয়নাখ্য ব্রতহীনা ভবন্তি, তদা তান কৃতোপনয়নান্ ব্রাত্যা ইত্যনয়া সংজ্ঞয়া ব্যপদিশেৎ * * * ইত্যাদি কুল্লুকভট্টঃ।

অর্থাৎ দ্বিজাতিরা পরিণীতা সবর্ণাস্ত্রীতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন করে, উহারা যদ্যপি কোন কারণে উপনয়নাদি সংস্কার হীন হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তান দিগকে ব্রাত্য বলে। অতএব এই মানব ধর্ম্মানুসারে এই বঙ্গীয় গোপেরা ব্রাত্য হইয়াছে বটে; কিন্তু কদাচ ইহারা শূদ্র নহে। এই ব্রাত্য পাপও প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য; ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই ব্রাত্য পাপটী কোন্ পাপ, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বে পাপ স্থিরতার আবশ্যক।

অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক উপপাতক প্রভৃতি বহুপ্রকার পাপের বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ ব্রাত্যরূপ

পাপকে উপপাতক মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন।' অতএব এক্ষণে অতিপাতক, মহাপাতকাদির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কোন্ কোন্ পাপ উপপাতকের অন্তর্ভুক্ত তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। মানব ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—

গোবধোঽযাজ্য সংযাজ্য পারদার্য্যাত্ম বিক্রয়াঃ।
গুরুঃ মাতৃ-পিতৃ ত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্নোঃ সুতস্যচ॥ ৬০
পরিবিত্তিতানুজেনোঢ়ে পরিবেদন মেবচ।
তয়োর্দ্দানঞ্চ কন্যায়া স্তয়োরেব চ যাজনং॥ ৬১
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রত লোপনং।
তড়াগা রামদারাণ মপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥ ৬২
"ব্রাত্যতা" বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপন মেবচ।
ভৃত্যাচ্চাধ্যয়নাদান মপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ॥ ৬৩
সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনং।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ॥ ৬৪
ইন্ধনার্থ মশুষ্কাণাং দ্রুমাণামব পাতনং।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা। ৬৫
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয় মৃণানামনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্যচ ক্রিয়া॥ ৬৬
ধান্য কুপ্য পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রী নিষেবণং।
স্ত্রী শূদ্র-বিট্-ক্ষত্র বধো নাস্তিক্যং চোপপাতকং॥ ৬৭

মনু। ১১ অঃ

অর্থাৎ গোহত্যা এবং জাতিদুষ্ট ও কর্ম্মদুষ্টের যাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মার বিক্রয়, অবশ্য শুশ্রূষণীয় পিতামাতা ও গুরুর শুশ্রূষা না করা; পাঠ হোম প্রভৃতি ব্রহ্মযজ্ঞের অননুষ্ঠান, স্মার্ত্তাগ্নির ত্যাগ সুতের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অকৃতদার, অকৃতাগ্নিহোত্র থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, উহাকে পরিবেদন কহে. উহাতে জ্যেষ্ঠও পরিবিত্তিত্ব প্রাপ্ত হয়; এমন জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে কন্যাদান এবং ঐ বিবাহে হোমাদির পৌরহিত্য করা, অরজস্কা কন্যার অঙ্গুলি দ্বারা দূষণ বৃদ্ধি পূর্ব্বক জীবিকোপার্জ্জন। ব্রহ্মচারীর স্ত্রী সম্ভোগ, তড়াগ, উদ্যান, ভার্য্যা এবং অপত্যের বিক্রয়,

পঞ্চদশ, একবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি বৎসরের মধ্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার না হওয়া রূপ ব্রাত্যতা, পিতৃব্য প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তির অসেবা, নিয়মানুসারে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপন, বেতন দানপূর্ব্বক অধ্যয়ন, অবিক্রেয় লাক্ষা প্রভৃতির একবার মাত্র বিক্রয়, দধিদুগ্ধাদির বারম্বার বিক্রয় (ব্রাহ্মণের), সুবর্ণাদির খনিতে অধিকার, তৈলাদির নিমিত্ত ও অস্ত্রাদি শান দেওয়ার নিমিত্ত যন্ত্রনির্ম্মাণ, অপক্ক ধান্যাদির উচ্ছেদ, স্ত্রীদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, পরহিংসা নিমিত্ত জপ হোমাদির দ্বারা মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ প্রভৃতি কর্ম্ম, পাকের নিমিত্ত অশুষ্ক বৃক্ষের চ্ছেদন, বৈশ্ব দেবাদি কর্ম্ম ব্যতীত কেবল নিজের জন্য পাক, নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ, সমর্থ ব্যক্তির বেদাদি বিহিত অগ্নির অগ্রহণ, সুবর্ণ, নর, অশ্ব, রূপা, ভূমি ও মণি এবং গচ্ছিত বস্তু ভিন্ন এই সকল বস্তুর অপহরণ, দেব ঋষি ও পিতৃঋণের অপরিশোধ, বেদ ও স্মৃত্যাদি বিরুদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অশাস্ত্রিয় নৃত্যগীতবাদ্যাদির সতত অনুশীলন, ধান্য কাংস্য প্রভৃতি ও পশ্বাদির চৌর্য্য, মদ্যপায়ীর স্ত্রী ও মদ্যপায়িনী স্ত্রীর সংসর্গ, স্ত্রী হত্যা, শূদ্র হত্যা বৈশ্য হত্যা ও ক্ষত্রিয় হত্যা এবং নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককেই উপপাতক বলা যায়।

এক্ষণে ইহা দ্বারা স্থির হইল ব্রাত্য পাপটী উপপাতক। সুতরাং ইহা যে প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আর উহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন দেখি না; তবে যে ইহারা প্রকৃত বৈশ্য ইহাই জন সাধারণকে অবগত করান প্রধান উদ্দেশ্য। এস্থলে পাঠক বর্গকে আরও একটু বিশেষ করিয়া অবগত করাই। যৎকালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হয়, তৎকালে জগতের প্রায় সকল জাতিই বৌদ্ধ হইয়াছিল। কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, উদয়নার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত মহাপুরুষগণ, সেই বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন; তদবধি পুনশ্চ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অভ্যুদয় হয়। যিশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের

প্রসারতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষের ন্যায়, আফগানিস্থান নেপাল, তুর্কিস্থান, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম ও সিংহল প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে। তদনন্তর পুনশ্চ যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করা হয়, তৎপূর্ব্বেও সকলেই বৌদ্ধ ছিল; সুতরাং দ্বিজাতি মাত্রেরই ব্রাত্যতা অনিবার্য্য। তৎকালে ব্রাত্য দোষ না দেখিয়া সকলকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আনা হইয়াছিল। এরূপ ভাবে দেখিতে গেলে, সকলেই ব্রাত্য দোষে দোষী হইয়া পড়ে; পুনরায় বিশুদ্ধ দ্বিজাতি বর্ণত হইতেই পারে না। নিম্নের প্রমাণ দৃষ্টে সহজেই জানা যাইতে পারে যে, উদয়ানাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন ও তদ্‌গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ এবং আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন।

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংস হেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভূব শঙ্করো যথা॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ।
ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং॥
সএবোদয়নাচার্য্য বৌদ্ধ বিধ্বংস কৌতুকী॥

অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন মানসে, উদয়নাচার্য্য আবির্ভূত হয়েন। অতঃপর কিছুকাল পরে, বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সেই উদয়নার্য্য বৌদ্ধ বিধ্বংসী বলিয়া জগতে বিখ্যাত হন। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে সমাজ মধ্যে ভয়ানক ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগী লোক সমূহকে পুনর্ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন সকলেই ব্রাত্য দোষে দোষী ছিল; সেই অনুসারে বলিতে হইলে এক্ষণে সকলকেই ব্রাত্য বলা কিছু অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না

যাহা হউক এক্ষণে ব্রাত্যের আলোচনা এইখানেই শেষ হইল ; পুনশ্চ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হউক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, স্মার্ত্ত লিখিত মনুর এই বচন।

অর্থাৎ—শনকৈস্তু ক্রিয়া লোপা দমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে নচ ॥ ৪৩। ১০ অঃ

ক্রমশঃ বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির লোপ প্রযুক্ত এই সকল ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়ছে। এই বচন দেখিয়া বলিয়া থাকেন, অধুনা ক্ষত্রিয়াদি জাতি শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াগিয়ছে: সুতরাং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতিরেকে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতি কখনই থাকিতে পারে না।

এক্ষণে এই কথাটী যে কত দূর যুক্তি সঙ্গত, তাহা একটু আলোচনা না করিলে, বেশ জানা যাইতেছে না। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে চাতুর্ব্বর্ণ্য জাতির একেবারে ধ্বংস হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না ; যে কোন স্থানে হউক উহার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যাদি প্রদেশে, এখনও উহাদিগের রীতিমত অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তত্তৎস্থানের ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতিরা অদ্যাবধি স্বজাত্যুক্ত শৌচাচারাদি যথারীতি প্রতিপালন করিয়া থাকে; সুতরাং কি করিয়া বলা যায় ক্ষত্রিয়াদি জাতি একেবারে শূন্য হইয়াছে। আর যদ্যপি বলা হয়, আর্য্যাবর্ত্তাদি দেশে ক্ষত্রিয়াদি জাতির ধ্বংস হয় নাই; কেবল মাত্র এই বঙ্গ দেশেই উহার অভাব হইয়াছে; এ কথাও বলা সঙ্গত হয় না; কারণ মনুর উক্ত বচন, মাত্র এই বঙ্গ দেশের নিমিত্তই রচিত হয় নাই, ভারতের সমস্ত স্থানের নিমিত্তই রচিত হইয়াছে; সুতরাং মাত্র বঙ্গের ক্ষত্রিয়াদি জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্ত হওয়া কখনই সম্ভব হয় না।

যে কোন বচন হউক না কেন, তাহার পূর্ব্বাপর বিশেষ ভাবে আলোচনা না করিলে, এবং তাহার ক্রম প্রসঙ্গ না দেখিল, বচনের

ভাবার্থ অবগত হওয়া যায় না। মনু উক্ত "শনৈকৈরিতি" শ্লোকের কিছু পূর্ব্বের শ্লোকে লিখিয়াছেন।

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ॥ ২৪।১০ অঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রীগমন, স্বগোত্রা অবিবাহ্যাদি স্ত্রী বিবাহে, উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণ সঙ্কর জাতি ভাবাপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া কিছু পরের শ্লোকে বলিলেন।

শনৈকেস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে নচ॥ ৪৩।১০ অঃ।

ইহার বাখ্যা টীকাকার কুল্লুকভট্ট করিলেন।

ইমা বক্ষ্যমাণঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাগ্যর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্লোকে শূদ্রত্বং প্রাপ্তাঃ।

অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত যে সকল ক্ষত্রিয় জাতি, উহারা ক্রমশঃ উপনয়নাদি সংস্কার হীন হইয়া যাজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার মেধাতিথি উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, অগ্রে আভাস দিলেন "যদুক্তং স্বকর্ম্মাণাং ত্যাগেনেতি তস্যৈবায়ং প্রপঞ্চ; ক্রিয়ালোপোযত্র সংস্কার্য্যতয়া সম্বধ্যতে তথোপনয়নাদিষু, যত্রবা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্র সন্ধ্যোপাসনাদিষুচ তাসাং লোপ, উভয়াসমপ্যননুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল মুপয়ন সংস্কারাভাবেন জাতি ভ্রংশ; অপিতূপনীতানাং বিহিত ক্রিয়াত্যাগেনাপি তথাচাহ শনৈকৈরিতি।"

অর্থাৎ মনু কর্ত্তৃক উক্ত এই যে শ্লোক "স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন" তাহা বিবৃত এইরূপ যথা সংস্কার্য্যতা রূপ উপনয়নাদি এবং কর্ত্তৃতারূপ নিত্যাগ্নিহোত্র সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়ার লোপে জাতি ভ্রংশ হয়, কিম্বা এই উভয়বিধ ক্রিয়া সমান ভাবে অনুষ্ঠান না করিলেও জাতি ভ্রংশ হয়,

কেবল যে উপনয়ন সংস্কারাভাবে জাতি ভ্রংশ হয়, তাহা নহে; কিন্তু উপনীত ব্যক্তি বিহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিলেও জাতি ভ্রংশ হয়। এই বলিয়া "শনকৈরিতি" শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিলেন। অতএব স্বকর্ম্মাণাঞ্চ ত্যাগেন" এবং "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিতি" এই উভয় শ্লোকের পরস্পর একবাক্যতা করিয়া এইরূপ অর্থ প্রকাশ হইল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রীগমনে, স্বগোত্রাদি অবিবাহ্যা স্ত্রী বিবাহে এবং সংস্কার্য্যতারূপ উপনয়াদি ও কর্ত্তব্যতারূপ নিত্যাগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপসনাদি ক্রিয়ার লোপে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের সহিত একবাক্যতা করিয়া অর্থ প্রকাশ করাই ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। নতুবা কেন "শনকৈরিতি" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন? সুতরাং পূর্ব্বাপর শ্লোকদ্বয়ের একবাক্যতা করিয়া ভাবার্থ প্রকাশ করাই ভাষ্যকারের অভিপ্রেত।

অথবা কুল্লুকভট্টের ব্যাখ্যানুসারে বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড় ও কাম্বোজাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা ক্রিয়া লোপে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কুল্লুকভট্টের এরূপ শ্লেষ্মাও যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত, কেননা মনুর "শনকৈরিতি" শ্লোকে ইদম্ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া উনি এরূপই লিখিয়াছেন। ইদম্ শব্দের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট বস্তু নিদর্শনে শক্তি। অতএব "শনকৈরিতি" শ্লোকের অব্যবহিত পরের শ্লোকই।

পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং ইদম্ শব্দের দ্বারা এই শ্লোককেই অর্থাৎ এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়াদিকেই লক্ষ্য হইল। পুনশ্চ বিশেষ করিয়া "পৌণ্ড্রকারিতি" শ্লোকের টীকায় দেখাইলেন, "পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বাপন্নাঃ" অর্থাৎ

পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়দিগের ক্রিয়ালোপ হেতু উহারা শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মাত্র ঐ পৌণ্ড্রকাদি দেশোৎপন্ন ক্ষত্রিয় জাতিরাই বৃষল (শূদ্র) হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশের ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা কখনই বৃষল (শূদ্র) নহে।

এরূপ সিদ্ধান্ত যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে আর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতি নাই। এ কথা নিশ্চয়ই উচ্চ শিক্ষিত ঐতিহাসিক পণ্ডিত মণ্ডলী কখনই স্বীকার করিবেন না; তাঁহাদিগকে সহজেই স্বীকার করিতে হইবে. ভারতের মধ্যে এখনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অভাব হয় নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লেখা দেখিয়া অনেকে স্থির করিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের একেবারেই অভাব হইয়াছে; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা বলিয়া বিবেচিত হয়; কারণ যদ্যপি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত শূদ্রত্বের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত কি তাঁহাদের শূদ্রত্বের সম্ভাবনা নাই? এরূপ বিবেচনায় ইহা কিছু অসঙ্গত নহে; তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই কি শূদ্র হইয়া গিয়াছেন? হইা সম্পূর্ণ অসঙ্গত কথা; ইহা কদাচই সম্ভব ইইতে পারে না। একেবারে সমগ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির কখন অভাব হইতে পারে না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোধ করি এই উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন যে, যেমন ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত পৌণ্ড্রকাদি দেশোৎপন্ন ক্ষত্রিয় জাতিরা শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদি জাতির মধ্যেও যাহাদের ক্রিয়ালোপ ঘটিবে, তাহারাই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবে। নতুবা ইদানীন্তন আদৌ যে ক্ষত্রিয়াদি জাতি নাই, এ কথা কখন সম্ভব হয় না। স্মার্ত্তের লেখা দেখিয়া যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ইদানীন্তন ক্ষত্রিয় জাতি মাত্রেই বৃষল ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "শনকৈস্তু" এই শ্লোককে দেখিয়াই ত স্থির হইতেছে যে, "ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদিনামপি শূদ্রত্ব মাহ" মনুঃ। অর্থাৎ অধুনা ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছে।

আরও ঐ প্রসঙ্গে স্থির হইল "এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি জাতির ন্যায় ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত বৈশ্য জাতিরাও শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। যে শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া স্মার্ত্তের অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করা হইতেছে, উক্ত শনকৈস্তু শ্লোকের দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ হওয়া ত কঠিন। মনুর উক্ত "শনকৈস্তু" শ্লোকের দ্বারা এইমাত্র উপলব্ধি হইতেছে যে ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত এই সকল ক্ষত্রিয়াদি জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে. ইহা দ্বারা যে ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদি জাতি বৃষল হইবে, এরূপ তাৎপর্য্য প্রকাশ হইতেছে কৈ? ক্রিয়ালোপ ঘটিলে সকল সময়েই ক্ষত্রিয়াদির বৃষলত্বের সম্ভাবনা। মনুর ইদম্ শব্দের দ্বারা কুল্লুক ভট্ট স্পষ্টতই দেখাইলেন, পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ অনুরূপ ক্রিয়ার লোপ প্রযুক্ত ক্রমশঃ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং ইহাদ্বারা ও স্থির হইতে পারে, ঐরূপ যাহাদের ক্রিয়ালোপ ঘটিবে তাহারাও বৃষল হইবে। অতএব "শনকৈস্তু" শ্লোক দেখিয়া কখনই স্থির করা যায় না যে, ইদানীন্তন সমগ্র ক্ষত্রিয়াদি জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ভাষ্যকার ও টীকাকারের অভিপ্রায়ানুসারে এই সিদ্ধান্তই স্থির সিদ্ধান্ত; অর্থাৎ ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ বশতঃ পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণ এবং অবিবাহ্যাদি স্ত্রী বিবাহ ও যুগপৎ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপ স্বজাত্যুক্ত ক্রিয়া কলাপাদির লোপ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় মাত্রেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আরও এককথা, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ কোন ক্ষত্রিয়াদি জাতির বৈদিক ক্রিয়ার লোপ হইলে, উহাদিগের একেবারে ক্ষত্রিয়ত্বাদির ধ্বংস হয় না। বিহিত ক্রিয়ার কোন অংশে ত্যাগ ঘটিলে, একেবারে জাতি ধ্বংস হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না। মনু একস্থলে দেখাইয়াছেন, আর্য্যজাতি যদ্যপি অনার্য্যজাতির কর্ম্ম করে, এবং অনার্য্য জাতি যদ্যপি আর্য্য জাতির কর্ম্ম করে, তাহা হইলে উভয়েরই কখন পূর্ব্বজাতি নষ্ট হয় না। যথা—

অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা নসমৌ নাসমাবিতি॥ ৭৩। ১০ অঃ

শূদ্রং দ্বিজাতি কর্ম্মকারিণং দ্বিজাতিঞ্চ শূদ্র কর্ম্মকারিণং ব্রহ্মা-বিচার্য্য ন সমৌনাসমাবিত্যবোচৎ, যতঃ শূদ্রো দ্বিজাতি কর্ম্মাপি ন দ্বিজাতি সমঃ, তস্যানধিকারিণো দ্বিজাতি কর্ম্মাচরণেঽপি তৎসাম্যাভাবাৎ এবং শূদ্রকর্ম্মাপি দ্বিজাতিঃ ন শূদ্রসমঃ * * * ।

অর্থাৎ যদি শূদ্র দ্বিজাতি কর্ম্মকারী হয় এবং দ্বিজাতি যদি শূদ্র কর্ম্মকারী হয়, ঐ উভয়ে সমান নয়, অসমানও নয়, ব্রহ্মা ইহা কহিয়াছেন। শূদ্র দ্বিজাতির কর্ম্ম করিলেও দ্বিজাতির সমান হয় না, কারণ শূদ্র দ্বিজাতির কর্ম্মে অনধিকারী, কি প্রকারে দ্বিজাতি সমান হইতে পারে এবং দ্বিজাতি শূদ্রের সমানও হইতে পারে না, কারণ নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে জাতি নাশ হয় না।

এক্ষণে এই বঙ্গীয় গোপেরা বৈশ্যোচিত যাবতীয় কর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া বৈশ্যোচিত সমগ্র কর্ম্ম কিছু ইহাদিগের বিলুপ্ত হয় নাই। (অদ্যাপিও বৈশ্য বিগর্হিত কর্ম্ম করে নাই) সুতরাং ইহাদিগের জাতিনাশ অর্থাৎ বৈশ্যত্বের ধ্বংস কদাচ হইতে পারে না।

এই বঙ্গীয় গোপদিগের উপনয়নাভাবে যে ব্রাত্যতা আসিয়াছে, তাহাত প্রায়শ্চিত্ত নাশ্য। উপনয়ন সংস্কার হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বটে; কিন্তু বৈশ্যোচিত অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই করিয়া আসিতেছে, সেই গোপালনাদি দ্বারা অদ্যাপি পরিবার পোষণ করিয়া আসিতেছে। লাঙ্গল চষা, গরু-তাড়ান এক্ষণে নীচ অসভ্যের কর্ম্ম হইলেও এই বল্লবগণ তাহা ত্যাগ করে নাই; বোধ করি ত্যাগ করে নাই বলিয়াই ইহারা সাধারণের নিকট উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতেছে। কিন্তু যাঁহাকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে, তাঁহাকে অবশ্যই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া, "পশূনাং রক্ষণং দানং" এবং "গোরক্ষা-কৃষি-বাণিজ্যং প্রভৃতি বচনের অবতারণা পূর্ব্বক বলিতে হইবে, এই সকল কর্ম্ম আমাদেরই; তৎকালে এই সকল কর্ম্মের গৌরব হইয়া থাকে।

যাহা হউক এসকল আলোচনার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সাধুদর্শী, সমাজ হিতৈষী, তাঁহারাই ইহার বিচার করিবেন। অধুনা আমাদিগের যাহা কিছু বক্তব্য প্রকাশ করিয়া যাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিম্নোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যাদির বচনানুসারে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন গোপ জাতি শূদ্রবর্ণ। তাঁহাদিগের সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য, সেই সকল বচনের আলোচনার প্রয়োজন হইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে আছে যে,

শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
ভোজ্যান্নানাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

অর্থাৎ শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, নাপিত এবং আত্মসমর্পণকারী ইহাদিগের অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারেন। এই বচনস্থিত "গোপাল" পদটী দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে, গোপাল-শব্দটী শূদ্র বোধক। সুতরাং গোপালক জাতি শূদ্র; এক্ষণে ইহাই আলোচ্য। এই "গোপাল" শব্দের অর্থ এইরূপ, অর্থাৎ যদ্যপি কোন শূদ্রবর্ণ আপদকালে বৈশ্য বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকার্থে ব্রাহ্মণের গো-প্রতিপালন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই শূদ্র গোপালকের অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারিবেন; এই অভিপ্রায়েই উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে লিখিত হইয়াছে "শূদ্রেষু দাস গোপাল" ইত্যাদি। শূদ্র আপদকালে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণে অধিকারী যথা—

বাণিজ্য পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবণং।
শূদ্রস্যাপি বিধিয়ন্তে যদাবৃত্তির্নজায়তে॥ শান্তি পর্ব্ব।

অর্থাৎ যৎকালে স্ববৃত্তি দ্বারা শূদ্রের জীবিকার্জ্জন না হইবে, তৎকালে সেই শূদ্র বৈশ্য বৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য, পশুপালন এবং শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে।

দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধাময়া॥
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোঽপি জীবিকা কারুকর্ম্মচ।
তদ্বদ্দ্বিজাতি শুশ্রূষা পোষণং ক্রয়-বিক্রয়ৌ ২৮ অঃ

ষড়দর্শনাদি বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঐ শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ আছে যে, শূদ্রের ধর্ম্ম দান, যজ্ঞ, ও উক্ত তিন বর্ণের শুশ্রূষা; আর কারুকার্য্য, দ্বিজাতি পরিচর্য্যা, পশুগণের পোষণ ও ক্রয় বিক্রয় এই কয়টী তাহার জীবিকার্থ ধর্ম্ম জানিবে। পদ্মপুরাণে স্বর্গ খণ্ডে উক্ত আছে। যথা—

আসীৎপুরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশ্যবৃত্তি পরায়ণঃ।
শূদ্রোভীমোদ্বাপরেচ, ইত্যাদি * * *

অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরা দ্বাপরযুগে বৈশ্যবৃত্তি পরায়ণ ভীমনামে এক শূদ্র ছিল।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, আপদকালে শূদ্র গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। নতুবা শূদ্রের গোপালন বৃত্তি যে স্ববৃত্তি ইহা কোন শাস্ত্রেই উক্ত হয় নাই।

মহর্ষি মনুর ঐরূপ বচনে গোপাল পদের, মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট উক্তরূপই অর্থ করিয়াছেন। যথা—

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ২৫৩।৪ অঃ

আর্দ্ধিকঃ কর্ষকঃ সম্বন্ধি শব্দাৎ যো যস্য কৃষিং করোতি স তস্য ভোজ্যান্নঃ এবং স্বকুলস্যমিত্রং যো যস্য গোপালো, যো যস্য দাসো, যো যস্য নাপিতঃ কর্ম্ম-করোতি, যো যস্মিন্নাত্মানং নিবেদয়তি দুর্গতিরহং ত্বদীয় সেবাং কুর্ব্বন্ তৎসমীপে বসামীতি শূদ্রস্তস্য ভোজ্যান্ন ইতি কুল্লুকভট্টঃ।

অর্দ্ধসীরী আর্দ্ধিকঃ কুটুম্বী ভূমি কর্ষক ইতি য উচ্যতে। গোপাল দাসৌ সম্বন্ধিশব্দৌ যো যস্য গাঃ পালয়তি স তস্য ভোজ্যান্নঃ, যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ অহং ত্বচ্ছরণঃ ত্বয়ি বিশ্রব্ধো বংস্যামীত্যেবং য আত্মানমর্পয়তি সোঽপি ভোজ্যান্নঃ। ইতি মেধাতিথিঃ।

কুল্লুকভট্ট মনুর উক্ত শ্লোকের অর্থ করিলেন, আর্দ্ধিক অর্থাৎ কর্ষক, যে যাহার কৃষি কর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌর কর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং আমি তোমার সেবা করতঃ তোমার নিকটে অবস্থান করিব বলিয়া যে আপনাকে নিবেদন করে তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।

ভাষ্যকার মেধাতিথি অর্থ করিলেন, গোপাল ও দাস শব্দ সম্বন্ধ বাচক, অর্থাৎ গোপালন রূপ সম্বন্ধ ও দাস রূপ সম্বন্ধ যে শূদ্রের সহিত থাকিবে, তাহার অন্ন ভোজন করা যাইবে এবং আমি তোমাতে বিশ্বাস করিয়া তোমার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিলাম, এইরূপ বলিয়া যে আপনাকে নিবেদন করে তাহার অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারেন।

ইহাদ্বারা স্থির হইতেছে যে কৃষি কার্য্য বা গোপালন কার্য্য বৈশ্য বৃত্তি, ইহা কখনও শূদ্র বৃত্তি নহে; সুতরাং ইহা শূদ্রে কদাচ সম্ভব হয় না! তবে আপদস্থলে শূদ্র যদ্যপি ঐ সকল বৃত্তি গ্রহণ করে, এবং ঐ কার্য্যের সম্বন্ধ যদ্যপি কোন-ব্রাহ্মণের সহিত স্থাপিত হয় তাহা হইলে ঐ রূপ বৈশ্য বৃত্তি পরায়ণ শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারেন; এরূপ অর্থ স্বীকার যদ্যপি না করা হয়, তাহা হইলে মনুর অন্যান্য বচনের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কেননা মনু অন্যান্য বচনে, কৃষক ও গোপালক দিগকে বৈশ্য বলিয়া গিয়াছেন সুতরাং ঐরূপ অর্থই যুক্তি যুক্ত।

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকোদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনে অর্থাৎ "শূদ্রেষু দাস গোপাল" ইহার টীকায় গোবিন্দানন্দ দেখাইয়াছেন, "বক্ষ্যমাণ দেবল

বচনে গোপপদস্য জাতি মধ্য পাঠাৎ জাতি পরত্বমেবেতি ভর্ত্তৃযজ্ঞমতেহ-স্বরসঃ” অর্থাৎ বলা হইবে দেবল বচনে যে গোপ পদ, ঐ গোপ পদটী জাতি মধ্যে পাঠ হেতু জাতি পর হইলে ভর্ত্তৃযজ্ঞমতে অস্বরস হয়, অর্থাৎ অসামঞ্জস্য হয়। দেবলের বচন যথা—

স্বদাসো নাপিতো গোপঃ কুম্ভকারঃ কৃষিবলঃ। ইত্যাদি।

এই দেবল বচনস্থিত গোপ পদটী জাতিপর নহে, গোপালক অর্থাৎ গোরক্ষক। কোন শূদ্র যদ্যপি আপদস্থলে কোন ব্রাহ্মণের গোরক্ষক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শূদ্রগোপালকের অন্ন ঐ ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে পারিবেন। আর ঐ গোপ পদটী জাতিপর বলিলে ভর্ত্তৃযজ্ঞমতে যেরূপ অসামঞ্জস্য হয়, তাহা দেখান যাইতেছে যথা—

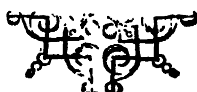
যস্যৈবগাং পালয়তি তস্যৈবভোজ্যান্নঃ। ইতিভর্ত্তৃযজ্ঞঃ।

যাহার গোকে যে গোপাল পালন করিবে, সেই গোপালের অন্ন খাইতে পারিবে। অর্থাৎ সেই বৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্ন খাইতে পারিবে, সেই জাতির অন্ন খাইতে পারিবেনা অতএব দেবল বচনে গোপ পদটী জাতিপর বলিলে, ভর্ত্তৃযজ্ঞমতে অসামঞ্জস্য হয়। সুতরাং ঐ গোপাল শব্দটী বৃত্তি বিশিষ্ট পর, জাতি বিশিষ্ট নহে। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিলেন “গোপালদাসৌ সম্বন্ধিশব্দৌ” অর্থাৎ গোপাল ও দাস শব্দ, গোপালনরূপ সম্বন্ধ, দাস্যরূপ সম্বন্ধ যাহার সহিত থাকিবে, সে যদি শূদ্র হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি বিশিষ্ট শূদ্র গোপালের ও সেইরূপ দাসের অন্ন খাইতে পারিবে। এ কথা না বলিলে অর্থাৎ ব্যক্তি বিশিষ্ট না বলিয়া জাতি বিশিষ্ট বলিলে দাস জাতির স্থলে দোষ ঘটিয়া যায়; কেননা দাস শব্দটী ধীবর বোধক, অতএব ধীবর জাতির অন্নও ব্রাহ্মণের খাওয়া সম্ভব হইয়া পড়ে। দাস জাতি নির্দ্দেশ করিয়া মনু বলিয়াছেন, আয়োগবী স্ত্রীতে নৌকর্ম্মজীবী দাস জাতি উৎপন্ন হয়, আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসীরা উহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া থাকে। যথা—

নিষাদোমার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিণং।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ॥ ৩৪।১০অঃ।

সুতরাং উপরোক্ত সিদ্ধান্তই যুক্তি যুক্ত। যুক্তি পূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করাই কর্ত্তব্য. যুক্তি শুন্য বিচারে ধর্ম্ম হানি হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ গোপজাতি যদ্যপি শূদ্র হইত, তাহা হইলে বেদ, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে গোপের কথা উল্লেখ আছে, উহাদিগকে বৈশ্য না বলিয়া শূদ্র বলাই ত উচিত্ ছিল। কেন ঐ সকল শাস্ত্রে গোপজাতিকে বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন? "প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্টাঃপরিদদে পশূন" প্রজাপতি পশুসৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিপালনের ভার বৈশ্যে অর্পণ করিলেন। "গোরক্ষাংকৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্য যথাবিধি" বৈশ্য বিধি পূর্ব্বক গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে। ইহা দ্বারা স্থির হইতেছে গোপজাতি কখনই শূদ্র নহে। এই গোপেরা আবহমান কাল গবাদি শ্রেষ্ঠ পশু প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক শাস্ত্রকারগণই গোরক্ষা যে বৈশ্য বৃত্তি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা আমরা পূর্ব্বে যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেখাইয়াছি এবং সেই বৈদিক যুগ হইতে যে গোপজাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। বেদের দ্বারা ইহাও অবগত হওয়া গিয়াছে, গোপেরা গো সকলের বৃদ্ধির জন্য অগ্নিতে হবি প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা পর্য্যন্ত করিত। অতএব এই গোপজাতিকে বৈশ্য ভিন্ন কখনই শূদ্র বলা যাইতে পারে না।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অধুনা এই বৈশ্য বর্ণের মধ্যে বৃত্তি ভেদে কতক শ্রেণী ভেদ আছে; কারণ গোরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্তই বৈশ্য বৃত্তি; কিন্তু তন্মধ্যে যিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তিনি সেই শ্রেণীর বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যিনি গোরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কৃষি বা বাণিজ্য কার্য্য বিশেষ সুবিধা জনক হয় নাই এবং যিনি কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পশুপালনে কিছু সুবিধা থাকিলেও বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ অসুবিধা হয়; কারণ বাণিজ্য কার্য্যে বিদেশগমন অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এক ব্যক্তির পক্ষে গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য সম্ভব হয় না এবং হইতেও পারে না। অতএব যিনি যে রূপ বৃত্তি বিশিষ্ট হইয়া বৈশ্য কার্য্য প্রতিপালন করিয়াগিয়াছেন, তিনি সেই শ্রেণীর বৈশ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৮৮ অধ্যায়ে এইরূপ নিয়মও উক্ত হইয়াছে, "কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সমুদয় একের সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করাই বিধেয়" অধুনা প্রায় সমস্ত বৃত্তিরই বৈষম্য ঘটিয়া পড়িয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যাঁহার যেরূপ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, তাহার সমস্তই বিপরীত ভাব আসিয়াছে। যিনি যেরূপ বৃত্তি, ইচ্ছানুসারে সুবিধাজ্ঞান করিয়াছেন, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। এসকল কেবল সমাজ শাসন ও রাজশাসনের অভাব প্রযুক্ত। সমাজের শাসন ভার প্রধানত রাজার উপরই ন্যস্ত ছিল; রাজন্যবর্গেরা সমাজ মধ্যে মণ্ডল স্থির করিয়া সমাজের শাসন করাইতেন। স্ব স্ব বর্ণেরা স্ববৃত্তি ত্যাগ করিলে তদ্দণ্ডেই তাহাদিগকে

দণ্ডিত করিতেন। অধুনা সেরূপ রাজা নাই, সুতরাং সেরূপ শাসনের অভাব হইয়াছে এবং সমাজের মধ্যেও যথেচ্ছাচার আসিয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

যস্ত্যক্ত মার্গাণি কুলানি রাজা
শ্রেণীশ্চ জাতিশ্চ গুণাংশ্চ লোকান্।
আনীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্মান্
নাকেঽপি গীর্ব্বাণগণৈঃ প্রশস্তঃ॥ বৃহৎপরাশর সংহিতা

অর্থাৎ যে রাজা স্ববৃত্তি ত্যাগী লোকদিগকে যথাশাস্ত্রবিহিত পথে আনয়ন করিয়া, যথা পাত্র, শ্রেণী জাতি, গুণ ও ধর্ম্মের বিধান করেন, তিনি স্বর্গেও দেবতাগণ কর্তৃক প্রশংসনীয় হয়েন। আরও উক্ত আছে।

চাতুর্ব্বর্ণস্য ধর্ম্মশ্চ রক্ষিতব্যো মহীক্ষিতা।
ধর্ম্ম সঙ্কর রক্ষাচ রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ মহা শান্তি ৫৭ অঃ

টীকাকার নীলকণ্ঠ "ধর্ম্মসঙ্কর রক্ষাচ" ইহার অর্থ করিলেন, "ধর্ম্মাণাং সঙ্করো ব্যত্যয়ঃ, তস্মাৎ প্রজানাং রক্ষা ধর্ম্ম সঙ্কর রক্ষা রাজ্ঞাং-পরমোধর্ম্মঃ"।

অর্থাৎ চাতুর্ব্বণ্য ধর্ম্ম রাজা রক্ষা করিবেন; ধর্ম্মের ব্যত্যয় হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাও রাজার একান্ত অনুষ্ঠেয় সনাতন ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল অভাব হেতু জাতির ও সমাজের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া নানা রূপ বিপর্য্যয় হইয়াগিয়াছে। এখন বৃত্তি দেখিয়া প্রকৃত জাতি স্থির করা বড়ই কঠিন। পুরুষপরম্পরায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচয়াদি বিশেষ রূপে অবগত না হইতে পারিলে প্রকৃত জাতি নির্ণয় করিতে কিছুতেই সক্ষম হওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগ হইতেই বিশেষ ভাবে বৃত্তি বিপর্য্যয়তা রূপ মহা উপপ্লব উপস্থিত হয়, তৎপূর্ব্বে যে সকল সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তৎকালে সেই সকল সঙ্কর জাতিরা বৈশ্য বৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক যাহারা গো প্রতিপালন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারাও ক্রমে ক্রমে

পশ্চাৎ-গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমাজে যে একসময় ভীষণ সাঙ্কর্য্য দোষ আসিয়াছিল, তাহা মহাভারতীয় প্রমাণ দৃষ্টেই সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঊনপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "পরশুরাম কর্ত্তৃক পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য ও অরাজক হইলে, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণ পত্নীতে গমন করিতে লাগিল। বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনাদিতে কাহারও আর অধিকার রহিল না। দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন"। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, পুনরায় মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক গুপ্ত রক্ষিত ক্ষত্রিয় কুমারদিগকে আনয়ন করিয়া রাজ্যে অভিষেক করতঃ সকলপ্রকার শান্তিস্থাপন করিলেন এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে উন্মার্গগামী দুর্ব্বৃত্তগণকে স্ববশে আনাইয়া ক্রমশঃ বৃত্তি বিপর্য্যয়তা দূর করিলেন। অনন্তর স্ব স্ব জাতি স্ব স্ব বৃত্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে লাগিল। তৎকালে যে সকল শূদ্র বা সঙ্কর জাতিরা গো রক্ষাদিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও তৎকালে গোপ বলিয়া পরিচিত হয়, তদভিপ্রায়েই কোন কোন গ্রন্থকার সেই সেই গোপালক-দিগকে শূদ্র বা প্রতিলোমজ সঙ্কর প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন। বৌদ্ধযুগাবসানে তাৎকালিক পণ্ডিতেরা কতকগুলি অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে নানা প্রকার জাতির উৎপত্তি বিষয় বর্ণন করিয়া যান। আরও ঐ ভাবের কতক অভিনব শ্লোক রচনা করিয়া পুরাণাদিতে প্রক্ষিপ্ত করেন। তৎকালে হস্তলিখিত পুস্তকাদির প্রচলন ছিল. সুতরাং প্রক্ষিপ্ত করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে নাই। ঐরূপ ভাবের শ্লোক দুই এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাই। পরাশর পদ্ধতিতে যে শ্লোক আছে—

মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজাতেশ্চ সম্ভবঃ।

মণিবন্ধ্যাতে তন্ত্রবায়ের (তাঁতির) ঔরসে গোপজাতি উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ সরল অর্থ করিতে গেলে, বড়ই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মণিবন্ধ্যা বা তন্ত্রবায় জাতির পূর্ব্বে কি গোপজাতির অস্তিত্ব ছিলনা? সেই জন্যই কি পরাশর ক্ষণবিলম্ব নাকরিয়া গোপজাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিতে যাইলেন? মণিবন্ধ্যা বা তন্ত্রবায় এই উভয় জাতির সংযোগে যদ্যপি গোপজাতির সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ সৃষ্ট জাতি কিহেতু পিতা-মাতার বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া, বৈশ্য বৃত্তি গ্রহণ করিল? দুষ্ট যোনি সঙ্কর জাতিরা পিতা মাতার স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি মনু তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্ব্বোভয়মেববা।
নকথঞ্চন দুর্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥ ৫৯।১০ অঃ।

অর্থাৎ দুষ্ট যোনিসঙ্কর যাহারা, তাহারা পিতৃ সম্বন্ধ স্বভাব, অথবা মাতৃ সম্বন্ধ স্বভাব, কিম্বা পিতৃ মাতৃ উভয় সম্বন্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হয়; কদাচ তাহারা স্বীয় প্রকৃত গত স্বভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব মণিবন্ধ্যা তন্ত্রবায় জাতির সংযোগে যে গোপজাতির উৎপত্তি ইহা কদাচই সম্ভব হইতে পারেনা। তাহা হইলে ঐগোপজাতি অবশ্যই পিতৃমাতৃ সম্বন্ধীয় বৃত্তি গ্রহণ করিত। স্বামী শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তাঁহার "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২২৪ পৃঃ এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যথা—

"মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপ জাতেশ্চ সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধ্যা বা তন্ত্রবায় জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; তন্ত্র বা তন্তু এই উভয় শব্দ তাঁত বাচক হইলেও, এস্থলে তন্ত্রবায়ের অর্থ তাঁতী নহে। তন্ত্র-শব্দের বহুবিধ অর্থআছে, তন্মধ্যে একটী অর্থে উপবীত বুঝায়। পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজার অভিষেক কালে রাজ্যবাসী প্রধানা বৈশ্যা রমণী একগাছি উপবীত আনিয়া পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিত, পুরোহিত মন্ত্রপূত করিয়া ঐ উপবীত রাজাকে দেখাইতেন, রাজা পুরোহিতের সম্মুখে ঐ উপবীতকে

সাক্ষী করিয়া শপৎ করিতেন। তন্তুকে (উপবীতকে) বৈশ্যারমণী তৈয়ার করিয়া আনিত বলিয়া বৈশ্যের অপর নাম তন্তুবায় হইয়াছে। প্রকৃতি বোধ অভিধানে তন্ত্রশব্দে রাজ সমভিব্যাহারী লোক।” “মণিবন্ধ অর্থে কর গ্রন্থি, হাতের কব্জি, হস্তের সন্ধিস্থান প্রভৃতি বুঝায়। বোম্বাইএর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মণিবন্ধ শব্দে বাহুজ অর্থ (ক্ষত্রিয়) লিখিয়াছেন। মণিবন্ধ ক্ষত্রিয়ের অপর নাম মাত্র। ভারতবর্ষের অনেকস্থানে ক্ষত্রিয় পুরুষের নামের সহিত মণিবন্ধ উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।”

ফলতঃ গোপজাতির উৎপত্তি এইরূপভাবে, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। যে জাতির অস্তিত্ব বৈদিকযুগ হইতে ধারাবাহিক রূপে চলিতেছে, সে জাতির উৎপত্তি (মধ্যে) একটা তন্ত্রবায় জাতি হইতে: ইহা কতদূর অসঙ্গত কথা। এক্ষণে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের জাতিমালাটী একবার আলোচনা করা যাউক।

শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্য জাতঃ করণো বর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহম্বষ্ঠো গন্ধিকোবণিক্॥
কংসকার শঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সংবভূবতুঃ।
উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্যাং ক্ষত্রাদ্বভূবতুঃ॥
কুম্ভকার তন্তুবায়ৌ ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবতুঃ।
কর্ম্মকারশ্চ দাসশ্চ শূদ্রাত্তস্যাং বভূবতুঃ॥
বৈশ্যাদ্বভূবতু রাজ্ঞ্যাং মাগধো “গোপ” এবচ।
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং জাতৌ নাপিত-মোদকৌ॥
ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্র কন্যায়াং বারজীবী বভূবহ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো মালাকারস্তথা মুনে॥
বৈশ্যাত্তু শূদ্রকন্যায়াং জাতৌ তাম্বূলি-তৈলিকৌ।
বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব॥
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ড। ১৩ অঃ

অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে যে সন্তান উৎপন্ন হইল, তাহার নাম করণ। বৈশ্যের গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠের জন্ম।

গন্ধবণিক, কাংসবণিক, শঙ্খবণিক ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যের গর্ভে জন্মে। উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) ও রজপুত ক্ষত্রিয় ঔরসে শূদ্রা ও বৈশ্যের গর্ভে যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। কুম্ভকার ও তন্তুবায় ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মকার এবং দাস শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হয়। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়পত্নীর গর্ভে মাগধ ও "গোপ" জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভে নাপিত এবং মোদক জাতির উৎপত্তি। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে বারজীবী (বারুই) জাতির উৎপত্তি। হে মুনে! ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে সূত ও মালাকার জাতির উৎপত্তি। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভে তাম্বূলী ও তৈলিক জাতির উৎপত্তি। হে জাবালে! এই বিংশতি প্রকার সঙ্কর জাতির উৎপত্তি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ইহারা উত্তম সঙ্কর অনন্তর মধ্যম সঙ্কর জাতির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এইরূপে মধ্যম সঙ্কর জাতির কথা বলিয়া, অধম সঙ্কর জাতির বিষয়ও বর্ণন করিলেন। তদনন্তর এই সকল সঙ্কর জাতির পুরোহিত নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন "এতেষু বিংশতীনাস্তু পুরোধাঃ শ্রোত্রিয় দ্বিজঃ।" অর্থাৎ এই ত্রিবিধ সঙ্কর জাতির মধ্যে বিংশতি জন উত্তম সঙ্করের পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ।

অনন্তর উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ সঙ্কর জাতির প্রত্যেকের বৃত্ত্যাদি নির্দ্ধারিত হইলে সকল সঙ্কর মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বলিতে লাগিলেন। যথা—

সঙ্করা উচুঃ।

অস্মাকং বৈদিকং স্মার্ত্তং তথাগমিকমেবচ।
কারয়িষ্যতি কো বিপ্রঃ কথং ন নির্ব্বৃতির্ভবেৎ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড। ১৪ অঃ।

অর্থাৎ সঙ্কর সকল বলিয়াছিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কোন্ ব্রাহ্মণে আমাদিগের স্মার্ত্ত, বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন এবং কিরূপেই বা আমাদের ঐ সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে।

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।
উত্তমানাং হি জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়াবয়ম্।
অন্যেষাঞ্চৈব জাতীনাং পুরোধা. পতিতোদ্বিজঃ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১৪ অঃ

ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছিলেন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ আমরা উত্তম সঙ্কর দিগের পুরোহিত হইলাম; তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ অন্য সঙ্কর জাতির পৌরহিত্য করিলে, পতিত হইতে হয়।

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত এই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ইহা লোক মধ্যে প্রচারিত আছে এবং তৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও রচিত, ইহাও স্থির আছে। এক্ষণে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের জাতি মালাটীও একবার আলোচনা করা যাউক। যথা—

গোপ নাপিত ভীলাশ্চ তথা মোদক কুবরৌ।
তাম্বুলি পর্ণকারৌচ তথা বণিগ্‌জাতয়ঃ॥
ইত্যেব মাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রো বিশোস্ত করণোঽম্বষ্ঠো বৈশ্যা-দ্বিজন্মনোঃ॥
বিশ্বকর্ম্মাচ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ॥
সূত্রধার শ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈবচ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ॥
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমঃ॥
বভূব সদ্য পতিতো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা॥
সূত্রধারো দ্বিজাতীনাং শাপেন পতিতো ভুবি।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠঞ্চ নদদৌ তেন হেতুনা॥
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্য শ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥
কশ্চিদ্বণিগ্‌ বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্ম খণ্ড।

অর্থাৎ হে বিপেন্দ্র! গোপ, নাপিত ভাল, মোদক, কুবর তাম্বুলী পর্ণকার এবং সকল বণিক জাতি ইহারাই আদি সৎশূদ্র বলিয়া বিদিত। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে করণ এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম। বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রার গর্ভে বীর্য্যধান করায় নয়টী শিল্পী পুত্রের জন্ম হয়, যথা মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতী,) কর্ম্মকার ও কংসকার এই ছয়টী প্রধান শিল্পী। আর সূত্রধর, চিত্রকর ও স্বর্ণকার এই তিনটী জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত বর্ণসঙ্কর ও অযাজ্য। হে দ্বিজোত্তম! স্বর্ণকার ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরি করাপরাধে ব্রহ্মশাপে পতিত হয়। সূত্রধারও শীঘ্র যজ্ঞ কাষ্ঠ প্রদান না করায় ব্রাহ্মণদিগের শাপে পতিত হয়। চিত্রের ব্যতিক্রম হওয়ায় ব্রাহ্মণদিগের কোপে চিত্রকরগণ পতিত হয়। কোন বণিক বিশেষ স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণ চৌর্য্যাপরাধে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে।

এক্ষণে এই মহর্ষি বেদব্যাস কৃত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পরস্পর অনৈক্য হইতেছে। যদ্যপি এক ব্যক্তিরই দুই খানি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে যে জাতিকে এক গ্রন্থে একবার সঙ্কর লেখা হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় তৎকৃত অপর গ্রন্থে কি করিয়া সঙ্কর ভিন্ন শূদ্র লেখা সম্ভব হয়? যে গোপ জাতিকে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে সঙ্কর বলিয়া স্থির করা হইল; পুনরায় সেই গোপ জাতিকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কি করিয়া সৎশূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। শূদ্রজাতিটী অমিশ্র জাতি, আর সঙ্কর জাতিটী মিশ্রজাতি; এই মিশ্র ও অমিশ্র দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ শব্দ। একের উপর এই পরস্পর বিরোধী ভাব কখনই থাকিতে পারেনা। অতএব এই সকল যে এক ব্যক্তির লেখা, ইহা কখন বিশ্বাস করা যইতে পারে না; ইহা যে প্রক্ষিপ্তাংশ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং পূর্ব্বের মীমাংসাই যে ন্যায় সঙ্গত ও যুক্তি মূলক, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাৎ আপদ কালে ও সমাজ বিপ্লবে যে সকল শূদ্র বা সঙ্কর জাতিরা গোপ্রতিপালন দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়াছিল, তাহারাই ঐরূপ ভাবে গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং তাৎকালিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ঐ

সকল গোপের উৎপত্তি বিষয় কোন কোন পুরাণাদিতে ঐ রূপ ভাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। নতুবা যে বেদব্যাস মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণে যে গোপালক জাতিকে বারম্বার বৈশ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, পুনরায় তাহাদিগকে যে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে ?

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ব্যাসপুরাণ ও পরাশর পদ্ধতি প্রভৃতি শাস্ত্র গুলি কেবল মাত্র এই বঙ্গদেশের জন্য রচিত হয় নাই ; সমস্ত আর্য্য ভূমি, সমগ্র ভারতবর্ষের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্রে যে গোপজাতির কথা উল্লেখ আছে, তাহা সমস্ত ভারতের সমগ্র গোপজাতিকেই বুঝায় কি না ? অবশ্যই বুঝান সম্ভব। যাঁহারা ভারতের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অবন্তী, বৃন্দাবন, কাশী ও গুজ্জার প্রভৃতি স্থানের গোপেরা এখনও বৈশ্য নামেই অভিহিত এবং অদ্যাপিও তাহারা উপবীতাদি ধারণ করিয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থের কথামত গোপজাতি শূদ্র হইলে, ভারতের অন্য প্রান্তের গোপেরা কিরূপে বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়া উপবীত ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছে ? বঙ্গের গোপেরা শূদ্র, আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের গোপ শূদ্র নহে! এরূপ সিদ্ধান্ত কখনই যুক্তি যুক্ত হইতে পারে না। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সকল গ্রন্থ এতদ্দেশের লোক সমূহকে বঞ্চনা করিবার জন্য, মাত্র এতদ্দেশের নিমিত্তই রচিত হয়, কদাচ এই গ্রন্থ ঋষি প্রণীত নহে।

মহামুনি সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস তাঁহার কৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অষ্টাদশাধ্যায়ে লিখিলেন "কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।" কৃষি-গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি লিখিলেন, গোপ বৈশ্য। পুনরায় কি বলিয়া তাঁহার কৃত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গোপকে শূদ্র বা (প্রতিলোমজ) সঙ্কর লিখিবেন ? সুতরাং বেশ জানা যাইতেছে, যে সময় ঐ সঙ্কর বা শূদ্রেরা গোপ্রতিপালন

কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তৎপরে সুযোগানুসারে তাঁহার নামে কতক গ্রন্থ প্রণয়ণ এবং তাঁহার কৃত কোন কোন গ্রন্থে ঐরূপ কতকগুলি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়; নতুবা তাঁহার ন্যায় একজন ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি এক গ্রন্থে গোপকে বৈশ্য, আর অপর গ্রন্থে গোপকে ঐরূপ বর্ণসঙ্কর বা শূদ্র লিখিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না এবং তিনি যে কোন রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া এরূপ লিখিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাও কখন বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

বিশেষ ভাবে কোন শাস্ত্রের আলোচনা না করিলে, শাস্ত্রের গুঢ় মর্ম্ম বুঝা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডে বেদব্যাস লিখিলেন "কোথায় আপনি গোকুলে বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ" এস্থলে গোপকে বৈশ্য বলিলেন, পুনশ্চ উহার ব্রহ্মখণ্ডে লিখিলেন "গোপ নাপিত ভালাশ্চ" গোপ নাপিত ভাল এইরূপ কতকগুলি জাতির কথা উল্লেখ করিয়া "সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" এই বলিয়া গোপকে সৎশূদ্র মধ্যে পরি-গণিত করিলেন এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে "বৈশ্যাদ্ভূবতুরাজ্ঞ্যাং মাগধো গোপ এবচ।" ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে মাগধ ও গোপ জাতির উৎপত্তি, এইরূপ লিখিলেন। এক ব্যক্তির প্রণীত গ্রন্থে এক জাতির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লেখা যখন দেখা যাইতেছে, এমন কি একগ্রন্থে যখন বিভিন্ন লেখা রহিয়াছে; তখন কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়. ইহা ব্যাসের প্রণীত, অথবা এক ব্যক্তির প্রণীত। অতএব বলিতে হইবে, এই সকল জাতিমালার সৃষ্টি আধুনিক অথবা প্রক্ষিপ্ত।

এইসকল জাতিমালা সম্বন্ধে কলিকাতা হাতীবাগানের প্রধান পণ্ডিত চিরস্মরনীয় ৺ ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ৺ সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন

"কেবলং লোকান্ বঞ্চয়িতুং তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোহপি সংগৃহীত এব, স চাপি প্রাগুক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র ক্ষেত্রে প্রাগ্‌দেশাদ্য বর্দ্দিত প্রযুক্তঃ নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিতঃ স্বকপোল কল্পিত এব জায়তে।" সিদ্ধান্ত সমুদ্র ১ম খণ্ড।

অর্থাৎ কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই জাতিমালা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্র পশ্চিম প্রদেশে অপরিজ্ঞাত থাকায় নিঃসন্দেহে প্রতারণার জন্য প্রচারিত এবং স্বকপোল কল্পিত ইহাই জানা যাইতেছে। অতএব এই সকল শাস্ত্রকে দেখিয়া কিরূপে জাতি নির্ণয় হইতে পারে? ব্যাসপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি একের কৃত গ্রন্থে যখন পরস্পর পরস্পরের সহিত ঐক্য নাই, তখন মনুর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। "মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে" অর্থাৎ মনুর অর্থের বিপরীত শাস্ত্র কখনই প্রশংসনীয় নহে। মনু যখন বৈশ্যকে গোরক্ষার ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তখন গোরক্ষক জাতি কদাচ শূদ্র নহে। অন্যান্য প্রামাণিক শাস্ত্র গ্রন্থ হইতেও ইহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি পুনঃপুনঃ সে সকল শাস্ত্রের আলোচনার প্রয়োজন দেখিনা।

বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ মানসে খ্রীঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুমারিলভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টা করেন এবং সেই সময় হইতেই ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রশমিত হইতে থাকে; কিন্তু একেবারে সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ হয় নাই; কোথাও বা বৌদ্ধগণের প্রাধান্য ছিল, কোথাও বা অবনতি ঘটিয়াছিল। মধ্য এসিয়া হইতে জাপান পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার এককালীন উচ্ছেদ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না, বহুচেষ্টা করিয়া তবে স্থানে স্থানে ক্রমশঃ উচ্ছেদ হইয়াছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য অনেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনেকরূপ শাস্ত্র প্রণয়ন হয়। তাৎকালিক কোন কোন গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগী জনসাধারণকে কর্ম্মানুসারে জাতি স্থির করতঃ এবং সেই কর্ম্মকে ক্রমশঃ বংশগত করিয়া কতকজাতিকে জলাচরনীয় শূদ্র, কতক জাতিকে জলাব্যবহার্য্য শূদ্র করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়; আর কালক্রমে ইহাদিগের পূর্ব্বকার জাতির অভাব ঘটিয়া, ব্যক্তিগত কর্ম্মগুলি অবিরোধে নিঃশব্দে ও নিস্তব্ধে বংশগত হইয়া বংশগত জাতিরূপে পরিণত হইল এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইজাতি মাত্র স্থির করিয়া বঙ্গে কেবল ব্রাহ্মণ শূদ্র এই একমাত্র ভেদ প্রথা সংস্থাপিত

হইয়া গেল। এই নিমিত্ত বিশেষ ভাবে এই বঙ্গদেশের জন্যই ঐ সকল গ্রন্থ প্রণয়ন হয় এবং ঐ গ্রন্থের মতানুসারে নানা বিভিন্ন মতের জাতিমালা প্রস্তুত করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন লোক সমূহের দ্বারা এ সকল গ্রন্থ রচিত হয়; ও কোন কোন গ্রন্থে কতক প্রক্ষিপ্ত হয়; তজ্জন্যই পরস্পর পরস্পরের মত-বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সকল ব্যাপার যে ঘটিয়াছিল এবং বৌদ্ধাচার্য্যেরা যে ভয়ানক উৎপাত করিয়া দেশে একটা মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহা তাৎকালিক ইতিহাস দৃষ্টেই সহজেই অবগত হওয়া যায় এবং ইহা যে নিশ্চয় ঘটিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন। এমন কি চৈতন্য প্রভুর সময়কালেও বৌদ্ধদিগের উৎপাত স্থানে স্থানে প্রবল ছিল ১৪৩৫ শকাব্দে দিগ্বিজয় ব্যাপারে চৈতন্যপ্রভুকে বৌদ্ধাচার্য্যগণের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে হইয়াছিল এবং অনেক বৌদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতেই এই সকল ব্যাপার কতক বর্ণিত আছে। যথা—

প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥

* * *

পাষণ্ডীরগণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্গাহ করি লাগিলা কহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বসিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্ক প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥

* * *

সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন॥

মধ্যলীলা ৯ প।

এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ মানসে চৈতন্য প্রভুও বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং বিধর্ম্মী বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণও কোন বৌদ্ধকে শৈব কোন বৌদ্ধকে শাক্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন: তৎকালে যে কতকগুলি শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যক হইয়াছিল, ও কতক বচন প্রমাণ জন্য শাস্ত্রাদিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের মতে করণ (কায়স্থ) জাতি ও অম্বষ্ঠ জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া গোপ প্রভৃতি তাম্বুলী ও তৈলিক জাতি পর্য্যন্ত একবিংশতি জন বর্ণসঙ্কর জাতি। এস্থলে একটু জিজ্ঞাস্য, এই সকল জাতির সাঙ্কর্য্য বিধায়ক বচন গুলি কল্পিতই হউক অথবা প্রক্ষিপ্তই হউক, এই সঙ্কর গোপদিগকেও কি কেহ অব্যবহার্য্য জাতি বলিয়াছে? আমরা বহু অন্বেষণ করিয়াও ইহার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, আর এই বঙ্গদেশের বিখ্যাত শাস্ত্র মীমাংসক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, যিনি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া হিন্দুর অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া বঙ্গের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত কোথাও গোপজাতির অব্যবহার্য্যের কথা শুনিতে পাইলাম না। গোপজাতি যদ্যপি অব্যবহার্য্য জাতি হইত, তাহা হইলে কোন না কোন স্থানে উল্লেখ থাকিত; তাহা যখন নাই, তখন কি করিয়া ইহারা অব্যবহার্য্য জাতি হইল? ইহাদিগকে লইয়া ব্যবহারেরও কেমন রহস্য দেখুন; এই নদীয়া জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশের গোপের যাজন কার্য্য যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির যাজন করিয়া থাকেন। নদীয়া জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া, কুমারখালি, করিমপুর, জুনাদা, রায়টা প্রভৃতি পূর্ব্বাংশের গোপের যাজন নবশায়ক যাজী ব্রাহ্মণগণ করিতেছেন. আর বগুলা, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি পশ্চিমাংশের গোপের যাজন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই নির্দ্দিষ্ট বা চিহ্নিত গোপ যাজী রূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহারাই ধরা পড়িলেন, ইহাঁরাই অসম্ভাষ্য, ঘৃণিত এমন কি দুইচক্ষের বিষ

হইলেন। জাতিগত পাতিত্য যদ্যপি গোপের থাকিত তাহা হইলে ৫।৭।১০ ক্রোশের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কি কখনও হইত? এমন কি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বত্রই সমান ব্যবহার হইত; মাত্র দুইতিনটী জেলায় গোপের উপর যে ন্যূনাধিক্য ঘৃণাসূচক ব্যবহার তাহা ব্যক্তিগত ঈর্ষামূলক মাত্র, শাস্ত্রগত ঘৃণা কখনই নহে। এই যে ঈর্ষামূলক বীজ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া, এই দুইতিনটী জেলাতে ছড়াইয়া, পশ্চাৎ শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্বক কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাহার বিবরণ পশ্চাৎ জানাইব। অধুনা শাস্ত্রানুসারে ইহার আলোচনাই হউক।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



পুনশ্চ আর একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে। "বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়" নামক পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠায়, আমাদের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক লিখিত বিষয়টী আমাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তিনি লিখিতেছেন যে "গোপজাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা বিদ্যমান আছে; ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গোরুদাগে, তাহাদিগকে ভোগা গোয়ালা কহে, তাহাদিগের জল অব্যবহার্য্য"। আবার কেহ বলেন ঐ ভোগা গোয়ালাদিগের সংসর্গে অন্যান্য গোপেরাও অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল বিষয়ের একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

সত্য, গোপজাতির মধ্যে শাখা প্রশাখা থাকিতে পারে। কেবল গোপজাতির মধ্যে কেন, সকল জাতির মধ্যেই শাখা প্রশাখা উচ্চ নীচ প্রভৃতি সমস্তই আছে; কিন্তু গোরু দাগে বলিয়া তাহারা ভোগা গোয়ালা হইয়াছে এবং সেই ভোগা গোয়ালাদের সংসর্গে অন্যান্য গোয়ালা অব্যবহার্য্য হইয়াছে; ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা। যশোহর জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে ভোগা গোয়ালার নাম শুনা যায় বটে; কিন্তু কৈ, তাহাদিগের সহিত এ গোপদিগের ত কোনই সংস্রব নাই; আদান প্রদান আহার, ব্যবহার সমস্তই ত অপ্রচলিত, তবে কি করিয়া তাহাদের সংসর্গে ইহারা অব্যবহার্য্য হইল। যদ্যপি সম্ভাষণ স্পর্শন প্রভৃতি দ্বারা সংসর্গ দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে নদীয়া জেলার উত্তরাংশে অর্থাৎ কুষ্টিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ওরূপ সংসর্গ হইল না, কেবল এই দক্ষিণাংশে অর্থাৎ বগুলা, হাঁসখালি, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ সংসর্গ প্রবেশ করিল? এই স্রোত, এই দক্ষিণাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় প্রবেশ করিল; আর উত্তরাংশ দিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলায় প্রবেশ করিল না? এরূপ রহস্য মন্দ নহে, দেখিতে গেলে, পরম্পরা সম্বন্ধে সকল স্থানের গোপের সহিত পরস্পর সংসর্গ চলিয়া আসিতেছে; তবে কি করিয়া কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানের গোপ ভাল হইল অর্থাৎ ব্যবহার্য্য হইল; আর বগুলা প্রভৃতি স্থানের গোপ মন্দ হইল অর্থাৎ অব্যবহার্য্য হইল। ইহার হেতু কি?

"বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়" প্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত পুস্তকের কোন স্থানে লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত গোপ জাতি এক, ইহারা সকলেই দুগ্ধ দধির ব্যবসা করিয়া থাকে। এমন কি বিহার অঞ্চলের গোয়ালারা সমাজে এত মান্য যে, এদেশে এক্ষণে কায়স্থেরা যেরূপ মান্য, তাহারাও তত্তৎস্থানে সেইরূপ। এদেশের নিন্দিত জাতিরা যেরূপ জাতি হারাইলে কায়স্থ হইতে চাহে, বিহার অঞ্চলে সেইরূপ জাতি হারাইলে গোয়ালা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।" জাতিগত ব্যাপারে সর্ব্বত্র সমান রীতি না হয় কেন? ভোগা

গোয়ালাদিগের সহিত এদেশের কোন গোপে, কোন স্থানে একপাত্রে আহার করিয়া আসিয়াছে বলিয়া নয় এতদ্দেশের গোপ মাত্রেই অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে যে সকল সংসর্গকে গুরুতর সংসর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে, সে সংসর্গের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, কাহাতেও ত আর কিছু থাকেনা। আমি অতি নিষ্ঠাবান পবিত্র বলিয়া অভিমান, সমস্তই ঘুচিয়া যায়। পরোক্ষ ভাবেই হউক অথবা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, সকলেই সংসর্গ দুষ্ট, একথা কেনা স্বীকার করিবেন। বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু সমাজে সংসর্গ দোষ প্রবেশ করিয়াছে। ৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে ভারতে মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই অল্পে অল্পে সংসর্গ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, বর্ত্তমানে সংসর্গ চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। সংসর্গ রাক্ষস ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সকলকেই গ্রাস করিতেছে। এ সংসর্গ কি সংসর্গ নয়? এ সংসর্গে কি অব্যবহার্য্য হইতে পারে না?

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃ সহ॥ ৫৫ মনু ১১ অঃ

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ৮০ রতি সুবর্ণ হরণ এবং গুরুপত্নী গমন এই সকল মহাপাতক এই মহাপাতক চতুষ্টয়কারীর সংসর্গও মহাপাতক; সুতরাং সেই সংসর্গীও মহাপাতকী। দেবল বলিয়াছেন "পঞ্চৈতানি মহাপাতকানি কৃত্বা ব্রাহ্মণঃ সদ্ভির্নানুসম্ভাষ্যো নানুগ্রাহ্যোঽভিশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ পতিততমোভবতি" অর্থাৎ এই পঞ্চ মহাপাতকের মধ্যে কোন একটী ব্রাহ্মণে করিলে, তিনি সম্ভাষণের যোগ্য নহেন, তাঁহার অনুগ্রহ নাই, তিনি অভিশাপের যোগ্য এবং সকল প্রকার দৈব পৈত্র কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত হইয়া পতিততম হয়েন। কত প্রকার সংসর্গের কথাই বা আলোচনা করিব; যথার্থ শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক পাতিত্যের বা তৎসংসর্গের আলোচনা করিতে গেলে, বস্তুতঃই কাহাতে আর কিছু থাকেনা। কালোচিত ব্যবহারকে অবলম্বন না করিলে কিছুতেই চলিতে পারেনা। দেশ, কাল পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক শাস্ত্রের মতও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নতুবা

শাস্ত্র সঙ্গত সূক্ষ্ম বিচার একভাবে কখনও চলেনা এবং চলিতেও পারেনা। যদ্যপি সূক্ষ্ম বিচার করাই সমাজের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই সেইরূপ সূক্ষ্ম বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে যে শত শত লোক বিপথগামী হইতেছে, তাহার প্রতিকার করা কি সমাজের কর্ত্তব্য নহে? বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের পতন অনিবার্য্য।

সন্ধ্যাপূজা বিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃস্মৃতঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তি তে॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

সন্ধ্যাপূজা বিহীন ও প্রমত্ত (নাস্তিক) এই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই পতিত, ইহারা মহাপাতকী এবং কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে।

শূদ্রাণাং সূপকারীচ শূদ্রযাজীচ যোদ্বিজঃ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষোহীনো যথোরগঃ॥
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলী পতিরেব সঃ।
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ শূদ্রের পাচক, শূদ্রের যাজক, যুদ্ধবিগ্রহকারী, লিখন বৃত্তিজীবী এই সকল ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের ন্যায়; ব্রাহ্মণ যদ্যপি শূদ্রাণী গমন করেন, তিনি শূদ্রাণী পতিতুল্য, তিনি ব্রাহ্মণ জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালেরও অধম হন।

ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্য কুক্কুটম।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যাজগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥

অর্থাৎ ছত্রাক, গ্রামশূকর, রশুন, গ্রামকুক্কুট, পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) ও গৃঞ্জন, ব্রাহ্মণে জ্ঞান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ভোজন করিলে পতিত হইতে হয়।

দেখুন দেখি এই সকলের কি অভাব আছে; পনর আনা লোকত এই পথের পথিক। এই সকল লোকের সহিত (ইচ্ছা সত্বেও) কি কেহ

সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারেন ? এরূপ পতিত ব্যক্তির সংসর্গে কি পাতিত্য আইসে না ? এইরূপ শাস্ত্রবাক্যের কি মূল্য নাই ? সেইজন্যই বলিতেছি, কাল পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয় ; নতুবা সমাজ বিশুদ্ধ ভাবে কিছুতেই থাকিতে পারে না। কোন্ অতীত যুগে, কোন্ ব্যক্তি কি কার্য্য করিয়াছে কিনা, তাহার মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া, একেবারে সে জাতির উপর খড়্গ হস্ত; তাহারা পদে লুণ্ঠিত হইলেও তাহাদিগকে পদাঘাত পূর্ব্বক দূরে অপসারিত করা হয়। কি ভীষণ নির্ম্মমতা! কি দয়াহীনতার পরিচয়! সংসারে সকল প্রকৃতির লোক আছেন: যেমন দেবতা আছেন, তেমন দানবও আছেন। দানবের উপদ্রব বড়ই ভীষণ। তিনি নিজের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন না যে, নিজে কোন্ অতল সমুদ্রের গর্ভে নিমজ্জিত হইতে বসিয়াছেন। শীলগুণ সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও ব্রাহ্মণ তুল্য হইতে পারেন এবং আচার ভ্রষ্ট ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণেও শূদ্রাপেক্ষা হীন হইতে পারেন ; ইহা যখন শাস্ত্র বাক্য, তখন তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না, আমি কি হইতেছি, পয়সা উপায়ের জন্য কত নিকৃষ্ট ঘৃণ্য কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ; ধর্ম্মের প্রতি একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেছিনা; কোন্ নরকের পথ, পরিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছি। স্বচ্ছন্দে জীবনোপায়ের নিমিত্ত এমন কি ছাগ বরাহাদি পোষণে প্রস্তুত হইয়াছি।

মার্জ্জার কুক্কুটচ্ছাগ শ্ববরাহ বিহঙ্গমান।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম ॥

জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত মার্জ্জার, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষী এই সকল (ব্রাহ্মণে) পোষণ করিলে রোমপূয নরকে গমন করিতে হয়। ইহার কি অভাব আছে ? এই নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে কি কেহ কুণ্ঠিত হইতেছে ? ইহাতে কি পতিত হইতে হয় না ? না এই পাপিষ্ঠদিগের সহিত সংসর্গ করিতে হয় না ? শাস্ত্র যদ্যপি মানিতে হয়, তাহা হইলে সকল শাস্ত্রই মানা উচিত। যাউক এক্ষণে সংসর্গের আলোচনা এই পর্য্যন্তই থাক। যে সংসর্গের কথা লইয়া এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা

হইল, সেই ভোগা গোয়ালা প্রকৃত অবব্যহার্য্য কিনা, সেই সম্বন্ধের তথ্যানুসন্ধান করা অগ্রে কর্ত্তব্য। পাপী হইলে তবে ত তাহার সংসর্গে পতিত্য আইসে? এক্ষণে সেই ভোগা গোয়ালারা গোরু দাগে বলিয়া পতিত কিনা? তাহা দেখা যাউক।

বিদ্যানিধি মহাশয় ভোগা গোয়ালারা গোরু দাগে বলিয়া যে, অবব্যহার্য্য হইয়াছে বলিলেন, ইহা কি তাঁহার সঙ্গত কথা?

যে জাতির উপর গো প্রতিপালনের ভার ব্রহ্মা স্বয়ং অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে গোসমূহকে রক্ষা করিবে কি না? কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত বিধিমত চিকিৎসা করিবে কি না? একথা কেনা স্বীকার করিবেন। গো-কুলের ধ্বংস হেতুই ত আমাদিগের ধ্বংস হইতেছে। আমাদিগের সকল উন্নতির মূলই গো-কুলের রক্ষা। শাস্ত্রে বলিয়াছে "ভক্তির্গোকুল রক্ষায়ামেতদুন্নতি সাধনম্।" সকল উন্নতির মূলই গো-কুল রক্ষা বিষয়ে ভক্তি। স্বাস্থ্য বিহীন হইয়া প্রতিনিয়ত কত শত গো মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে। এই নিমিত্তই আমাদিগের দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি পাইতেছে। যত দিন আমরা গোমাতৃ সেবায় নিযুক্ত না হইব, ততদিন আমাদিগের দুর্গতি কিছুতেই ঘুচিবে না।

বিদ্যানিধি মহাশয় বোধ করি গোরুর গায়ে দাগ দিয়া গো-চিকিৎসাটী কুকার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। নতুবা গোরুদাগে বলিয়া ভোগা গোয়ালারা অবব্যহার্য্য হইয়াছে, একথা লিখিবেন কেন? কোন ব্রাহ্মণের চিকিৎসার্থে তাঁহার অঙ্গাদি যদ্যপি ছেদ করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ শরীরে অস্ত্রাঘাত অপরাধে কি সেই চিকিৎসক পাপভাগী হইবেন? শাস্ত্রে বলিয়াছেন রোগ শান্তির নিমিত্ত গো-রক্ষকেরা গোয়ের বিধিমত চিকিৎসা করিবে। অগ্নি শস্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়াও সাধ্যমত রোগ উপশমনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইবে। এমন কি সেরূপ চিকিৎসা দ্বারা গোয়ের মৃত্যু হইলে, সে চিকিৎসককে পাপভাগী হইতে হয় না; যথা—

যন্ত্রণে গো চিকিৎসায়াং মূঢ়গর্ভ বিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে
ঔষধং স্নেহমাহারং দদদ্গো ব্রাহ্মণেষুচ।
প্রাণিনাং প্রাণ বিত্তার্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।।
দাহচ্ছেদ শিরাভেদ প্রযত্নৈরুপ কুর্ব্বতাং।
দ্বিজানাং গোহিতার্থং বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।। প্রাঃ তত্ত্বঃ।

অর্থাৎ "যন্ত্রণে" ব্যাঘ্রাদি মারিবার নিমিত্ত কৃত যন্ত্রে অথবা শস্ত্রাদিরূপ যন্ত্রে এবং গো চিকিৎসার নিমিত্ত ও মৃতগর্ভ মোচনের নিমিত্ত যত্ন সত্বেও গোয়ের মৃত্যু হইলে, প্রায়শ্চিত্ত নাই। গো, ব্রাহ্মণ ও অন্য প্রাণিদিগের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কোন রূপ ঔষধাদি এবং কোন স্নেহ দ্রব্যাদি (তৈলাদি) প্রয়োগ করিয়া দৈবাৎ গবাদির মৃত্যু হইলে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না উত্তপ্ত লৌহাদিদ্বারা দগ্ধ, কোন অংশের ছেদ, এবং কোন শিরাচ্ছেদ, ব্রাহ্মণ ও গোয়ের হিতার্থে যত্ন পূর্ব্বক কৃত হইলে, এমন কি তদ্দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত হইলেও পাপভাগী হইতে হয় না।

ক্রিয়মানোপকারেষু মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্।
বিপাকে গো বৃষাণাঞ্চ ভেষজাগ্নি ক্রিয়াসুচ।। প্রাঃ তত্ত্ব।

অর্থাৎ উপকার নিমিত্ত ক্রিয়মান কোন কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ও ঔষধ এবং অগ্নি ক্রিয়ার নিমিত্ত গো এবং বৃষের মৃত্যু হইলে, সেই প্রয়োগ কর্ত্তাকে পাপভাগী হইতে হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া গো দাগিলে "ভোগা গোয়ালা" হইয়া অব্যবহার্য্য হইতে হয়, লিখিলেন, ইহাতে আমরা বড়ই বিস্মিত হইতেছি।

বস্তুতর গো লইয়া যে জাতিরা সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে, ঐসকল কর্ম্ম যে তাহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কোন দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে, এমন কি নিজের আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া গোকে রক্ষা করিবে। মনুঃ এবিষয়ে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন।

উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মন স্ত্রাণং গোরকৃত্বাতু শক্তিতঃ॥ ১১৪।১১ অঃ

গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে এবং প্রবল ঝটিকাদিতে আপনাকে রক্ষা না করিয়া গোকে রক্ষা করিবে। এই সকল বচনাদি দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গোয়ের জীবন রক্ষার জন্য সতত যত্নবান থাকিবে এবং চিকিৎসার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া রোগাপনয়নের ব্যবস্থা করিবে; তজ্জন্য গোয়ের অঙ্গাদি দগ্ধ করিতে পারিবে। শাস্ত্রে যদ্যপি এই সকল করিবার ব্যবস্থা রহিল, তবে কি অভিপ্রায়ে বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, গোরু দাগে বলিয়া "ভোগা গোয়ালা" হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে; ইহাত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। "ভোগা গোয়ালারা" স্বতন্ত্র গোপ হউক তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই; কিন্তু গোরু দাগিলে অব্যবহার্য্য হইতে হয়, ইহা কদাচ স্বীকার করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এই সকল যুক্তি প্রমাণদ্বারা স্থির হইল, গোদাগার নিমিত্ত গোপ কদাচ পাপী নহে; সুতরাং অব্যবহার্য্যও নহে। অতএব উহাদের সংসর্গে এতদ্দেশের অন্যান্য গোপে যে অব্যবহার্য্য হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা গেল।

এই দাগার কথা লইয়া আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চিকিৎসা নিবন্ধন গোয়ের উপকারার্থে গো-লোম দগ্ধে কোনরূপ প্রত্যবায় নাই কিন্তু স্থানে স্থানে গোপে বৃষোৎসর্গে বৃষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা (গাত্রলোম) দগ্ধ করতঃ অযথা কষ্ট দিয়া থাকে বলিয়া সমাজে হেয় হইয়াছে। বেশ প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বৃষাঙ্কনটী কি শাস্ত্র গর্হিত? শাস্ত্র গর্হিত কর্ম্ম করিলেইত পাপী হইতে হয়। ইহারা এই যে কর্ম্ম করিতেছে, ইহা কি শাস্ত্র গর্হিত? শাস্ত্রের বিধানুসারে ধর্ম্মমূলক কার্য্যইত করিতেছে। প্রেতত্ব বিমুক্তি হেতু বৃষোৎসর্গের আবশ্যকতা এবং সেই উৎসর্গী কৃত বৃষের হল শকটাদিতে যোজনাশঙ্কা হেতু স্থিরতর চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবার প্রয়োজনতা। শাস্ত্রকারগণ ঐ স্থিরতর চিহ্ন গোপালকের

দ্বারা করাইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য আজ ঐ কার্য্য গোপে করিয়া থাকে এবং উহাদেরই ঐ কার্য্যে অধিকার আছে, অন্যের উহাতে অধিকার নাই।

ঋত্বিকগণ যজ্ঞীয় বৃষ কুঙ্কুমাদি দ্বারা ত্রিশূল চক্র অঙ্কন করিলে, পশ্চাৎ গোপালক সেই অঙ্কদ্বয় স্পষ্টী করণ করিয়া থাকে : এইরূপ শাস্ত্র বাক্য। শাস্ত্রে বলিতেছেন—

তত্রাহকুঙ্কুমেন গন্ধেন "মানস্তোক" ইতীরয়ন্।
বৃষোস্য দক্ষিণে পার্শ্বে ত্রিশূলাঙ্কং সমালিখেৎ॥
"বৃষহ্যসীতি" সব্যেহস্ত চক্রাঙ্কমপিদর্শয়েৎ।
তপ্তেন পশ্চাদয়সা স্পষ্টৌ তাবেব কারয়েৎ॥

ইতিচ্ছন্দোগ পরিশিষ্ট।

অর্থাৎ "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বৃষের দক্ষিণ পার্শ্বে কুঙ্কুমাদি দ্বারা ত্রিশূলাঙ্ক লিখিবেন এবং "বৃষোহ্যসীতি" মন্ত্রের দ্বারা বৃষের বাম পার্শ্বে চক্রাঙ্ক লিখিবেন। পুনরায় সেই অঙ্কন দ্বয় উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা স্পষ্ট করাইবেন।

হোতুর্বস্ত্রযুগং দদ্যাৎ সুবর্ণং কাংসমেবচ।
অয়স্কারায় দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্॥

হোতাকে যুগ্মবস্ত্র ও কাংস্য সুবর্ণাদি দান করিবে এবং অয়স্কারকে তাহার মনোমত বেতন দিবে। স্মার্ত্তরঘুনন্দন 'অয়স্কারায়" অর্থ করিলেন "ত্রিশূল চক্রস্পষ্টী কর্ত্রে গোপালকায়" ভবদেব ভট্ট সামবেদীয় বৃষোৎসর্গে লিখিলেন, "সুতাপিতেন লৌহেন গোপালকেন তাবঙ্কৌ প্রস্ফোটয়েৎ" উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গোপালক সেই অঙ্কদ্বয় পরিস্ফুট করিবে। যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গে লিখিলেন, "অয়স্কার রূপ গোপালস্তু সুতাপিতেন লৌহেন তাবঙ্কৌ স্পষ্টয়েৎ।" অয়স্কার রূপ গোপালক উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা সেই অঙ্কদ্বয় স্পষ্ট করিবে।

শাস্ত্রকারগণ এই কর্ম্মের ভার এই গোপজাতির উপর অর্পণ করিলেন, তখন কেননা ইহারা একার্য্য করিবে! অবশ্য ইহাদিগের একার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; বরং একার্য্য না করিলে ইহাদিগকে পাপ ভাগী হইতে হয়। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে পাপভাগী হওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়ানাং নরঃ পতন মৃচ্ছতি॥

শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা এবং শাস্ত্র নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ও ইন্দ্রিয়গণের অদমন হেতু মনুষ্যের পতন হইয়া থাকে অর্থাৎ পাপভাগী হয়। অতএব দেখ দেখি, বৃষ দাগা গোপের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না? বৃষ দাগিয়াছে বলিয়া গোপে পতিত হইয়াছে, এ কথা বলা কতদূর অসঙ্গত। আর যদ্যপি পতিতই হইল, তবে কেন পুনরায় ঐ পতিত ব্যক্তিগণের দ্বারা ঐরূপ একটা যজ্ঞীয় কার্য্য করান হয়? বৈদিক যজ্ঞের প্রধান দ্রব্য যে বৃষ, তাহাকে এরূপ অপবিত্র জাতি দ্বারা স্পর্শ করানত কখনই উচিত হয় না? আবার হোত্রাদির ন্যায় ইহাদিগকে আদর করিয়া বেতন দিবারই বা ব্যবস্থা কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি দানব প্রকৃতির লোক গুলার উপদ্রব বড়ই ভীষণ। শাস্ত্রের ধার ধারেন না, অথচ শাস্ত্র বিচারে অহংমন্য হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্ম, কোন কর্ম্মই যখন ইহাদিগের নহিলে চলেনা, তখন কোন্ কর্ম্মে ইহারা অব্যবহার্য্য, তাহাত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাগাঙ্গের নিমিত্ত এবং স্বামীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত স্থিরতর চিহ্ন করণে কোনই প্রত্যবায় নাই।

স্থির চিহ্ন কৃতেনাপি স্বাম্যাদি জ্ঞাপনায়তু।
যাগাঙ্গ চিহ্ন করণৈর্নদোষৈ র্লিপ্যতে নরঃ॥ প্রায়শ্চিত্ত কারিকা।

এক্ষণে বেশ বুঝা গেল, গোপ শাস্ত্রীয় দোষে কদাচ দোষী নহে। শাস্ত্রতঃ ব্যবহারতঃ যদ্যপি গোপ দোষ ভাগী হইল না, তবে কি রূপে দোষী হইল তাহা পাঠক মহোদয়গণই নির্ণয় করুন।

পক্ষান্তরে তর্কের অনুরোধে এই বৃষাঙ্কন সম্বন্ধে কিছু বলিব। কুঙ্কুমের দ্বারা অঙ্কিত যে ত্রিশূল চক্র চিহ্ন, তাহা পশ্চাৎ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা স্পষ্ট করাইবে। কে করিবে, এবচনে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। পূর্ব্বের বচনে "অয়স্কারায় দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্" অয়স্কারকে মনোমত বেতন দিবে। এই টুকু মাত্র লেখা আছে; অয়স্কারের দ্বারা উক্ত অঙ্ক দ্বয় স্পষ্ট করাইবে, একথা কিছু লেখা নাই। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "অয়স্কারায়" শব্দে অর্থ করিলেন, "ত্রিশূল চক্রস্পষ্টীকর্ত্রে গোপালকায়" ত্রিশূলচক্রচিহ্ন অয়স্কার অর্থাৎ গোপালক স্পষ্ট করিবে; স্মার্ত্ত এইরূপ অর্থই করিলেন। স্মার্ত্ত এরূপ অর্থ কোথা হইতে করিলেন? অয়স্কার শব্দের অর্থ লৌহকার, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, উক্ত বচনস্থ অয়স্কার পদের অর্থ টীকাকার রাধামোহন গোস্বামী করিয়াছেন "লৌহকার" সকল অভিধানেও ঐ লৌহকার অর্থই আছে, সুতরাং অয়স্কার অর্থে কখনই গোপালক হইতে পারে না। ঋষিগণের বচনানুসারে ত্রিশূলচক্র স্পষ্ট করিবার কথা কর্ম্মকারের গোপালকের নহে।

স্মার্ত্ত কি অভিপ্রায়ে কর্ম্মকারের বোঝা, গোপালকের মস্তকে চাপাইলেন? বৃষলোম দগ্ধ জনিত পাপ গোপালক জাতিই সহ্য করিতে সমর্থ এই অনুমান করিয়া কি? সেবকের লঘু অপরাধ গ্রহণীয় নহে, এই অভিপ্রায়েই বোধ করি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ম্মকারকে ত্যাগ করিয়া গোপালকের উপরই উক্ত ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রাচীন মতে বৃষলোম দগ্ধে পাপ আছে। সেই পাপ ব্রাহ্মণ ভোজনে দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। যথা—

ক্রিয়মানে বৃষোৎসর্গে লোমদাহোঽভিজায়তে।
বৃষভঃ পীড্যতে তেন শাম্যতে দ্বিজ ভোজনাৎ॥ ব্যাসঃ।

অর্থাৎ বৃষোৎসর্গে বৃষলোম দগ্ধ জন্য পাপ ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজ্য সামগ্রী দানের বাক্য যথা "কৃতৈতৎ বৃষোৎসর্গকর্ম্মণি এতদুৎসৃষ্ট বৃষলোমদাহজনিতপাপক্ষয়-কামোভোজ্যান্যেতানি বহুসর্পিষ্কানিব্রাহ্মণেভ্যঃ সংপ্রদদে।" কোন কোন

স্থানে যে সকল গোপে এই কার্য্য করিত, এক্ষণে এই অনুসারে তাহারা ইহা পাপ জনক জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। অধিকন্তু আরও তাহারা বলিতেছে, স্মার্ত্তের কথানুসারে নয় গোপেরই ঐ কার্য্যটী কর্ত্তব্য হইল; কিন্তু আমরা ত প্রকৃত গোপ নহি কেননা কোন কোন স্থানের সমাজের মতে প্রকৃত গোপ সদ্‌গোপ; যেহেতু যে স্থলে যত গোপ শব্দ উল্লেখ আছে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ও গোপ সদ্‌গোপ; "গোপমালী তপাতৈলীতি" এ গোপও সদ্‌গোপ; সুতরাং সর্ব্বত্রেই যদ্যপি গোপ শব্দে সদ্‌গোপ হইল, তবে বৃষাঙ্কন স্থলের গোপটী কেননা সদ্‌গোপ হইবে? অতএব বৃষাঙ্কন কার্য্যটী (তথাকার) সদ্‌গোপেই করিবে, আমাদের উহাতে অধিকার নাই। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে ইহার আলোচনা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা বৃষাঙ্কন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের উপর কতকগুলি অবিবেকী দুর্দ্দান্ত ভীষণ প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা রহিত হইয়া ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিতেছে। বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে দুই একজন এমন উগ্র প্রকৃতির লোক আছে যে, তাহারা কদাচ ন্যায়-যুক্তির বশবর্ত্তী নহে; নিজেদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে তাহাই একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। দুর্বলের উপর বল প্রয়োগ করিতে সকলেই সমর্থ; সে সম্বন্ধে কোন বিচারের প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে সকলকারই চক্ষু ফুটিতেছে। ব্রিটিশ সম্রাটের অনুগ্রহে কেহ কাহারও অধীন নহে; এই প্রজাতন্ত্ররাজ্যে সকল প্রজাই স্বাধীন। পূর্ব্বের স্বার্থান্ধ সমাজপতিদিগের গণ্ডির ভিতর থাকিতে আর কাহারও ইচ্ছা নাই। সকল সম্প্রদায়ই এক্ষণে নিজেদের সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার জন্য, আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী। এ বিষয়ে যাহারা বিরোধী তাহারা কদাচই মানব নহে, তাহারা নিশ্চয়ই দানব। নিজেদের সামান্য স্বার্থের ক্রটী নিবন্ধন কোন একটা সম্প্রদায়কে উন্নত হইতে দিবে না; তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার করা হইবে! কি নৃশংসতার পরিচয়। বর্দ্ধমান জেলার স্থানে

স্থানে গোপ জাতির উপর যে, কতকগুলি লোকে নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং ব্যবহার বিরুদ্ধ। যে যে স্থানে গোপ জাতির জল ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত, সেই সেই স্থানে গোপ জাতির স্পৃষ্ট ঘৃতপক্ক বা তৈল পক্ক দ্রব্য এবং ভৃষ্ট তণ্ডুল প্রভৃতি সামগ্রী অনায়াসে উদরসাৎ করিয়া থাকেন। যে জাতিকে অপবিত্র জ্ঞানে তাহাদের জল ব্যবহার করা হইল না; তাহাদের স্পৃষ্ট খাজা, গজা, মেঠাই, মিহিদানা বঁদে, জেলাপী চাউলভাজা, চিঁড়েভাজা প্রভৃতি কি করিয়া গ্রহণ করা হয়? এই সকল দ্রব্য গোপের দ্বারা স্থানান্তরে প্রেরণ করা হয়; যদ্যপি এ কথার উপর কোন গোপে কোন কথা কহে, অমনি তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ হইল, তাহার আর নিস্তার নাই, তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। ধন্য মহাপুরুষগণ! ধন্য তোমাদের বিচার! তোমাদের হাতেই হিন্দু সমাজের লীলাবসান হইবে। ঐ সকল স্থানের কথা আলোচনা করিতে গেলে, স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে; সুতরাং এ বিষয়ে এক্ষণে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবের আলোচনা করা যাউক।

প্রসঙ্গ ক্রমে বিদ্যানিধি মহাশয়ের আর একটী কথাও এস্থলে উত্থাপন করা যাইতেছে। উক্ত "বঙ্গে বৈশ্য নির্ণয়" পুস্তকেরই কোন স্থলে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে "বঙ্গীয় পল্লব (বল্লব) গোপের জল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির অব্যবহার্য্য নহে ও উহাদিগের কৃত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি চিরকালই সকল সমাজে সাধারণ রূপে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু উহারা কতকগুলি নিকৃষ্ট কর্ম্ম (অর্থাৎ বৎসের কোষচ্ছেদন) করে বলিয়া বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত।" এস্থলে আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়কে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। বিদ্যানিধি মহাশয় ত "সম্বন্ধ নির্ণয়" লিখিবার কালীন অনেক দেশের সংবাদ লইয়াছেন এবং স্বয়ংও অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কোন স্থানের গোপ কুলের কলঙ্ক স্বরূপ নিকৃষ্ট ব্যক্তিও কি এই হিন্দুর

বিরুদ্ধ অতি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াছে বা করিতেছে ইহা কি নয়ন গোচর করিয়াছেন? তাহা বোধ করি করেন নাই; বোধ হয় কেবল মাত্র জনশ্রুতির বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন। যে হিন্দুজাতি গোকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে; সেই জাতি কি এই রূপ জঘন্ন পাপজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে? সেই জগৎ পূজ্যা সৌরভেয়ী গোদেবতার অঙ্গে অস্ত্র ক্ষেপ করিবে? কোন্ হিন্দু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে; তাঁহার মত ব্যক্তির এরূপ লেখা কদাচ উচিত হয় নাই। যখন দেখিব এইরূপ ম্লেচ্ছোচিত কার্য্যে হিন্দু জাতি হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিব, সেই জগতের নিয়ন্তা ও একমাত্র শাসনকর্ত্তা, পাপ পুণ্যের ফলদাতা; সেই সকল দুর্ব্বৃত্ত দিগকে নাশ করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এরূপ অত্যাচার তিনি কখনই সহ্য করিবেন না; নিশ্চই ইহার প্রতিকার করিবেন।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের ঐ লেখায় আমাদের আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। তিনি লিখিতেছেন "ইহারা কতগুলি নিকৃষ্ট কর্ম্ম করে বলিয়াই বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত।" ইহারা সকলেই যদ্যপি নিকৃষ্ট কর্ম্মই করিল, তবে কেন বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পতিত হইল? সমগ্র দেশের সমগ্র গোপ জাতিই কেন পতিত হইল না? সেই এক কর্ম্ম করিয়া কতক পতিত হইল; আর তাহাদের কতক স্বজাতিগণ পতিত হইল না? এরূপ কি কদাচ সম্ভব হইতে পারে? অতএব বেশ জানা যাইতেছে যে, উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় চিন্তা না করিয়া, সাধারণ লোকের ন্যায় জনশ্রুতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐ অযথা অপবাদ বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। নতুবা (নদীয়া জেলার মধ্যে) বগুলা, শিবনিবাস, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের গোপ অব্যবহার্য্য হইল, আর কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি প্রভৃতি ৮।১০টী রেলষ্টেশন তফাৎ স্থানের উহাদিগের স্বজাতি আত্মীয়গণ অব্যবহার্য্য হইল না? ইহা কতদূর অসঙ্গত কথা। অন্যান্য স্থানের তুলনায়, বগুলা, শিবনিবাস

কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের গোপেরা যদ্যপি ঐ কর্ম্ম করিতে পারে, তাহা হইলে ৮।১০টী রেল ষ্টেশন মাত্র ব্যবধান কুষ্ঠিয়া, কুমারখালি স্থানের গোপেরা ঐ কার্য্য যে করিতে পারে না, ইহা কি কাহারও বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? সুতরাং ইহা যে ঈর্ষামূলক কল্পনা বাক্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আরও একটী রহস্য দেখুন, ঐরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্ম করতঃ বৃথা কলঙ্ক ভার মস্তকে বহন করিয়া যাহারা পতিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে উহাদিগের কর্ত্তৃক ভোজন যোগ্য কোন স্পৃষ্ট সামগ্রী বা জলাদি ব্যবহার করাত কোন রূপেই উচিত হয় না? পতিত ব্যক্তির জলাদি ব্যবহার ত কোন শাস্ত্রেই নাই; আবহমান কাল এই পতিত ভাবাপন্ন জাতির স্বহস্তের জল মিশ্রিত পাক করা দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা কি করিয়া সকল সমাজে সাধারণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে? এযাবৎ কাল পুরুষানুক্রমে ভোজনে সকলেইত পতিত হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন স্থানের বিচার ধুরন্ধর মহাপুরুষগণ মীমাংসা করেন, গোপ জাতির কৃত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি ভোজন করা যায়, জল খাওয়া যায় না। সেই মহাপুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে—

ভাণ্ডস্থিত মভোজ্যানা মপঃ পীত্বাপয়োদধি।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈবোপসর্পতি॥
ব্রহ্মকূর্চোপবাসশ্চ যাজ্য বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ।
শূদ্রস্য নোপবাসস্তু দিনেনৈকেন শুদ্ধ্যতি॥

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ।

অর্থাৎ যাহারা অভোজ্যান্ন (যাহাদিগের জলামান্নাদি ভোজন করিতে নাই) তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল ও দধিদুগ্ধাদি ভোজন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মকূর্চোপবাস ব্রত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উক্ত ব্রতের পাদ পাদ ন্যূন এবং শূদ্রের নক্ত ব্রতাচরণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। যাহাদিগের জল খাওয়া যায় না, তাহাদিগের

ভাণ্ডস্থিত দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি কখন কি খাওয়া যায় ? ইহাদিগের জল যদ্যপি অব্যবহার্য্য হইত, তাহা হইলে বিচার শূন্য অন্ধের ন্যায় সমাজ কখন কি ঐ সকল গব্য দ্রব্য ভোজন করিতেন ? নিশ্চয়ই ইহার কোন না কোন একটা ব্যবস্থা থাকিত। উক্ত মহাপুরুষদিগের মতে বিশুদ্ধ গোপের নিকট হইতে ত ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন ; কেন এই অপবিত্র গোপের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন ! উঁহাদিগের মতে এ দেশে উঁহাদের পবিত্র গোপের সংখ্যাওত অল্প নহে ! সমাজ অনায়াসে তাহাদের কৃতদ্রব্য গ্রহণ করিয়া দেব, ঋষি, পিতৃলোকদিগকে তদ্দারা আপ্যায়িত করিতে পারিতেন বৃথা এই অপবিত্র গোপের কৃত দধিদুগ্ধাদি খাওয়াইয়া বা খাইয়া অধঃপাতে যাইবার প্রয়োজন ছিল কি ? তাহা হইলে আর ওরূপ কষ্ট কল্পনা করিয়া বুঝাইতে হইত না, গোপজাতির গব্যদ্রব্য খাওয়া যায়, জল খাওয়া যায় না এবং আরও বলিতে হইত না যে, অন্য অপবিত্র ব্যক্তির আনীত ফলপুষ্পাদি গ্রহণের ন্যায়, ইহাদিগের কৃত দধিদুগ্ধাদি গ্রহণ করা যায়।

কোন্ প্রমাণের দ্বারা দেখান হয় যে, গোপের দধিদুগ্ধ খাওয়া যায় জল খাওয়া যায় না ; যদি বলেন—

গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈল যন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষুচ ॥

গোকুলে অর্থাৎ গোগৃহে, ধান্যাদি ভর্জ্জন গৃহে, তৈলযন্ত্রে ও ইক্ষু-যন্ত্রে এবং স্ত্রী, বালক ও আতুর ব্যক্তিতে শৌচাশৌচ বিচার করিবে না। এই বচনের দ্বারা কি বুঝাইতেছে গোপের কৃত গব্য দ্রব্য খাওয়া যায়, জল খাওয়া যায় না ? স্ত্রী, বালক ও রোগী ইহারা সর্ব্বদা অপবিত্র হইলেও ইহাদিগের শৌচাশৌচ যেমন বিচার করা চলে না, তেমনি গো-গৃহে ধান্যাদিভর্জ্জন গৃহে, তৈলযন্ত্রে এবং ইক্ষুযন্ত্রে পবিত্রভাবে বা পবিত্রা-বস্থায় দ্রব্য সকল কৃত না হইলেও, উহা কদাচ অপবিত্র হইবে না। এই

অভিপ্রায়েই এই স্থলে শৌচাশৌচ বিচার নিষেধ হইয়াছে। গোপের দধি দুগ্ধ খাওয়া যায়, জল খাওয়া যায় না, এ কথা আসিতেছে কোথা হইতে? অপবিত্র ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত ফল পুষ্পাদি প্রোক্ষণ করিয়া লইবার বিধি আছে "পুষ্পাণাঞ্চ ফলানাঞ্চ প্রোক্ষণাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে" প্রোক্ষণ করিলে ফলপুষ্প যেমন শুদ্ধি হয়, তেমন কি অপবিত্র জাতির কৃত পাকের দ্রব্য শুদ্ধি হয়? তাহা হইলে ত চণ্ডালের পাকের দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে? এইরূপ বিচারমূঢ় ব্যক্তিদিগের বিচার কত দূর ন্যায় সঙ্গত, তাহা পাঠক মহোদয়গণ বিচার করুন। একথা লইয়া আর মিছামিছি বকিবার প্রয়োজন দেখি না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে যথার্থ শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক এ জাতি দোষা নির্দোষী পরীক্ষা করা হইতেছে না, সেই অন্ধ বিশ্বাসকেই অবলম্বন করিয়া এ যাবৎ কাল নাসিকা কুঞ্চন, শিরশ্চালন প্রভৃতিই করা হইতেছে, কি নিদারুণ অত্যাচার! হে সমাজ সংস্কারকগণ! আপনারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল সংস্কার বিষয় আলোচনা করিয়া হিন্দু সমাজে শান্তি স্থাপন করুন; বিনা কারণে আর কাহাকেও কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না। যাহার যে টুকু অধিকার, তাহাকে সেই টুকু প্রদান করুন। মিথ্যা অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বৃথা বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত করিবেন না; উগ্রমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করুন, হিন্দুসমাজের মঙ্গল হউক।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শাখা, প্রশাখা, উপশাখা, পত্র পুষ্প প্রভৃতিকে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া, সমাজরূপ মহীরুহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সকল কর্ত্তন করিলে কি মহীরুহের শোভা সম্বর্দ্ধন হয়? এমন কি শুষ্ক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সমাজরূপ মহীরুহের গোপরূপ শাখা দ্বারা কত জীব উপকৃত হইতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে। যাহারা ভ্রান্ত, ঈর্ষান্ধ তাহারাই ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। নিদারুণ নিদাঘে, অথবা ভীষণ তুষার সমাচ্ছন্ন রজনীতে, কিম্বা ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন গভীর নিশিথে, অতি সযতনে ধীরে ধীরে তোমার জীবন সর্ব্বস্ব কুলপ্রদীপ একমাত্র পুত্র ধনে কে রক্ষা করিয়া আসিতেছে? মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত তোমার জনক জননীর শুষ্ক কণ্ঠ কে গিয়া আদ্র করিতেছে? যে দেবতার প্রসাদে তুমি অদ্য আপনাকে লক্ষেশ্বর বিবেচনায় কত স্পর্দ্ধা করিতেছ, সেই দেবতার সন্তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার ভোগ্য বস্তু কে যোগাইতেছে? এই লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, ঘৃণিত গোপে। এই হতভাগ্য ভ্রান্ত গোপদিগের যত্নে আজ তুমি এত তেজীয়ান ও ইহাদিগের অনুগ্রহে আজ তুমি জীবিত। দেখ দেখি এ জাতির দ্বারা কেনা উপকৃত হইতেছে। এ জাতির উদারতা, সরলতা প্রভৃতি গুণের তুলনা আর কি কোন জাতির সহিত হইতে পারে? তুমি মুখে ব্যক্তভাবে প্রশংসা কর, আর নাই কর; একদিন না একদিন কোন সময়ে অপরের অলক্ষিত ভাবে মনে মনেও ইহাদিগের প্রশংসা না করিয়া আর থাকিতে পার নাই।

এ জাতির সরলতা কি আজ নূতন; রামচন্দ্র বন গমন কালে ইহাদিগের স্ত্রীগণের সরল স্বভাব সন্দর্শনে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা একবার দেখ।

বিয়োগদুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ, কালে নৃপাংশংবিহিতং দদদ্ভিঃ।
আহার্য্য শোভারহিতৈরমায়ৈ, রৈক্ষিষ্ট পুংভিঃপ্রচিতান স গোষ্ঠান॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র গমন করিতে করিতে গোপ পুরুষগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত গোষ্ঠ ভূমি পরিদর্শন করিলেন। সেই গোপ সকল স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগ ক্লেশ কখন অনুভব করে নাই; তাহারা যথাকালে যথাবিহিত রাজকর প্রদান করিয়া থাকে। অলঙ্কার জনিত কোন কৃত্রিম শোভায় তাহারা শরীর অলঙ্কৃত করে না এবং তাহারা অতিশয় সরল প্রকৃতি।

স্ত্রীভূষণং চেষ্টিত মপ্রগল্‌ভং চারূণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি।
ঋজুংশ্চ বিশ্বাস কৃতঃ স্বভাবান্ গোপাঙ্গনানাং মুমুদেবিলোক্য॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র গোপ নারী গণের সলজ্জ স্ত্রীজনের অলঙ্কার স্বরূপ গমনাগমনাদি শরীর ব্যাপার ও কটাক্ষ বিহীন মনোহর দৃষ্টি বিলাস সরল এবং সুবিশ্বস্ত স্বভাব, এই সকল দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীপতি মহারাজ দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমে গমন কালীন গোপদিগের কৃত সদ্যোজাত ঘৃতাদি আগ্রহাতি সহকারে গ্রহণ করিয়া মধুর আলাপন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন।

হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষ বৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥

সদ্যোজাত ঘৃত লইয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত যে সকল বৃদ্ধ গোপগণ দণ্ডায়মান ছিল, রাজা তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পথি পার্শ্বে অবস্থিত বহুবিধ বন্য বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গমণ করিতে লাগিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গোপের বহুমান দেখাইয়া নিজে বলিলেন—

গোপজাতি আমি, বহুগোপ সঙ্গে।
আমি সুখপাই এই পুলিন ভোজন রঙ্গে।

চৈঃ অন্ত্যলীলা।

দেখ দেখি গোপ জাতিকে কেমন আদর করিতেন! গোপ কোথায় ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, বর্জ্জিত, নিগৃহীত? একমাত্র তোমাদের নিকট। কতকগুলি অনুদারচেতা তসূয়ান্বিত বিড়ালতপস্বী ব্যক্তিগণের নিকট ঘৃণিত বর্জ্জিত, অনাদৃত। এই বিশাল ভারতের মধ্যে আংশিক ভাবে সেই গৃহব্রত মহাপুরুষদিগের নিকটই আজ গোপ লাঞ্ছিত। সেই সকল মহাপুরুষগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া সময় সময় বলিয়া বসেন ওটা দেশাচার। ধন্য ঈর্ষালু ব্যক্তিদিগের মহিমা! দেশ বলিতে কি মাত্র মহাশয়ের বাটীর চতুষ্পার্শ্বকে বুঝায়? যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি দেশ কি তোমার আমার নহে? ঐ সকল স্থানে কি আমাদের আত্মীয় কেহ নাই? ঐ সকল স্থানের সহিত কি আমাদিগের কাহার কোন যৌন সম্বন্ধ নাই? তাহারা কি সকলে ম্লেচ্ছ? কৈ ঐ সকল স্থানে গোপ জাতি ত এরূপ উপেক্ষিত নহে; ঐ সকল স্থানে গোপের উপর ত এরূপ বিষদৃষ্টি নাই। বোধ করি ঐ সকল স্থানে এই সকল স্থানের ন্যায় মহাপণ্ডিত কেহ নাই; তজ্জন্যই এত টুকু সুক্ষ্ম বিচার হয় না। যাঁহারা প্রাদেশ পরিমিত বাসভূমিকেই মাত্র দেশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদেরই মস্তিষ্কে দেশাচার বলিয়া একটা আবর্ত্তের উৎস উঠিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধী যে দেশাচার, তাহাই গ্রহণীয় এবং সেই স্থলেই দেশাচারের বলবত্ত্ব; নতুবা অভাব বশতঃ, কিম্বা সুবিধা প্রযুক্ত, অথবা কোন বিষয় ঈর্ষা বশতঃ জনাকতক লোকে যাহা চালাইয়াছে তাহাই দেশাচার বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা কদাচ হইতে পারে না। শাস্ত্রে বলিয়াছে—

স্মৃতির্বেদ বিরোধেতু পরিত্যাগো যথাভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

প্রয়োগ পারিজাতধৃত স্মৃতি।

অপিচ—নযত্র সাক্ষাৎ বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌস্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈ স্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ ইতি স্কন্দ পুরাণ।

অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ স্মৃতি বাক্য যেমন পরিত্যাগের যোগ্য, সেই

রূপ স্মৃতি বিরুদ্ধ লৌকিক বাক্য পরিত্যাগের যোগ্য। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে স্থলে কোন রূপ বিধি নিষেধ নাই, সেই স্থলেই দেশাচার ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইবে। হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি দুই একটি জেলায় গোপ জাতিকে লইয়া যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তা কি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট? এরূপ ব্যবহারনীতি কোন শাস্ত্রে নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে বা সমগ্র বঙ্গ সমাজের মধ্যে, (এই দুই একটী জেলার বাহিরে) ভিন্ন ভাব বা ভিন্ন ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। জাতিগত ব্যবহার বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে একরূপ, আর বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে অন্য রূপ, ইহা কি কদাচ সম্ভব হয়? শাস্ত্রে এক কথা বলিতেছে, আর জনাকতক লোক জুটিয়া এক কথা প্রচার করিতেছে, ইহার সত্যাসত্য নিরূপণে কে আদর্শ হইবে? শাস্ত্রের কথা ভাসিয়া যাইবে? সমগ্র বঙ্গ সমাজের মত রসাতলে যাইবে? আর জনাকতক ঈর্ষালু ব্যক্তি যাহা বলিবে, তাহাই গণ্য হইবে! কোন্ দেশহিতৈষী, যথার্থ শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন?

বঙ্গ সমাজের* মধ্যে, এই হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি দুই একটী জেলা ছাড়িয়া অন্য যে স্থলে যাইবেন, সেই স্থলেই গোপজাতি পবিত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, ইহাই দেখিতে পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে গোপ জাতি ব্রাহ্মণগণের এতদ্দেশে স্বতন্ত্রতা ও এই জাতির ন্যায় ইঁহারাও যে দুই চক্ষের বিষ, তাহারও কিছু আলোচনা

* কলিকাতা ন্যাসন্যাল্ স্কুলের প্রধান ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় নিম্নলিখিত কয়টী জেলার সমষ্টিকে বঙ্গ সমাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; যথা বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদনীপুর, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ২৪ পরগনা, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ঢাকা, ময়মনসিংহ রঙ্গপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহি, বগুড়া ও পাবনা; এই কয়টী জেলা লইয়া সামাজিক বঙ্গ।

এতদ্দেশে (কাহার কাহারও মতে) গোপ যাজী ব্রাহ্মণগণ একটী শাস্ত্র ছাড়া নুতন আখ্যায় আখ্যায়িত। তাঁহারা বলেন এই সকল ব্রাহ্মণগণ বর্ণের ব্রাহ্মণ। এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে যেন কেমন একটা ঘৃণা আইসে। বর্ণ জ্ঞান শূন্য ব্যক্তিরা এই রূপ একটা বর্ণের ব্রাহ্মণের কথা আবিষ্কার করিয়া বর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে।

সেই সকল ভুবৃহস্পতি মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করি, বর্ণ কাহাকে বলে? বর্ণ শব্দের অর্থ ত স্বর ও ব্যঞ্জন, অথবা শ্বেত, নীল, পীত প্রভৃতি, কিম্বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতিকে বুঝায়। জাতি মাত্রকেই যখন বর্ণ বলা যায়, তখনত বর্ণচতুষ্টয়ের যাজক মাত্রকেই বর্ণের ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। "চত্বারোবর্ণা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ শূদ্রপর্য্যন্তাঃ" ইতি মেধাতিথিঃ। ব্রাহ্মণাদি করিয়া শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেই বর্ণ। তবে কি করিয়া অমুক নির্দ্দিষ্ট রূপে বর্ণের ব্রাহ্মণ স্থির হইল? এ বিষয়ে এমন কি বিনিগমনা আছে যে, বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিলেই কোন নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে? ইহা বড়ই অসঙ্গত কথা। বর্ণের ব্রাহ্মণ যদ্যপি বলিতে হয়, তাহা হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যাজক মাত্রকেই বলা আবশ্যক। নতুবা এমন কোন শাস্ত্র নাই যে, বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট যাজক ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে। যতদিন হইতে এই সকল স্থানে গোপের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, ততদিন হইতেই এই সকল স্থানে স্বতন্ত্র গোপ যাজীর সৃষ্টি হইয়াছে। কতক বা দয়া পরতন্ত্র হইয়া ইহাদিগের যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার অপরাধে চতুরের চাতুর্য্য কৌশলে নির্দ্দিষ্ট গোপযাজী বলিয়া ক্রমশঃ পৃথক ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। গোপ জাতির যাজক কাহারা? শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণইত গোপের যাজক। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মতে কায়স্থ, বৈদ্য ও গোপ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার জাতি ইহারা সঙ্কর। ইহাদিগের পুরোহিত এক; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই ইহাদিগের পুরোহিত। উক্ত পুরাণের মতে কায়স্থ, বৈদ্য, গোপ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার জাতি উত্তম সঙ্কর। তৎপরে অন্যান্য জাতিদিগকে মধ্যম ও অধম সঙ্কর করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মধ্যম ও অধম সঙ্কর জাতির পুরোহিত পতিত

ব্রাহ্মণ এই রূপ নির্দ্দেশ আছে। ইতি পূর্ব্বে এই উত্তম সঙ্কর জাতির কথা উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়াছি। পুনরায় সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করি।

শূদ্রায়াংবৈ বৈশ্যজাতঃ করণোবর্ণসঙ্করঃ।
বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহম্বষ্ঠোগন্ধিকোবণিক্॥
* * * *
বৈশ্যাদ্ভূবতুরাজ্ঞ্যাং মাগধো গোপ এবচ।
* * * *

অর্থাৎ বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) জাতির উৎপত্তি, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যের গর্ভে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও গন্ধবণিক জাতির উৎপত্তি। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাগধ ও গোপ জাতির উৎপত্তি। এই রূপে ক্রমে ক্রমে বিংশতি প্রকার সঙ্কর জাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

বিংশতিঃ সঙ্করা এতে জাবালে কথিতাস্তব।
উত্তমাঃ সঙ্করা এতে মধ্যমানথ মে শৃণু।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড ১৩ অঃ

এই বিংশতি জন সঙ্কর জাতির কথা, হে জাবালে! তোমার নিকট কহিলাম; ইহারাই উত্তম সঙ্কর; অনন্তর মধ্যম সঙ্কর জাতির কথা শ্রবণ কর। ঐ রূপ মধ্যম সঙ্করের কথা বলিয়া অধম সঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া বলিলেন।

এতেষু বিংশতীনান্ত পুরোধাঃ শ্রোত্রিয় দ্বিজঃ।

ইহার মধ্যে বিংশতি জন সঙ্কর জাতির পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে সমস্ত সঙ্কর জাতির যথাবিধি বৃত্ত্যাদি নির্দ্ধারিত হইলে, সকল সঙ্করগণ মিলিত হইয়া করপুটে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—

সঙ্করা ঊচুঃ।

অস্মাকং বৈদিকং স্মার্ত্তং তথাগমিক মেবচ।
কারয়ষ্যতি কোবিপ্রঃ কথং ন নির্ব্বৃতি ভবেৎ॥

সঙ্কর সকল কহিলেন, কোন্ ব্রাহ্মণ আমাদিগের স্মার্ত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন? কিরূপেই বা আমাদিগের ঐ সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে?

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

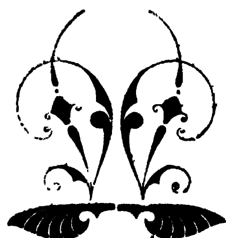
উত্তমানাংহি জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ং।
অন্যেষাঞ্চৈব জাতীনাং পুরোধাঃ পতিতোদ্বিজঃ॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১৪ অঃ।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, শ্রোত্রিয় আমরা উত্তম সঙ্করগণের পুরোহিত হইলাম; অন্য সঙ্করদিগের পৌরহিত্য করিলে ব্রাহ্মণে পতিত হইবে।

এই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের মতে গোপ জাতি উত্তম সঙ্কর এবং ইহাদিগের পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। এই পুরাণ অতি অল্পদিনের হইলেও, ইহাতে গোপ বা গোপ যাজীর পুরোহিতগণের কোন অপবিত্রতা লক্ষিত হইতেছেনা। এই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ যে ঋষিপ্রণীত নহে এবং ইহা যে অতি আধুনিক সে বিষয়েও কোন সংশয় নাই এবং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মলমাসতত্ত্বে যে সকল উপপুরাণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যেও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের উল্লেখ নাই এবং তাঁহার কৃত অষ্টাবিংশতি স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে বহু বহু পুরাণাদি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের নাম গন্ধও নাই; সুতরাং এ পুরাণ যে অতি অল্পদিনের তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অনুমান একশত বৎসরের ঊর্দ্ধ ও চারিশত বৎসরের মধ্যে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য, এই পুরাণ অতি অল্পদিনের রচিত হইলেও, ইহাতেও যখন গোপ বা গোপযাজী

ব্রাহ্মণগণের কোন স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হইতেছে না ; তখন এরূপ স্বতন্ত্রতা কতদিনের, তাহাই পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। এতদঞ্চলে এ জাতির স্বতন্ত্রতা কেবল ঈর্ষালু ব্যক্তির ঈর্ষা বিজৃম্ভিত মাত্র। ঈর্ষালু ব্যক্তিরাই এই জাতিকে অপবিত্র, অশুচী বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। যাউক পরপরিচ্ছেদে ইহাদিগের পবিত্রাপবিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এক্ষণে বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া যে একটা ঢেউ উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাই স্থির হইল যে, কোন নির্দ্দিষ্ট যাজকদিগকে বর্ণের ব্রাহ্মণ বলা যায় না, বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিতে হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যাজকদিগকেই বুঝাইয়া থাকে, কোন সম্প্রদায় বিশেষকে বুঝায় না ; ইহাই যুক্তি যুক্ত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুমোদিত।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোপজাতির পবিত্রাপবিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করাই বৃথা। ইহাদিগকে অপবিত্র অশূচী বলিয়া ঘৃণা করিতে কি একটুও কুণ্ঠা বোধ হয় না? যাহাদিগের সহিত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্বন্ধ. তাহাদিগকে অপবিত্র বা অশূচী বলিয়া নিজে কলুষিত হওয়া কি উচিত? ইহাদিগকে অপবিত্র বলিলে. প্রকারান্তরে নিজেকেই অপবিত্র বলা হয়। অবশ্য কোন কোন স্থানের কোন কোন গোপে কতকগুলি নীচকর্ম্ম অর্থাৎ দাস্য-বৃত্তি. মজুরদারী প্রভৃতি করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু তজ্জন্য কি ইহাদিগকে অপবিত্র বা অশূচী বলিতে হইবে? দারিদ্র দশায় পতিত হইলে প্রায় এরূপ কার্য্য অনেকেই করিয়া থাকে। গোপের মধ্যে যে ব্যক্তি দুই চারিটী গো লইয়া বাস করে, তাহার আর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের জন্য অন্যের অনুবৃত্তি করিতে হয় না। গো মাতার অনুগ্রহে তাহার দিন পাত একপ্রকার স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। গোপের মধ্যে যাহারা গো-মাতৃ সেবা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাই অন্যের অনুবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। যে বস্তুর সহিত গোপের নিত্য সম্বন্ধ তদ্দারা ইহারা কি কদাচ অশূচী বা অপবিত্র হইতে পারে? না হওয়া সম্ভব? ইহাদিগের শৌচাশৌচের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

যে বস্তুকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজা করিয়া গিয়াছেন; যে বস্তুকে স্পর্শ না করিলে অশৌচী ব্যক্তি শূচী হইতে পারে না; সেই বস্তুর সহিত যাহাদিগের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্বন্ধ, তাহারা যে অশূচী, অনাচারী ও অপবিত্র, ইহা কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশ্বাস করিবেন? পাঠক মহোদয়গণ! সে বস্তুটী কি বুঝিয়াছেন? সে বস্তু আর কিছুই নয়, সেই জগৎপূজ্যা ব্রহ্মসুতা সৌরভেয়ী সাক্ষাৎ গো-রূপা ভগবতী।

ঈর্ষাপরবশ হইয়া গোপকে অপবিত্র জ্ঞান বশতঃ অনাদর করিবে? সেই লোক পরম্পরা অন্ধ বিশ্বাসকেই হৃদয়ে পোষণ করিবে? একবার প্রত্যক্ষ ভাবে ইহাদিগের পবিত্র কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি পাত করিবে না? তজ্জন্য ইহাদিগকে কি ভাগ্যবান মনে করিবে না? শাস্ত্র সকল যদ্যপি পাপ বা পুণ্য কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দেয়, আর সেই শাস্ত্র গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানে যদ্যপি কেহ পাপভাগী হয়, তাহা হইলে কি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কেহ পুণ্যভাগী হইবে না? গো সেবা ত ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা বিচারপূর্ব্বক এই জাতির উপরই সেই পবিত্র কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। "মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গো-ব্রাহ্মণস্যচ" গো এবং ব্রাহ্মণের রক্ষা কর্ত্তা ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। গোপে দৈনন্দিন অযত্ন লভ্য গো সেবায় কত পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে। যদ্যপি ইহারা গো সেবার মহিমা না জানিয়া কর্ত্তব্য বোধে ইহা করিয়া থাকে, তথাপি কি তৎকর্ম্ম জন্য ইহাদিগের অপূর্ব্ব হইবে না? অজ্ঞান পূর্ব্বক অগ্নির উপর হস্ত প্রদান করিলে হস্ত দাহটা যেমন অনিবার্য্য; অজ্ঞান পূর্ব্বক গো-সেবা দ্বারা পুণ্য প্রাপ্তিটাও সেই রূপ অনিবার্য্য।

অশৌচান্ত দিনে যে গোকে স্পর্শ না করিলে কর্ম্মাধিকার হয় না, প্রায়শ্চিত্তান্তে যে গোকে গো-গ্রাস না দিলে পাপী নিষ্পাপী পরীক্ষা হয় না, যে গোকে প্রদক্ষিণ করিলে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরায় প্রদক্ষিণ করা হয়; সেই গোয়ের পরিচর্য্যাকারী ইহারা। গোমাহাত্ম্য কি একবার দেখ দেখি।

কল্যমুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাত্তাসাং প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতাতেন পৃথিবীস্যাৎ বসুন্ধরে॥
প্রদক্ষিণেন চৈকেন শ্রদ্ধাযুক্তেন তৎক্ষণাৎ।
দশ জন্ম কৃতংপাপং তস্যনশ্যত্যসংশয়ম্॥

প্রাতঃকালে উঠিয়া যে মনুষ্য গোকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, তাহার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। একবার শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলে দশ জন্ম কৃত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

গবাং কণ্ডূয়নং শ্রেষ্ঠং তথাচ পরিপালনম্।
তুল্যং গো শতদানস্ত ভয় রোগাদি পালনে॥
তৃণোদকানি যো দদ্যাৎ ক্ষুধিতানাং গবাহ্নিকং।
সোঽশ্বমেধফলং দিব্যং লভতে নাত্রসংশয়ঃ॥
বিমানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দিব্যৈঃ কন্যাভিরভিরর্চ্চিতৈঃ।
সেব্যমানস্ত গন্ধর্ব্বৈর্দ্দীপ্যমান যথাগ্নয়ঃ॥

গোয়ের গাত্র কণ্ডূয়ন (চুলকান) পূর্ব্বক প্রতিপালন করিলে শত গোদানের ফল হয় এবং পালনে ভয় রোগাদি দূর হয়। ক্ষুধার্ত্ত গোকে তৃণোদকাদি দান করিলে, অশ্বমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং গন্ধর্ব্ব ও দেব কন্যাগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে।

দন্তেষু মারুতোদেবা জিহ্বায়ান্তু সরস্বতী।
খুরমধ্যেচ গন্ধর্ব্বাঃ খুরাগ্রেষুচ পন্নগাঃ॥
সর্ব্বসন্ধিষু সাধ্যাশ্চ চন্দ্রাদিত্যৌচ লোচনে।
ককুদি সর্ব্বনক্ষত্রং লাঙ্গুলে ধর্ম্ম আশ্রিতঃ॥
অপানে সর্ব্বতীর্থানি প্রস্রাবে জাহ্নবী নদী।
নানা দ্বীপ সমাকীর্ণ চত্বারঃ সাগরা স্তথা॥
ঋষয়োরোম কূপেষু গোময়ে পদ্মধারিণী।
রোমসু সন্তি দিব্যাশ্চ ত্বক্কেশেষয়নদ্বয়ম্॥
ধৈর্য্যং ধৃতিশ্চক্ষান্তিশ্চ পুষ্টি বৃদ্ধি স্তথৈবচ।
স্মৃতির্মেধাতথালজ্জাবপুঃকীর্ত্তিস্তথৈবচ॥
গচ্ছন্তীমনুগচ্ছন্তি এতাগাং বৈ ন সংশয়ঃ।
যত্রগাবো জগত্তত্র দেব দেব পুরোগমা॥
যত্রগাবস্তত্র লক্ষ্মীঃ সাংখ্য ধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতঃ।
সর্ব্বরূপেষুতা গাবস্তিষ্ঠন্ত্যভিমতাঃ সদা॥
গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবানামপি দেবতা।
যস্তাঃশুশ্রূষতে ভক্ত্যা সপাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে॥

যে গোয়ের দন্তে মরুতগণ, জিহ্বাতে সরস্বতী, খুরমধ্যে গন্ধর্ব্বগণ, খুরাগ্রে পন্নগগণ, সন্ধিস্থলে সাধ্যগণ, লোচনে চন্দ্র সূর্য্য, ককুৎস্থলে নক্ষত্র-

গণ, লাঙ্গুলে ধর্ম্ম অপানদেশে তীর্থ সকল, মূত্রে গঙ্গা, রোমকূপে সমুদ্র ও ঋষিগণ, পুরীষে লক্ষ্মী, লোমেতে বিদ্যাধরগণ, ত্বক ও কেশে অয়নদ্বয়, যে গো গমন করিলে ধৈর্য্য, ধৃতি, ক্ষান্তি, পুষ্টি, বৃদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, লজ্জা, বপু কীর্ত্তি বিদ্যা, শান্তি ও মতি প্রভৃতি অনুগমন করিয়া থাকেন; যে স্থানে গো থাকেন, সেই স্থানে সাক্ষাৎ ধরিত্রী বিদ্যমান থাকেন; অগ্রে দেবগণ থাকেন, সেইস্থানে লক্ষ্মী থাকেন ও কপিলোক্ত শাশ্বত সাংখ্যধর্ম্ম বিরাজমান থাকেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত রূপেই গো বিদ্যমান আছেন, তিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, তাঁহার শুশ্রূষা করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

গাবঃ সুরভয়োনিত্যং গাবো গুগ্‌গুলু গন্ধিকাঃ।
গাবঃ প্রতিষ্ঠাভূতানাং গাবঃ স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
অন্নমেব পরং গাবো দেবানাং হবিরুত্তমঃ।
পাবনঃ সর্ব্বভূতানাং ক্ষরন্তিচ হবীংষিচ॥
হবিষা মন্ত্রপূতেন তর্পয়ন্ত্যমরান্দিবি।
ঋষিণামগ্নিহোত্রেষু গাবোহোম প্রযোষিকাঃ॥
পাবনং সর্ব্বভূতানাং গাবঃ শরণমুত্তমম্।
গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবোধন্যাঃ সনাতনাঃ॥
ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধাকৃতম্।
একত্রমন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং সর্পির্দধিচ রোচনা।
ষড়ঙ্গ মেতন্মাঙ্গল্যং পবিত্রং সর্ব্বদা গবাং॥

গো সাক্ষাৎ সুরভির রূপান্তর, গুগ্‌গুলু গন্ধের ন্যায় গোয়ের গন্ধ পবিত্র, গো প্রাণী সকলের প্রতিষ্ঠা স্বরূপা, অর্থাৎ গোয়ের দ্বারা লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, গো স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ, অর্থাৎ গো থকিলে আর অন্য স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন হয় না। গোই একমাত্র অন্ন, গোই দেবতাদি-গের উত্তম ঘৃত, গো না থাকিলে লোকে পবিত্র হইতে পারিত না; গো না থাকিলে ঘৃত থাকিত না। গো হইতে ঘৃত রক্ষিত হয়, সেই মন্ত্রপূত ঘৃত দ্বারা স্বর্গে দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন হয়। ঋষিদিগের অগ্নি হোত্রাদি

যাগে গো-ই হোমের প্রযোজক; গো ঊর্দ্ধভূতের উত্তম পবিত্র গৃহ, গো-ই একমাত্র পবিত্র বস্তু গো উত্তম মঙ্গল জনক, গো স্বর্গের সোপান গো-ই জগতে ধন্য। তেজোময় ব্রহ্ম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ও গোকে আশ্রয় পূর্ব্বক মন্ত্র এবং ঘৃত রূপে পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছেন। গোমূত্র গোময়, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, রোচনা, গোয়ের এই ছয় প্রকার বস্তু সর্ব্বদাই মঙ্গল জনক ও পবিত্র।

এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণ বিচার করিয়া দেখুন গো কি বস্তু। এই গোকে যাহারা প্রতিনিয়ত সযত্নে প্রতিপালন করিতেছে, তাহারা আবার অপবিত্র, অশুচী? গোয়ের পরিচর্য্যা ব্যতিরেকে গোপে আর কিছুই জানে না; গোয়ের তৃপ্তিতেই গোপের তৃপ্তি; গোপে সর্ব্বদা ঐ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, সামাজিক ভদ্রতা, সভ্যতা, লৌকিকতা ও বিলাসিতা প্রভৃতি কিছুই শিখিতে পারে না; সুতরাং সাধারণের চক্ষে অবিবেকী, মূঢ় বর্ব্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও উহাতে কোন অভিমান না করিয়া চির সরলতা বশত সর্ব্বদাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। এরূপ সরলতা শিক্ষা আর কোন কর্ম্মের দ্বারা সম্ভবে না; কেবল একমাত্র সেই ব্রহ্মসুতা সৌরভেয়ী গোরূপা ভগবতীর সেবায় লাভ হইয়া থাকে। কামনা পরিশূন্য হইয়া নিত্য কর্ত্তব্য বোধে সুরভিনন্দিনী গোরূপা দেবীর পরিচর্য্যায় মনোপ্রাণ অর্পণ করে তজ্জন্য অহং ভাব নষ্ট হইয়া যায়, অহং ভাব না থাকিলে, জাতি মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে ঔদাসিন্য আইসে; সুতরাং ও সকল বিষয়ে আস্থা থাকে না। দেহে অহং ভাব যাহাদিগের নাই, তাহারাই শ্রীহরির প্রিয়। এই নজ্য এই জাতির উপর ভগবানের এত দয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি ভগবান তারকনাথ দেবের আবিষ্কর্ত্তা মুকুন্দ গোয়ালার এবং ভগবান বৈদ্যনাথ দেবের আবিষ্কর্ত্তা বৈজু গোয়ালার ও অন্যান্য নানা স্থানের প্রসিদ্ধ ভাগ্যবান গোয়ালার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। এ সকল ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কদাচই সম্ভবে না। গোপের অহংভাব নাই বলিয়াই গোপ বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা

জানে না। গোপ কখন পরিধেয়কে উত্তরীয় করে, কখন বা উত্তরীয়কে পরিধেয় করে এবং সেই অবস্থাতেই জন সমাজে উপস্থিত হয়। ইহাদিগের এরূপ অবস্থা দেখিয়া, আজ কালকার সভ্য ভব্য বিদেশীয় চাল চলন প্রিয় বাবু মহাশয়েরা ইহাদিগের উপর কতই বিরক্ত হন। অধুনা এই সভ্য জগতে উদর পূরণ না করিয়াও বিলাসিতা রক্ষার জন্য কত নর নারী উন্মত্ত; কেবল গোপ গোপী এ বিষয়ে উদাসীন; গোপ গোপীর মনে এ ভাব জাগে না কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নয়; কেবল এক মাত্র সেই বিশ্ব মাতার পরিচর্য্যার ফলে।

গোপের তুল্য ভাগ্যবান আর কে আছে? গোপ দিবারাত্র সুরভি নন্দিনীর গৃহ মার্জ্জনা করিয়া থাকে, যে মূত্রে ও পুরীষে জাহ্নবী ও লক্ষ্মী থাকেন, সেই মূত্র পুরীষের পাত্র মস্তকে বহন করিয়া থাকে, যে দুগ্ধ পানে জরা ব্যাধি নষ্ট হয়, প্রতি নিয়ত তাহা পান করিয়া থাকে সাক্ষাৎ তেজোময় ব্রহ্ম যে ঘৃতকে আশ্রয় করিয়া আছেন গোপে সেই ঘৃত স্পর্শ, সেই ঘৃত মর্দ্দন, সেই ঘৃত পান করিয়া থাকে। ঋষিগণ যে দধিকে মাঙ্গলিক সামগ্রীর প্রধান সামগ্রী বলিয়া উক্ত করিয়া গিয়াছেন, যে দধি স্পর্শ ব্যতিরেকে যাত্রাদি শুভকার্য্যে বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা, সে দধি স্পর্শ করা দূরে থাকুক, গোপে তদ্দারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। যে গোময় ভস্মের দ্বারা স্নান না করাইলে, প্রস্তরাদি দেবতা প্রতিকৃতির দেবত্ব সিদ্ধি হয় না; সেই শুষ্ক গোময় দগ্ধই গোপের অন্নাদি প্রস্তুত করণের একমাত্র উপায়। এই সকল পবিত্র দ্রব্য ইহারা যখন আজীবন কাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছে; এ যাবৎকাল যাহারা অস্পর্শীয় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিতে শিখে নাই, তাহারা আবার অপবিত্র? এই জাতিকে অপবিত্র, অশূচী বলিতে কি জিহ্বার জড়তা আইসে না? ইহাদিগকে যদ্যপি পবিত্র বলা না যাইবে, তবে জগতে আর পবিত্র কে হইবে? তাহা হইলে যে গোয়ের অপবিত্রতা স্বীকার করিতে হয়। এই জন্যইত পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহাদিগের শৌচাশৌচের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

মাতঃ সুরভে! তুমি গোরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছ। মা! তোমার চতুঃ সাগর তুল্য চারিটী স্তন নিস্থত দুগ্ধের দ্বারা পৃথিবীস্থ প্রাণী সকলের প্রাণ রক্ষা হইতেছে। সেই দুগ্ধ জাত ঘৃতের দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত যজ্ঞকার্য্য অদ্যাপিও রক্ষা পাইতেছে; নতুবা "সদা যাগং কুর্য্যাৎ" এই বাক্য কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সসাগরা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর রাজকুলতিলক দিলীপ পুত্রকামী হইয়া, কুল-গুরু বশিষ্ঠের বাক্যে তোমারই বৎসানন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি গোপালকের বেশ ধারণ করিয়া নন্দিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন হইতে বনান্তরে উদয়াস্ত কাল ভ্রমন করিয়া কি প্রকারে গো প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রাজ শ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতি মহাত্মা দিলীপ যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, "গোপ" অর্থাৎ গো রক্ষক হইয়াছেন বলিয়া যিনি কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন; মা! আজ তোমার সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হেতু সমাজে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অসম্মানিত, অপবিত্র বলিয়া নির্য্যাতিত হইতেছে।

যে গোকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার প্রদক্ষিণ করা হয়; সেই গোকে গোপ মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন শতবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং ঐ মৃত্যুকালে সেই জগৎপূজ্যা জগজ্জননীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারই সম্মুখে জীবন-পরিত্যাগ করিয়া থাকে। গোপের গৃহে জন্ম ত প্রার্থনীয়; যে হেতু গোপের গৃহ ব্যতিরেকে নিত্য গো-সেবা আর কোথাও সম্ভবে না। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদর পূর্ব্বক গোপের গৃহে আবির্ভূত হইয়া গো ও গোপের মাহাত্ম বিস্তার করিয়া গিয়াছেন এবং কি রূপে গোচারণ করিতে হয়, তাহাও জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং পাঁচনী হস্তে করিয়া সমবয়স্ক গোপ বালকগণকে লইয়া বনে বনে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন। প্রাতঃকালে অন্নাদি ভোজ্য * সামগ্রী

* তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈক পালকৌ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ॥ ৪৫—ভাঃ ১০স্ক ১১ অঃ।

সকল গ্রহণ করিয়া গোচারণের নিমিত্ত বহির্গত হইতেন। দিবাবসানে গো এবং বৎসগণকে লইয়া যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তৎকালে গো এবং বৎসগণের খুরোত্থিত ধূলি দ্বারা ধূসরিত তাঁহার বদন মণ্ডল দর্শন করিবার মানসে কত শত নর নারী স্বস্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগমনের প্রতিক্ষায় স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতেন। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে যদ্যপি কোন গোপ্ বালক ঐ রূপ প্রাতর্ভোজ্যান্ন এবং মাঠ হইতে গোয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধূলি ধূসরিতাঙ্গে আগমন করে, তৎক্ষণাৎ অমনি তাহাকে অপবিত্র অসভ্য বর্ব্বর গোয়ালা বলিয়া উপেক্ষা করত আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। অহো! কি বিচিত্র! ধন্য এরূপ বিচার কর্ত্তারা।

গোপ কেন হইল? গোকে রক্ষা করে বলিয়াইত গোপ হইয়াছে। গো যদ্যপি রক্ষা না হইত, তাহা হইলে জগৎ রক্ষা কি করিয়া হইত? পরম্পরা সম্বন্ধে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া. গোপই এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে। গোপ গোকে রক্ষা করিতেছে. সেই গোয়ের দ্বারা ঘৃত দুগ্ধাদি গব্য দ্রব্য রক্ষা হইতেছে ও তদ্দ্রব্যের দ্বারা সদ্যপ্রসূত বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধের জীবন রক্ষা হইতেছে; এমন কি মৃত্যুর পরেও ঐ সকল গব্য দ্রব্য দ্বারা প্রেতলোক, পিতৃলোক ও দেবলোকের কর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে। যাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি সমস্তই গো কর্ত্তৃক রক্ষা পাইতেছে। সেই গোকে রক্ষা করিতেছে বলিয়া আজ গোপ অর্থাৎ গোয়ালা নাম ধারণ করিয়াছে। সেই গোয়ালা নাম ধরিয়াছে বলিয়াই ইহাদের কপাল পুড়িয়াছে। গোপের সহিষ্ণুতা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি? গোকে রক্ষা করিবার জন্য গোপ বাত, বর্ষা উত্তাপ প্রভৃতি অনায়াসে মস্তকে সহ্য করিয়া থাকে। যে বৈশাখের রৌদ্রে লোকে গৃহের বাহিরে যাইতে অক্ষম, গোপ বিনা ক্লেশে সেই রৌদ্রে গোয়ের সহিত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ষার সময় যখন চতুর্দ্দিক জলে ভাসিয়া যায়, তৎকালে গোপ কি প্রকারে গোকে রক্ষা করিয়া থাকে. তাহা সেই গৃহপিঞ্জর কোকিলবৎ মহাশয়গণ একবার নয়ন গোচর করিয়া

যেন গোপের সহিষ্ণুতার বিষয় আলোচনা করেন। আমার পাঠ্যাবস্থায় নবদ্বীপে অবস্থান কালে গোপের সহিষ্ণুতার বিষয় যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি তাহা শুনিলে সকলেই চমৎকৃত হইবেন। ঐ নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহকে বর্ষাপ্রবলা জাহ্নবী হটাৎ ভাসাইয়া যখন প্রবল বেগে প্রবাহ বহিয়া সাগরোদ্দেশে ধাবিতা হন, তৎকালে গোপেরা বিশ্ব জননীর রক্ষার নিমিত্ত গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানোদ্দেশে প্রায় যোজনাধিক পথ গো সমূহকে লইয়া সেই খরতর স্রোতস্বিনী জাহ্নবীর উপর দিয়া সন্তরণপূর্ব্বক গমন করিতে থাকে এবং বদ্ধশ্রেণী গো সমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে ; আবশ্যক হইলে এই রূপ ভাবে দুই তিনবার গমনাগমন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হয় না। প্রায় মাসাবধি কাল গো লইয়া তথায় বাস করে, অনবরত বারি পতনে সেই স্থান এমন কর্দ্দম ময় হইয়া উঠে যে, দেখিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়। জল নিঃশেষের অপেক্ষায় ঐ মাসাবধি কাল ঐরূপ স্থানে উহাদিগকে বাস করিতে হয়। যে কর্দ্দমের ভয়ে ভীত হইয়া লোকে কোন স্থানে গমনাগমন করে না, বানপ্রস্থী, ভৈক্ষজীবী যোগী ঋষিগণ যাহার ভয়ে ভীত হইয়া গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন গোয়ের নিমিত্ত সেই নিদারুণ বর্ষার কর্দ্দমেই উহারা শয়ন. ভোজন ও উপবেশন প্রভৃতি করিয়া থাকে। তৎকালে যদ্যপি কোন গাভীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, এমন কি ভোজন গ্রাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর নিজের পরিধেয় বস্ত্রের অন্যাংশের দ্বারা সেই বৎসকে ধারণ করিতে উদ্যত হয়। পাঠকমহোদয়গণ! গোপের কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইলেন কি? এরূপ ভাবে গোকে প্রতিপালন করিতে গোয়ালা ভিন্ন গোপ নাম ধারী কোন গৌণ লক্ষণাক্রান্ত গোপ কি কদাচ সমর্থ হইবে? এরূপ শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকেই অর্পণ করিয়াগিয়াছেন ; তাঁহার কৃপাতেই ইহারা এত শক্তিমান ; তাঁহার অনুগ্রহে ইহারা অরোগী ও বলিষ্ঠ। এই জন্য ইহারা ভদ্র বেশ সাজিতে সময় পায় না. তজ্জন্য সাধারণের নিকট অভদ্র, অসভ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়। যদ্যপি ভদ্রবেশ সাজিয়া

থাকিত, তাহা হইলে কে আজ কর্দ্দমে পড়িয়া এত ক্লেশ সহ্য করতঃ গো মাতাকে রক্ষা করিত? গোপের ক্লেশের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। গোপ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে গোয়ের গৃহ মার্জ্জনে নিযুক্ত হয়; তৎপশ্চাৎ এক একটী গোয়ের গলরজ্জু ধারণ করিয়া, ভক্ষ্যসামগ্রী পরিপূর্ণ স্ব স্ব ভোজন পাত্রে তাহাদিগকে সুন্দররূপে বন্ধন করে এবং পুনশ্চ ভোজনাবশেষে দোহন পাত্র হস্তে করিয়া জগৎ রক্ষার নিমিত্ত জগজ্জননার দোহন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। পুনশ্চ তাহাদিগকে মাঠে লইয়া যায় এবং দিবাবসানে গৃহে লইয়া আইসে ও ঐরূপ খাদ্য সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া, দধি, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি গব্যদ্রব্য প্রস্তুত করণে ব্যাপৃত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া পুনশ্চ সেই সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। এই রূপ ভাবে গোপের যখন দিবা রাত্র অতীত হয়, তখন কি রূপে গোপ আধুনিক সভ্যতা ভদ্রতা শিক্ষা করিবে? সুতরাং অসভ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়। প্রতিদিন এরূপ পরিশ্রম গোয়ালা ভিন্ন আর কোন জাতি করিতে সক্ষম হইবে? যাঁহারা গোপ বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদিগকে একদিন এরূপ পরিশ্রম করিতে হইলে, জীর্ণ, শীর্ণ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়।

গোপ গোমাতৃ সেবার ফলে অরোগী, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে, গোপের অশীতিপর বর্ষ বৃদ্ধে যে কার্য্য অনায়াসে করিতে পারিবে, অন্য জাতির বিংশতি বর্ষের যুবায় সে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে। গোপ বৃদ্ধ বয়সেও দংশ মশকাদির অসহ্য দংশন সহ্য করিয়া গোয়ের নিমিত্ত তৃণাদি আহরণ পূর্ব্বক সেই তৃণরাশি মস্তকে ধারণ করিয়া আহ্লাদিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ গোকে প্রদান করিয়া থাকে; বৃদ্ধত্ব প্রযুক্ত যে কোন রূপ আলস্য, তাহা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ রূপ কর্ম্ম আজ কাল নব্য বাবু সমাজে ভাল দেখাইবে কেন; ঘাসের বোঝা মস্তকে লইয়া গমন করিলে উপহাসাস্পদ হইবে; গোয়ালা অসভ্য, অভদ্র, অপবিত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইবে।

হা সমাজ! তোমার অবস্থা এখন এই রূপই দাঁড়াইয়াছে ; যখন তোমার রক্ষা কর্ত্তা ব্যাস, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কন্ব, জাবালি প্রভৃতি ঋষিগণ ছিলেন তখন তোমার একরূপ অবস্থা ছিল, আর এখন তোমার একরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তৎকালে এই সকল কর্ম্মের আদর ছিল ; পরম ধার্ম্মিক নৃপতি ঋতম্ভর তৃণাদি আহরণ পূর্ব্বক গো-সেবা করিয়া একদিন সফল মনোরথ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা ঋতম্ভর পুত্রকামী হইয়া একদা মহামুণি জাবালির নিকট উপনীত হইয়াছিলেন ; মহর্ষি কহিয়াছিলেন হে রাজন! আপনি তৃণাদি আহরণ করতঃ প্রতিদিন স্বয়ং গোকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিয়া গো পূজা করুন ; তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বে ধার্ম্মিক পুত্র প্রদান করিবেন ; রাজাও সানন্দ চিত্তে তাহাই করিয়াছিলেন। কৈ তৃণ নিচয় মস্তকে বহন জন্য তিনি অসভ্য, অভদ্র. অপবিত্র. হন নাই। কৌতূহল নিবারণ জন্য ঋতম্ভর রাজার পুত্রপ্রাপ্তির বিষটী একটু বলি যথা—

অপত্য প্রাপ্তিকামস্য সন্তাপায়াস্ত্রয়ঃ প্রভো।
বিষ্ণোঃ প্রসাদো গোশ্চাপি শিবস্যাপথবা পুনঃ॥
তস্মাত্বং কুরুবৈপূজাং ধেনোর্দ্দেবতনো নৃপ।
যস্যাঃ পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে পৃষ্ঠে দেবা প্রতিষ্ঠিতা॥
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং বাঞ্ছিতং ধর্ম্মসংযুতম।
এবং বিদিত্বা গো পূজাং বিধেহি ত্বমৃতম্ভর॥
যো বৈ নিত্যং পূজয়তি গাং গেহে যবসাদিভিঃ।
তস্য দেবাশ্চপিতরো নিত্যং তৃপ্তা ভবন্তি হি॥
যোবৈগবাহ্নিকং দদ্যান্নিয়মেন শুভব্রতঃ।
তেন সুত্যেন তস্য স্যুঃ সর্ব্বেপূর্ণামনোরথাঃ॥

পদ্মপুরাণ।

হে রাজন! পুত্রাভিলাষী ব্যক্তির পুত্রলাভের তিন প্রকার উপায় আছে. বিষ্ণু, মহাদেব ও গোয়ের প্রসন্নতা। অতএব আপনি দেবময় তনুবিশিষ্ট ধেনুর পূজা করুন। যে ধেনুর পুচ্ছে, মুখে, শৃঙ্গে, ও

পৃষ্ঠদেশে দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি সন্তুষ্ট হইলে শীঘ্র বাঞ্ছিত পুত্র প্রদান করিবেন। হে ঋতম্ভর! আপনি এইরূপ নিশ্চয় জানিয়া গোপূজায় নিযুক্ত হউন। যে ব্যক্তি তৃণাদি দ্বারা নিত্য নিজ ভবনে গোপূজা করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণ পরিতৃপ্ত হন। যে সদাচারী ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক সত্য জ্ঞানে প্রত্যহ গোকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে, তাহার সমুদয় মনোরথ পূর্ণ হইয়া থাকে।

দিলীপ, ঋতম্ভর প্রভৃতি নৃপতিরা যবস (তৃণ) মস্তকে করিয়া গোপ্রতিপালন পূর্ব্বক গোসেবার মহিমা বিস্তার করিয়াছেন, ব্যাসাদি পুরাণ কর্ত্তারা সেই গোসেবার মহিমা নিজ নিজ পুরাণে লিখিয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন; প্রত্যেক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, গো সেবা কর তোমার মঙ্গল হইবে, গো-সেবা কর তোমার ধন হইবে, গো-সেবা কর তোমার পুত্র হইবে, গো-সেবা কর তোমার স্বর্গ হইবে, গো-সেবা কর তুমি অশ্বমেধের ফল পাইবে, তুমি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হা আর্য্য ঋষিগণ! আজ আপনারা কোথায়! কালের স্রোতে আপনাদের সে বাক্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে বাক্য এখন বাতুলের বাক্য রূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে গো-সেবা ইতরের কর্ম্ম হইয়াছে। গোয়ের চোনা গোবরের দুর্গন্ধে ম্যালেরিয়া হয়; গো থাকিলে বাড়ি অপরিষ্কার হয়, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, দৈবাৎ যদি একটু গোময় পদাগ্রে স্পর্শ হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ তারাতারি সেই স্থানটী সাবান দিয়া ধৌত করিতে হইবে, নতুবা মনের অশান্তি কিছুতেই দূর হইবে না। হায়! এতদূর যাহাদের মনের গতি, লোকান্তর বা জন্মান্তরে যাহাদের বিশ্বাস নাই, যাহারা ইহ কালের সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে; বলি সমাজ! ইহারাই ত এখন তোমার কর্ত্তা? ইহাদিগের ইঙ্গিতে তুমি ত চালিত হইতেছ? এরূপ কর্ত্তাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে যখন তুমি, তখন গোপরিচর্য্যা কারীদিগকে ত ঘৃণার চক্ষেই দেখিবে। এখনকার এ ব্যবহার তোমার অস্বাভাবিক নহে। আর সে আর্য্য ঋষিগণ নাই, আর সে ধর্ম্ম ভীরু সমাজপতি নাই, কে সমাজকে যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে?

সমাজের নির্দ্দিষ্ট পতি নাই, সমাজ! তোমার ব্যভিচার আসিয়াছে ; এই জন্যই যে যখন ইচ্ছা করিতেছে সেই তখন তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে ; তুমিও গত্যন্তর না দেখিয়া সেই ভাবেই চলিতেছ। তখন ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ গোকে জগজ্জননী জ্ঞান করিয়া রাজাধিরাজকে গোয়ের সেবা কর অভিষ্ঠ পূর্ণ হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন; তাঁহারাও সেই উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিয়া তৎকার্য্যে তৎপর হইতেন। সে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গর্গ, জাবালি প্রভৃতি ঋষিগণ, দিলীপ, ঋতম্ভর প্রভৃতি নৃপতিগণ, কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। যাক্ সে সমস্তই যাক্; সে রাজন্যবর্গ যাক্; সে ঋষি সকল যাউক্ ; কিন্তু তাঁহাদের সে অক্ষয় কীর্ত্তি যুগ যুগ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহারা বন হইতে যে বনান্তরে গোচারণ পূর্ব্বক দিবাবসানে কুলগুরু বশিষ্ঠাদির আশ্রমে উপনীত হইতেন এ কীর্ত্তি তাঁহাদের অক্ষয় থাকিবেই থাকিবে।

বিবেচক পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, গো সেবা কি ইতরের কর্ম্ম? গো সেবা করিলে কি ঘৃণ্য, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য হইতে হয়? গোপ কি এতই হেয়? ইহারা কি সমাজের কেহই নহে? ইহাদের কি পরিত্রাণের আর কোনই উপায় নাই? সমাজ! বলিয়া দাও, আজ ইহারা কি করিলে তোমাদের কুটিল দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমার এত উপকার করিতেছে, তথাপি কি তোমার সন্তোষ জন্মাইতেছে না? তুমি সত্যাসত্য বিচার কর; আর বৃথা জনশ্রুতির বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাঘ্রনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিনা কারণে নির্য্যাতিত করিও না। তুমি সন্তুষ্ট হও, ইহাদিগের মঙ্গল হউক।



নবম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহোদয়গণ! আর একটী নূতন কথা শ্রবণ করুন। জগতে যে কত প্রকৃতির লোক বিদ্যমান আছে, তাহার ইয়ত্তা করা বড়ই দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ গোপ বিদ্বেষী লোকের সংখ্যাই অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। নতুবা গোপের উপর এত আক্রোশ হইবে কেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে গোপ সম্বন্ধে অনেকানেক কথাই পাঠকবর্গের শ্রবণ গোচর করাইয়াছি: এইবার এই পরিচ্ছেদে একটা অভিনব প্রশ্নের কথা শ্রবণ করাই। সকলকার সকল কথার উত্তর দিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে এবং না দিলেও যেন কেমন একটা অশান্তি থাকিয়া যায়: সুতরাং বাধ্য হইয়া এবারকার প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইল। কোন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপুরুষ বলেন যে, পূর্ব্বে যে সকল পশুপালনাদি উল্লিখিত হইয়াছে, বৈশ্য বৃত্তি বটে, কিন্তু ঐ বৃত্তি গোপের, গোয়ালার নহে; গোপেরা বৈশ্য সত্য, গোয়ালারা নহে, উহারা স্বতন্ত্র একটা জাতি। গোপ আর গোয়ালা ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি। পাঠক মহোদয়গণ! এ প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন? গোপ বা গোয়ালা এই দুইটা শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, গোপে বা গোয়ালায় যাহারা ভিন্ন জাতি বলিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আর কি করিয়া বুঝাইতে পারি। ব্রাহ্মণ বা বামুন, কায়স্থ বা কায়েত, বৈদ্য বা বদ্দি, কর্ম্মকার বা কামার, স্বর্ণকার বা সেকরা শৌণ্ডিক বা শুঁড়ি এই সকল শব্দের যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধ করে; তাহা হইলে তাহাদিগকে আর বেদের কথা কি বুঝাইব; পুনরায় সেই বর্ণমালার কথা হইতে আরম্ভ করিয়া না বুঝাইলে, কিছুতেই বুঝান যাইবে না।

গোয়ালা শব্দ বা গোপ শব্দ যে একার্থবোধক, তাহা সেই না না শব্দ জ্ঞান বিশারদ মহাত্মাগণকে কিছু অবগত করাই। উদ্ভট কবিতার সংগ্রাহক ও অনুবাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভট সাগর বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ করিয়া "গোপ" শব্দের অর্থ গোয়ালা দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

খ্যাত শক্রো ভগাঙ্গো বিধুরপিমলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠো রতিপতিরতনুঃ সর্ব্বভক্ষী হুতাশঃ॥
ব্যাসোমৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবাজারজাঃ।
রুদ্রোভস্মাস্থিধারী ত্রিভুবন বসতাং কস্য দোষো নচাস্তি॥

ইন্দ্রের শরীরে দুষ্ট চিহ্ন যায় দেখা।
চান্দ্রর শরীরে কত কলঙ্কের রেখা॥
পালিত হয়েন কৃষ্ণ "গোয়ালার ঘরে।
বশিষ্ঠের জন্ম হলো বেশ্যার উদরে॥
রতিপতি হইয়াও অনঙ্গ মদন।
যাহা পায় তাহা খায় লোভী হুতাশন॥
ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা কুমারী তনয়।
সমুদ্রের লোণাজল মুখে নাহি সয়॥
উপপতিজাত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিতাভস্ম অস্থিধারী দেব ত্রিলোচন॥
ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখিতে না পাই।
কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই॥

শব্দকল্পদ্রুমে "গোপ" শব্দে "গোয়ালা" ইতি ভাষা এই রূপ লিখিত আছে। অমরার্থচন্দ্রিকার অনুবাদক "গোপ" শব্দে "গোয়ালা" এই কথা লিখিয়াছেন। ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর বর্দ্ধমান বর্ণন কালে জাতি বর্ণনের মধ্যে গোপ জাতিকে গোয়ালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।
বেণে মণিগন্ধ সোনা কাঁসারি শাখারি ॥
গোয়ালা তাম্বুলী তাঁতী তিলী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার ॥

এতদ্ভিন্ন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ প্রায়ই গোপ শব্দ স্থলে গোয়ালা এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আরও যাঁহারা বলেন বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বাসীরাই গোপ, আর বঙ্গদেশ বাসীরা গোয়ালা; তাঁহারা যেন দয়া করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পদাবলী পাঠ করিয়া সে সন্দেহ দূর করেন। বঙ্গে দ্বৈবর্ণ প্রথা সংস্থাপনের পর নবশায়ক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়; ব্রাহ্মণ ভিন্ন তৎকালে সকলেই শূদ্রপদ বাচ্য। সেই শূদ্র মধ্যে আবার উত্তম অধম ভেদ হয়, তন্মধ্যে নবশায়ক বলিয়া যাহাদিগকে স্থির করা হয়, তাহারাই তখন উত্তম শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। তদনুসারেই বোধ করি ভারত চন্দ্র, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতির পর নবশায়ক জাতিকেই লক্ষ্য করিয়া এবং তত্তুল্য কাঁসারি শাখারি প্রভৃতি জাতি ইহাই স্থির করতঃ মর্য্যাদা ক্রমে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নতুবা ইহার পর এই রূপ লিখিবেন কেন?

সেকরা ছুতার নুড়ী ধোপা জেলে শুড়ী।
চাঁড়াল বাগ্‌দী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥

যাহা হউক এরূপ লেখা আমাদের দৃষ্টিতে কিছু অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ নবশায়কের যে বচন “গোপমালী তথা তৈলী” ইহার অপভাষা করিয়া লেখাই রায় গুণাকরের উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা আমরা এই টুকু বুঝিলাম যে, রায় গুণাকর যখন বিদ্যা সুন্দর রচনা করেন, তৎকালে সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত ছিল, নবশায়কস্থ গোপেরই অপভাষা গোয়ালা। ১৬৭৪ শকে বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়, আর বর্ত্তমান ১৮৩৫ শক চলিতেছে, এই ১৬১ বৎসর মধ্যে এতদ্দেশে এভাবেরও ভাবান্তর হইয়া গিয়াছে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া অঞ্চলের গোপ-বিদ্বেষ রূপ স্রোত

ক্রমশই এতদ্দেশে তরতর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; সেই ব্যক্তিগত গোপ-বিদ্বেষের মর্ম্ম যতদিন সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছে, ততদিন তোমাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই। সেই ব্যক্তিগত গোপ-বিদ্বেষ স্রোত না ফিরাইতে পারিলে, তোমাদের রক্ষা নাই, তোমাদিগকে ভাসাইয়া কোন্ সাগর গর্ভের অতলতলে ডুবাইয়া রাখিবে; তাই বলি গোপ! তোমরা সাবধান হও, পুনঃ পুনঃ বলি সাবধান হও।

এক্ষণে আর একটী কথা উত্থাপিত হইতেছে। বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি তিন চারিটী জেলা লইয়া দুইটী গোপের কথা শুনিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বল্লব গোপ ও সৎগোপ। বল্লব গোপেরা যদ্যপি বৈশ্য শ্রেণীর গোপ হইল, তাহা হইলে সৎগোপেরা কি? তাহারা কি তবে শূদ্র? পাঠক বর্গের এ সন্দেহ অসঙ্গত নহে, এ সন্দেহ হইতেই পারে। সৎগোপ জাতি শূদ্র নহে, ইহারারও বৈশ্য, কিন্তু ইহারা বল্লবদিগের সহিত পৃথক হইয়া অভিনব আখ্যায় আখ্যায়িত হয়তঃ সৎগোপ নাম ধারণ করিয়াছেন। গোপ শব্দের অর্থ গো-রক্ষক। গো শব্দপূর্ব্বক পা ধাতু ডঃ (অঃ)। এই রূপ প্রকৃতি প্রত্যয় যোগে গোপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গো শব্দের অর্থ গাভী আর পা ধাতুর অর্থ রক্ষা। সুতরাং গোপ বলিতে হইলেই, গো-রক্ষক বা গো পালককেই বলিতে হইবে। এক্ষণে উঁহারা পূর্ব্ব বৃত্তি যে গো-পালন, তাহা ত্যাগ করিয়া, কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। বোধ করি গো পালন অপেক্ষা কৃষি কার্য্যের মর্য্যাদা অধিক, সেই জন্যই পূর্ব্ব বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বৃত্তি ত্যাগের সহিত পূর্ব্ব পরিচয়টী ত্যাগ করিলে, আর কাহারও কোন কথা বলিবার শক্তি থাকিত না। গোপ কথাটী আছে বলিয়াইত এত বিভ্রাট। যদ্যপি বুঝিতাম গো রক্ষা বৈশ্য বৃত্তি নহে, উহা শূদ্র বৃত্তি, আর কৃষি কার্য্যটী বৈশ্য বৃত্তি, তাহা হইলে নয় গো রক্ষা ত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্য গ্রহণ করা সম্ভব হইত। সংহিতাকারগণ যখন বলিয়াছেন, "গো রক্ষা কৃষি বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্য যথাবিধি"। গো রক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য এই সমস্ত গুলিই বৈশ্য বৃত্তি। তখন পূর্ব্ব বৃত্তি পরিত্যাগের

কারণ কি? বিশেষতঃ গোপ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের গো পালনই শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "বার্ত্তা চতুর্ব্বিধাতত্রবয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্" কৃষি, বাণিজ্য, গো রক্ষা ও কুসীদ এই চারি প্রকার বার্ত্তা মধ্যে আমাদের গো বৃত্তিই প্রধান। সুতরাং উহাদের গো বৃত্তি ত্যাগটী শ্লাঘার পরিচায়ক নহে। যদ্যপি বুঝা যাইত সৎ এই বিশেষ্যের দ্বারা গোপ শব্দের অর্থান্তর উপলব্ধি হইতেছে, তাহা হইলে নয় সৎ বিশেষণ যোগ করিয়া সৎগোপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইত, এবং কিছু বিশেষত্ব থাকিত। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বল্লব দিগের সহিত যখন পৃথক হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন এই রূপ একটা বিশেষণ যোগ করিয়া সৎগোপ শাখার সৃষ্টি করতঃ অভিনব সম্প্রদায় তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবেন যে, সৎগোপ জাতি কখনই একটা মূল জাতি নহে, ইহারা গোপ জাতিরই শাখা ও এই শব্দটী আধুনিক।

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ২৪৬ পৃষ্টার সৎগোপ শব্দের নবীনত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছে যে, "প্রাচীন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে সৎগোপ শব্দের আদৌ উল্লেখ নাই। হিরোডোটশ, হিয়ংসাং, ফাহিয়ান, সিলিউকশ, আলেক জান্দার, প্রভৃতি যে সকল বিদেশীয় প্রাড়বিবেকীগণ ভারতবর্ষ এবং হিন্দু জাতির বিবরণ লিখিয়াগিয়াছেন, তাঁহারাও কোথাও সৎগোপ জাতির উল্লেখ করেন নাই। খুব প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও সৎগোপ জাতির উল্লেখ নাই। কাশীদাসের মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বাঙ্গালা গ্রন্থেও সৎগোপ শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজা বল্লাল সেনের সময় বাঙ্গালার জাতি সমূহের বর্ণত্ব বিচার উপলক্ষে যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে কিম্বা তৎসাময়িক পুস্তকাবলীতে সৎগোপের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোন প্রাচীন পারস্য গ্রন্থেও সৎগোপের নাম নাই, ইহাতে বেশ বুঝা যায় "সৎগোপ শব্দ আধুনিক"। সৎগোপেরা নূতন সম্প্রদায় হইয়া এই বল্লবদিগকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে

দেখিয়া থাকেন; উহাঁদিগের ভাবা উচিত যে, আমরা এই এককুলে উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া স্বকুলের নিন্দা করি?

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী উঁহার উক্ত গ্রন্থে ২৪৭ এবং ২৪৮ পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, "২৭ প্রকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ১১ প্রকার ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়, ৮২ প্রকার বৈশ্য সম্প্রদায় এবং একসহস্রাধিক শূদ্র (মায় সঙ্কর অন্ত্যজ ও অনার্য্য) সম্প্রদায়, ইহাদিগের মধ্যেও সৎগোপ নাই। সুতরাং বলা যায় সৎগোপ শব্দ ও সৎগোপ জাতি আধুনিক। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানে সৎগোপের নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানে না, অনেক জেলায় মোটেই সৎগোপ নাই"। আরও বলিয়াছেন, "বাঙ্গালায় যাঁহারা সৎগোপ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গোপ জাতি সম্ভূত অর্থাৎ তাঁহারা গোয়ালা ছিলেন, "বঙ্গদর্শন" সম্পাদক বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও গোপ হইতে সৎগোপের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠায় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত বিষয়টী উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা

The Satgope is a community that seems clearly descended from the Goala. It is frequently looked upon as a subdivision of that cast.

গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর লিখিয়াছেন যে, সৎগোপ সম্প্রদায় স্পষ্টতঃ গোয়ালা জাতি হইতে সমুদ্ভূত। উহারা গোপ জাতির শাখা বলিয়া সর্ব্বদা বিবেচিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠক মহোদয়গণের আর সন্দেহ রহিল না যে, সৎগোপ জাতিটী কি? সৎগোপ মহাশয়েরা যে পরিচয় দিয়া সুখী হন বা যে রূপ ভাবে পরিচিত হইতে চাহেন হউন; কিন্তু উঁহাদিগকে গোপ ভিন্ন আর কেহ কিছু বলিবে না। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি যে স্থলে যত গোপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই গো রক্ষক গোপ। গো রক্ষা না থাকিলে গোপ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই অনুচিত। যাহা লইয়া

নামের সৃষ্টি তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ নাই। স্বর্গীয় কবি দাশরথি রায়ের একটী কথা এই সময় মনে পড়িয়া গেল। কবিবর কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন

পরিচয় দেন আমি ফুলে, কখন হাত দেন না ফুলে,
কেবল ল্যাজটী সদা আছে ফুলে।

বস্তুতঃ পরিচয়ের সহিত কার্য্যের কিছু সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; নতুবা বড়ই লজ্জার কথা। সকল স্থানেই গোপ শব্দ দ্বারা এক গো পালক ও দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপকেই বুঝাইয়া থাকে। আধুনিক বচন প্রমাণের মধ্যেও যেখানে যত গোপ শব্দ আছে; তদ্দারাও একমাত্র গোয়ালা দিগকেই বুঝাইয়া থাকে।

গোপ মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতৌ নবশায়কাঃ॥

এই বচনস্থিত গোপ শব্দেও দুগ্ধ দধি ব্যবসায়ী গোয়ালা। ইহার অপভাষা এই রূপ শুনিতে পাওয়া যায়। যথা

তেলী মালী ব্যাশালী, তাঁতী নাপিত মধুলী,
কংস* শংখ† গোছালী, কামার কুমার পুটুলী, ‡
এই নব শাখাবলী।

ব্যাশালী, দুগ্ধ পাকের হাঁড়ি, দুগ্ধাদি ব্যবসায়ী গোপ। মধুলী, যাহাদের গুড় শর্করার ব্যবসা আছে, অর্থাৎ মোদক। গোছালী, যাহারা পানের গোছ করিয়া বিক্রয় করে, অর্থাৎ বারুই। পুটুলী, অর্থাৎ গন্ধ বণিক। ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরও গোপ শব্দ স্থলে চলিত ভাষায় গোয়ালা বলিয়া গিয়াছেন।

গোয়ালা তামুলী তাঁতী আর মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥

* কংস † শংখ ‡ পুটুলী এই তিনটী শব্দ মূলে নাই; অপভাষা কর্ত্তা এই শব্দ তিনটী কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বলিতে পারি না।

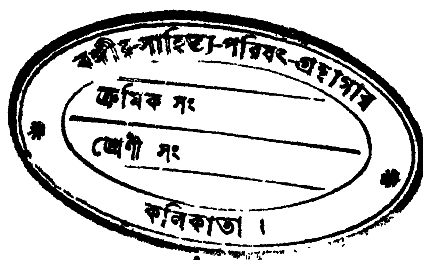
সৎগোপ মহাশয়েরা এই বল্লবদিগের সহিত পৃথকত্বের নিদর্শন স্বরূপ "সৎ" এই চিহ্ন টুকু দিয়া রাখিয়াছেন। "সৎ" এই শব্দের দ্বারা জাতিগত পার্থক্য দেখাইলেন; আর মাত্র কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিয়া বৃত্তি-গত পার্থক্য দেখাইলেন। তাল গাছ গেল বটে, কিন্তু তাল পুকুরের নাম আর গেল না। সেই গোপ নামের আর পরিবর্ত্তন হইল না; মাত্র কিছু অঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া সদ্গোপ নাম ধারণ করিলেন। সৎগোপ হইতে পারিবেন, সৎ গোয়ালা হইতে পারিবেন না! সৎগোপের পরিবর্ত্তে, যদ্যপি কেহ সৎ গোয়ালা বলিয়া ফেলেন; তাহা হইলে মহা কুপিত হন। যাহা হউক এক্ষণে সৎগোপ শব্দ অশাস্ত্রীয় বা আধুনিক, তাহা পূর্ব্বে স্বামীজীর লেখা দ্বারাই বেশ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে, সৎগোপ এই বল্লব-গোপদিগেরই বংশ সম্ভূত, সুতরাং উহাঁরাও বৈশ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাঠকবর্গ যদ্যপি জিজ্ঞাসা করেন, গোপ জাতির মধ্যে এই দুইরূপ শ্রেণী বিভাগ হইবার হেতু কি? এবং মাত্র এই দুই তিনটী জেলায় বাস করতঃ এরূপ বিভিন্ন হইবারই বা হেতু কি? বস্তুতঃ বিশেষ কোন প্রবল শক্তি ব্যতিরেকে চিরস্থায়ী কোন সুদৃঢ় কর্ম্ম সম্পাদিত হয় না। প্রবল পরাক্রান্ত কোন সমাজপতি ব্যতিরেকে পূর্ব্ব প্রচলিত সমাজ প্রথা কেহ কখন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়েন না। যেমন রাজা বল্লাল সেন ছিলেন; তিনি বহু নূতন নূতন সমাজ প্রথা সৃষ্টি করিয়া; তাহা প্রচলন করিয়াগিয়াছেন। সেই রূপ সৎগোপ ও বল্লব গোপ কোন দুর্দ্দান্ত রাজার তীব্র শাসনে তাঁহার অধিকার মধ্যে পরস্পর বিভিন্ন হইয়া দুই শ্রেণী রূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে সেই পৃথকত্বের হেতুটী পাঠকবর্গকে অবগত না করাইলে বোধ করি তাঁহাদের সংশয় দূর হইবে না। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইহাতে নিবৃত্ত হইলে সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তি হইতেছে না। অতএব এ বৃত্তান্তটী সাধারণকে জানানই কর্ত্তব্য। এই বল্লবদিগের আংশিক ভাবে সামাজিক বিভিন্নতার ও দুরবস্থার আকর স্থল বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ ও বীরভূম জেলার পূর্ব্বাংশ ত্রিষষ্টির গড় নামক স্থান।

যাহা অধুনা শ্যাম রূপার গড় বলিয়া বিখ্যাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাবড়া হইতে প্রায় একশত মাইল দূরবর্ত্তী রাজবাঁধ ষ্টেশন, উক্ত ষ্টেশন হইতে অনুমান ৪।৫ মাইল উত্তরাংশে শ্যামরূপার গড় বিদ্যমান। পাল বংশের রাজত্ব কালে গৌড়পতি ধর্ম্ম পালের অধীনে কর্ণসেন নামক জনৈক রাজা উক্ত ত্রিষষ্টির গড়ের অধিপতি ছিলেন। ঐ সময়ে ইছাই ঘোষ নামক এক জন প্রবল পরাক্রান্ত গোয়ালা গৌড় পতির কারাগারে পিতার নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইবার মানসে দৈব বলে বলীয়ান হইয়া প্রথমতঃ কর্ণসেনের সম্পত্তি লুণ্ঠন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করতঃ স্বয়ং তথায় রাজা হয়। তৎপরে কর্ণসেন পুত্র লাউসেন পিতৃবৈরী ইছাইকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর অবশেষে ইছাইকে বধ করেন। ইছাইকে বধ করিয়াও তাঁহার মনস্তুষ্টি না হওয়ায়, গোয়ালা জাতি অতি নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা সাধন পরায়ণ এই জ্ঞান করিয়া ইছাই ঘোষের জাতি মাত্রের উপর ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া তাহা-দিগকে তাঁহার অধিকার মধ্যে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অন্য যে কোন দণ্ড হউক না কেন, তাহা অল্পকাল স্থায়ী, সুতরাং সেরূপ কোন দণ্ড না দিয়া এমন একটী দণ্ড দিলেন যাহা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছে। আর ইছাই যে সকল পাল, ঘোষ, ক'লে পান প্রভৃতি গোপদিগকে নানা স্থান হইতে আনাইয়া নিজ অধিকারে বাস করাইয়াছিল, তন্মধ্যে কতক গুলি ইছাইএর আসন্ন মৃত্যু অবগত হইয়া লাউসেনের শরণাপন্ন হয় ও গুপ্তভাবে লাউসেনের সাহায্য করে; তাহারাই পশ্চাৎ লাউসেনের অনুগ্রহে তৎ-স্থানে ইছাই হইতে স্বতন্ত্র গোপ বলিয়া পরিচিত হয়। তৎপরে ক্রম প্রসারণের দ্বারা অন্যান্য স্থান অধিকার করে। এই রূপে ইহাদিগের শ্রেণী বিভাগ হয়। অধিকন্তু স্ববৃত্তির তুল্যতা নিবন্ধন ভবিষ্যতে পৃথকত্বের ব্যতিক্রম ঘটে. এই নিমিত্ত গো পালন বৃত্তি পরিত্যাগের ও কৃষি-বৃত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। এই জন্য উভয়ে এক বংশ সম্ভূত হইয়াও পরস্পরের বিভিন্ন বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক মহোদয়গণ! এক্ষণে এই অপূর্ব্ব ইছাই ঘোষ ও লাউসেন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিমোহিত

হইবেন এবং ইছাই ঘোষ কি রূপ প্রবল পরাক্রান্ত গোয়ালা ছিল ও কি রূপ ভাবে লাউসেন পিতা কর্ণসেনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল, তাহা সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। ইহাতে যে সহজেই মানুষের ঈর্ষা আসিতে পারে; তাহার আর সন্দেহ নাই; ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যাইতে পারে না। এই উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম, পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়া এবারকার মত গোপ তত্ত্ব নির্ণয় হইতে অবসর গ্রহণ করিব। আর যদ্যপি অন্য কোন মহাত্মা ইহা ভিন্ন ইহাদিগের বিচ্ছিন্নের অন্য কোন কারণ দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট আমরা চির বাধিত থাকিব।





দশম পরিচ্ছেদ।

৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পুস্তক যাহা বঙ্গবাসী প্রেসের অনুগ্রহে আজ কাল বহুল প্রচার হইয়াছে, তাহাতেই এই ইছাই ঘোষ বৃত্তান্ত বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের প্রয়োজনীয় স্থল গুলা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

গৌড়দেশের অধিপতি ধর্ম্মপাল নামে এক ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন* তাঁহার অধীনে অনেক রাজা বা মণ্ডল বাস করিতেন। তন্মধ্যে কর্ণসেন নামক কোন রাজা বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যবর্ত্তী অজয় নদীর তীরে ত্রিষষ্টির গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। উক্ত কর্ণসেন মহারাজ ধর্ম্মপালের প্রিয় সুহৃদ্ ছিলেন। উক্ত কর্ণসেনের পুত্রই লাউসেন। পাঠক মহোদয়গণ! এই বিস্ময়কর অতি সত্য ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া সংশয় দূর করুন।

কোন সময়ে মহারাজ ধর্ম্মপাল শীকার করিবার মানসে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সোম ঘোষ নামক জনৈক প্রজা বন্দিশালে দারুণ বন্ধন যাতনা ভোগ করিতেছে।

---

* রংপুরাঞ্চলে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করেন। ডিমলার দক্ষিণে উঁহার রাজধানী ছিল। তৎপরে উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীচন্দ্র রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র। ভবচন্দ্রের পর গারো, কোচ্ প্রভৃতি অনার্য্য জাতিগণ রাজ্যমধ্যে ঘোরতর উপদ্রব করে। কিন্তু তার পর পুনরায় আর্য্য জাতীয় নূতন রাজ বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ; তাঁহার পুত্র নীলাম্বর, এই সময় ঐ গৌড়রাজ্য (রঙ্গপুরাঞ্চল) পাঠানদিগের কর কবলিত হয়। পাঠানরাজ হোসেন শাহা রঙ্গপুরের জয় কর্ত্তা। হোসেন শাহা ইং ১৪৭৯ সন হইতে ১৫২১ সন পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে বোধ করি ইং ১৬০০ সনে অথবা কিছু অল্প পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড় দেশের রাজা ছিলেন।

বঙ্কিম বাবুর ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শন।

হাতী হ'তে ভূপাল দেখিল সোম ঘোষে।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্ম দোষে॥
বন্ধনে রেখেছে পাত্র * দারুণ জটিল।
ডাকিয়ে শুধান তারে রাজা দয়াশীল॥

এ দেশে অকাল নাই অবিচার মোর।
কও কোন কুকর্ম্মে কপালে কষ্ট তোর॥
করপুটে কহিছে গোয়ালা সোম ঘোষ।
কি করিব মহারাজ মোর কর্ম্ম দোষ॥

অকৃতী আতুর অন্ধ অন্ন করে খায়।
তোমার দয়ার দেশে দুঃখ নাহি রায়॥
অভাগায় হইয়াছে বিধি বিড়ম্বন।
যম দণ্ডে লণ্ড ভণ্ড পরিবার ধন॥

সম্প্রতি সামর্থ নাই রাজ কর দিতে।
গত বর্ষে মহারাজ গোচর করিতে॥
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দী খানা॥

পূর্ব্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে।
এবে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে॥
দেখে শুনে পাত্রকে কুপিয়া কন ভূপ।
প্রজাপ্রতিপালন উচিত এই রূপ॥

* * * * * *

এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর।
সেই খানে সোম ঘোষের বন্ধন করে দূর॥
শিরপা করিল শাল সর বন্ধ জোড়া।
সঙ্গে নিল শীকারে চাপায়ে দিব্য ঘোড়া॥

কোপে তাপে মহাপাত্র মুচাড়ায় দাড়ি।
কহিতে না পারে ফুটে ঘোষে রহে আড়ি॥

* গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের শ্যালক, নাম মহামদ পাত্র।

মহারাজ ধর্ম্মপাল সোম ঘোষকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া নানা রূপ পারিতোষিক প্রদান করিলেন ; মহাপাত্র ইহা দেখিয়া ঘোষের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া রহিল। আজ কালকার নায়েব গোমস্তাদিগের এটীও বেশ অভ্যাস আছে। সোম ঘোষের উপর মহারাজ অতি সন্তুষ্ট হইয়া নানা রূপ মর্য্যাদা প্রদান করিলেন এবং তাহার সহিত সর্ব্বদা যুক্তি পরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিলেন। ইহাতে মহামদের ক্রোধানল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহে মহাপাত্রের বাড়িল মনস্তাপ।
মনে করে কেমনে এখন ছাড়ে পাপ॥

সোম ঘোষের উপর মহামদ পাত্রের আক্রোশ রাজা বুঝিতে পারিয়া সোম ঘোষকে ডাকিয়া কহিলেন এখানে তোমার থাকিয়া আর প্রয়োজন নাই ; ত্রিষষ্টির গড়ে রাজা কর্ণসেনের নিকট তুমি গমন কর, আমি লিখন পরোয়ানা দিতেছি। এই বলিয়া মহারাজ পরোয়ানা এবং নানা পারিতোষিক ও পাইক পদাতিক প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া গমনে অনুমতি করিলেন।

নাগরা নিশান দিল লিখন পরোয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুল চাঁদ।
অপরূপ যুবতী বনিতা মায়া ফাঁদ॥

সোম ঘোষ এই রূপ ভাবে গমন করতঃ নানা গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক বীরভূমে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং দিবা দুই যামে অজয় নদীর তীরে (ত্রিষষ্টির গড়ে) উপনীত হইলেন। রাজা কর্ণসেন এ সংবাদ পাইয়া সোম ঘোষকে লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

আপনি সাজেন সেন পরম সন্তোষে।
আদরেতে আগু হ'য়ে নিল সোম ঘোষে॥
রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার॥

উক্ত সোম ঘোষের পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ। ইছাই ঘোষ বয়ঃপ্রাপ্তের সহিত দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিল। কোন অবধূতের নিকট দীক্ষিত হইয়া দেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিল এবং নিজের অকপট ভক্তিবলে ও সাধন প্রভাবে পার্বতীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিল।

ইছাই আনন্দ মনে নানাবিধ আয়োজনে
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে আরাধিতে হেম যন্ত্রে
মন্ত্র বশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী॥

ইছাই দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অতি আনন্দ মনে স্তব করিতে লাগিল। ইছাই ঘোষের স্তবে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করিলেন।

শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা প্রতি,
পরিতুষ্টা হেমন্তের ঝি।
পুরাতে তোমার আশ, ছাড়িনু কৈলাস বাস,
অভিলাষ বর মাগো কি॥
ইছাই বলেন মা, প্রণাম ও রাঙ্গা পা,
আমার মনের যত তাপ।
অবিচারে অনাহারে, গৌড়ে বন্দী কারাগারে,
দুঃখ ভাবে ছিল মোর বাপ॥
সে তাপে তাপিত অতি, অতঃপর কৃপাবতী,
মোরে স্বতন্তর কর সতী।
অপর প্রার্থণা মাতা, গড়ে থাক অধিষ্ঠাতা,
শ্যামা রূপ দেখি দিবা রাতি॥
দেবতা দানব যত, কাহ'তে না হব হত,
মানব কি কৃপাবলে তোর।
সংসারে বৈষ্ণব বৈ, তোমার হাতের ঐ,
অসি বিনা মৃত্যু নাহি মোর॥

বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থণা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুন,
নাম হবে অজয় ঢেকুর॥
কি কহিব ভাগ্য কত, গোয়ালা বাঞ্ছিত যত,
মহামায়া পূরিল কামনা।
কনক প্রতিমা করি, শ্যামরূপা মহেশ্বরী,
গড়ে গোপ করিল স্থাপনা॥ *
নিতি নিতি করে পূজা, দিয়ে মেষ মোষ অজা,
রাজা হ'ল গোয়ালা প্রবল।

ইছাই দেবীর প্রসাদে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজার শাসন অতিক্রম পূর্ব্বক স্বয়ং রাজার ন্যায় অধিকার করিতে লাগিল।

ইছাই দুর্ব্বার, করিল রাজার,
দোহাই দস্তুর দূর।

রাজার দোহাই দস্তুর দূর করিয়া, নিজের মনোমত নগর গ্রাম বসাইতে লাগিল এবং শৃঙ্খলাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি জাতির বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিল।

চৌদিকে পাহাড়, বেড়ি বাড়ি গড়,
দুর্গম গহন কাটী।
করিয়া চত্বর, বসাল নগর,
রাজার বসত বাটী॥

নিজের স্বজাতিগণকেও বহু দেশ হইতে আনাইয়া স্বীয় অধিকারের মধ্যে বাস করাইল।

গণ্য গোপ যত, করিল বসত,
পাল, ঘোষ, ক'লে পান।

* ইছাই ঘোষ কর্ত্তৃক শ্যামারূপা দেবী স্থাপিতা। অদ্যাবধি সেই শ্যামারূপা দেবীর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই শ্যামরূপা দেবীর গড় বলিয়া এক্ষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই রূপে নানাজাতি শ্রেণীবদ্ধরূপে বসাইয়া, স্বয়ং রাজাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজ কার্য্য চালাইতে লাগিল এবং দেবীর অনুগ্রহে ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিল।

ভজনে ভবানী তার হ'ল পক্ষবল।
দিনে দিনে গড়ে গোপ হইল প্রবল॥
লোহাটা বর্জ্জর তার সহর কোটাল।
সংগ্রামে পণ্ডিত বীর বিক্রমে বিশাল॥
দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হ'ল পাটে।
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে॥
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ॥
শত্রুর সন্তাপ বাড়ে, টুটে পরাক্রম।
অধিকার ঢেকুর ছাড়িল প্রায় যম॥

গৌড়েশ্বরের বন্দিশালে বিনা দোষে পিতা বন্ধন যাতনা ভোগ করিয়াছে, তাহা অহরহঃ স্মরণ হওয়ায় ইছাই প্রতিহিংসা সাধন মানসে গৌড়েশ্বরের বন্ধু, কর্ণসেনের সম্পত্তি প্রথমতঃ লুটিয়া লইল।

সেই রূপে গোয়ালা বাড়িল দৈব বলে।
সেনের সম্পত্তি লুটে নিল ছলে বলে॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ি বাড়ি রাজ পাট।
প্রমাদে পলায় রায় হানিয়া ললাট॥

ইছাই ঘোষ রাজা কর্ণসেনের যাবতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইলে তিনি নিদারুণ দুঃখে মর্ম্ম যাতনায় ত্রিষষ্টির গড় ত্যাগ করতঃ নিজ পরিবার বর্গ অন্যত্রে বন্ধুবাসে রাখিয়া, গৌড়পতির নিকট উপনীত হইলেন। গৌড়েশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপাল, বারভূঁয়া প্রভৃতি অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রিয় সুহৃদ্ কর্ণসেনকে আগমন করিতে দেখিয়া, সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন প্রদান করতঃ কুশল প্রশ্ন করিয়া দুঃখিত ভাবে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রণতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা।
অভিমানে দুঃখে কান্দে মুখে নাই রা॥

কর্ণসেন অতি কষ্টে গৌড়পতির নিকট নিজের সমস্ত দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিলেন। সোম ঘোষের বেটা ইছাই হইতে এতদূর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

কোপে রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি।
বেঁধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥
কোপে তাপে প্রতাপে হুকুম হ'ল সাজ।
পাত্র মহামদ বলে শুন মহারাজ।
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি।
হুকুমে আনাব ধ'রে সেবা কোন্ পাজি॥

মহামদ পাত্রের পূর্ব্ব হইতেই সোম ঘোষের উপর অত্যন্ত ক্রোধ ছিল, এই সুযোগে তাহার বিশেষ সুবিধা হইল। রাজার নিকট হইতে লিখন পরওয়ানা লইয়া সোম ঘোষের নিকট ভাট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং রাজাকে কহিল—

পরোয়ানা পাঠাই না আসে যদি কাছে।
তবে যা করিব শাস্তি মো'র মনে আছে॥

ভাটকে লিখন পরওয়ানা দিয়া পাঠাইয়া দিলে, ভাটও যথা সময়ে তথায় গমন করিল। ভাটের আগমন শুনিয়া সোম ঘোষ তাহাকে অগ্রসর হইয়া লইতে আসিল। গৌড়পতির পরওয়ানা পাইয়া, সোম ঘোষ বিনয় পূর্ব্বক ভাটকে কহিতে লাগিল; মহাশয়! আপনি যে রাজার লোক এখানে রাজকর লইতে আসিয়াছেন, এ কথা যেন আমার পুত্র ইছাই না জানিতে পারে; কারণ সে অতিশয় দুর্দ্দান্ত. আপনি রাজকর লইতে আসিয়াছেন, ইহা শুনিলে বড়ই বিপদ হইবে; অতএব সঙ্গোপনে আমি আপনাকে কর দিব, কেহ শুধাইলে বলিবেন. সোম ঘোষের সহিত আমার বন্ধুতা আছে। সোম ঘোষের এই কথা শুনিয়া ভাট অত্যন্ত ক্রোধে বলিতে লাগিল।

এত শুনি কোপে তাপে ভট্ট কন্ হাঁকি।
কি কোস বেটাকে তোর থরথরাতে কাঁপি॥
বকেয়া বেবাক ল'য়ে সঙ্গে চল মোর।
কি কব কালের ধর্ম্ম সাধু বাঁধে চোর॥

কর্ণসেন ভেঙ্গে দেবে এই অহঙ্কার।
কহিতে কহিতে হেতা করিয়া শীকার॥
ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর॥

ইছাই শীকার হইতে আসিয়া দেখিল রাজার-লোক রাজকর লইতে আসিয়াছে। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া, ভাটকে নানারূপ শাস্তি প্রদান করিতে লাগিল; সোম ঘোষ পুত্রকে অনুরোধ করিয়া ভাটকে মোচন করিলেন এবং নানা পুরস্কার দিয়া তথা হইতে বিদায় দিলেন। ভাট তথা হইতে বিদায় হইয়া যথা সময়ে গৌড়পতির সমীপে উপনীত হইলেন এবং নিজ দুঃখ কাহিনী ও ইছাই ঘোষের নিষ্ঠুরতা, সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন; রাজা শুনিয়া—

কোপে রাজা জ্বলে যেন হুতাশনে হবি।
* * * * *
ভাটেরে প্রবোধ দিয়া মুচড়িছে দাড়ি॥
ইছাই উপরে হ'ল ভূপতির আড়ি।
কোপে রক্ত লোচন বচন বীর দাপে।
এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে॥
সাজিতে হুকুম দিল দিয়ে হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গার শুধু সারা॥
ঘন রোল দামামা দগড়ে পড়ে কাটি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটি॥

এই রূপে রাজা রণ সাজে সজ্জিত হইয়া চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে অজয় তীরে উপনীত হইলেন।

একে একে কব কত যত রাজ বাট।
প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট॥
ত্বরা পার হ'তে নদী প্রবেশিতে জলে।
পাতাল ভেদিয়া জল আকাশে উথলে॥
দৈববলে বাড়ে নদী কুলকুল শব্দে।
ভেসে গেল কত সেনা ঠেকিয়া বিপদে॥

প্রমাদে পড়িয়া রাজা তীরে আসি উঠে।
মগ্ন হ'য়ে মোকাম করিল নদী তটে॥

ইছাই রাজার আগমন শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া দেবীর আরাধনার নিমিত্ত মন্দিরে গমন করিল এবং বিবিধোপচারে পূজা ও স্তব স্তুতি দ্বারা নিজ বিপদ সমস্তই জানাইল।

স্তুতি শুনি শ্যাম রূপা সাক্ষাতে সদয়।
কন্ কেন কি কারণে কারে কর ভয়॥

দেবীর অনুজ্ঞা লইয়া ইছাই আনন্দ চিত্তে লোহাটা বর্জ্জরকে রণে পাঠাইয়া দিল এবং দেবীর অনুগ্রহে একে একে সকলকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিল। লোহাটা বর্জ্জরকে কাল স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেই যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এদিকে কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে দুর্জ্জয় লোহাটা বর্জ্জর ধরিয়া অতি নৃশংস ভাবে বধ করিল।

কোটালিয়া কাল, বুঝিয়া ভূপাল,
পাত্তর পলাল ছেড়ে।
লোহাটা দুর্জ্জয়, কর্ণসেন ছয়,
তনয়ে হানিল তেড়ে॥

এই ঘোরতর যুদ্ধে সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া, যে যে স্থানে পাইল, পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। ছয় ছয়টী পুত্রের শোকে রাজা কর্ণসেন উন্মাদ প্রায় হইলেন, কর্ণসেন-পত্নী পুত্রশোকে বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্ব শোকে কর্ণসেন হইল পাগল॥
* * * * *
পটাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপিন।
ফকির করিল বিধি দশা হ'ল হীন।

পাঠক! কর্ণসেনের অবস্থার বিষয়টী একবার আলোচনা করুন। এরূপ নৃশংসতার প্রতিশোধ কে না লইতে চাহে? ইছাই! তোমার ও তোমার জাতি মাত্রের উপর লাউসেন যে এ কঠিন সমাজ দণ্ড অর্পণ করিয়া গিয়াছে, তাহা আমার বিবেচনায় সঙ্গতই হইয়াছে।

গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের দুরবস্থা দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুনরায় নানা বসন ভূষণ দিয়া কর্ণসেনকে নিজের নিকটে থাকিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বাড়িল বিশ্বাস বড় রাজার আদেশে।
সমাদরে থাকে রায় ভূপতির দেশে॥
নিযুক্ত নফর চারি করে দিল ভূপ।
বাসা দিল মর্য্যাদা করিয়া কত রূপ।

গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের পুনরায় বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিবেন, এই চেষ্টায় সতত বেড়াইতে লাগিলেন। রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, আমার শ্যালিকা রঞ্জাবতী বয়স্থা হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত কর্ণসেনের বিবাহের ব্যবস্থা করি। এই ভাব প্রকাশ করিলে, রাজার শ্যালক মহামদ পাত্র এ বিবাহে অমত করিলেন। রাজা মহামদের অনিচ্ছা সত্বেও রঞ্জার সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সহিত ভগিনী রঞ্জাবতীর বিবাহ হইল দেখিয়া, মহামদ পাত্র যার পর নাই কুপিত হইলেন; অধিকন্তু ভগিনী ও ভগিনীপতির উপর তাঁহার চির বিদ্বেষ আসিল, এমন কি তাঁহাদের সহিত আর কোনই সংস্রব রাখিলেন না, বরং তাঁহাদের অনিষ্ট চেষ্টায় সতত ফিরিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর মহামদের মনোভাব অবগত হইয়া, কর্ণসেনকে অনুমতি করিলেন, আপনি অদ্যই মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়না নগরে গমন করিয়া, তথায় বাস করুন।

সত্বর সুযুক্তি তার শুনহ সম্প্রতি।
দক্ষিণ ময়না ভূমে করহ বসতি॥

গৌড়পতি এই রূপ অনুমতি করিয়া, তথাকার জয়পতি মণ্ডলকে লিখন পরোয়ানা দিলেন।

জয়পতি মণ্ডলে দিল লিখন পরোয়ানা।
রায় কর্ণসেন যেন আমার তুলনা॥

রাজা গৌড়েশ্বরের অনুমতি লইয়া কর্ণসেন ময়না নগরে যাত্রা করিলেন। দ্বারকেশ্বর নদ পার হইয়া দিবা দুই যামে ময়না নগরে উপস্থিত হইলেন। জয়পতি মণ্ডল রায় কর্ণসেনকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া যথাযোগ্য স্থানে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কাল ক্রমে কর্ণসেন পুত্র-শোক বিস্মৃত হইলেন বটে; কিন্তু ইছাই ঘোষের নিদারুণ অত্যাচারের প্রতি-শোধ লইবার জন্য সততই চিন্তিত রহিলেন। রঞ্জাবতীর ক্রমে ক্রমে যৌবন কাল অতীত প্রায়. তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না, তজ্জন্য রাণী অত্যন্ত দুঃখিতা। নানা রূপ ব্রতাদির অনুষ্ঠান ও বহু উপবাস আরাধনার পর তাঁহার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, অনন্তর প্রসব কাল উপস্থিত হইল; যথা সময়ে পরম বৈষ্ণব ধার্ম্মিক বীর পুত্র লাউসেন ভূমিষ্ঠ হইলেন। বৃদ্ধ বয়সে কর্ণসেন পুনরায় পুত্ররত্ন লাভ করিয়া, যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে নানা রূপ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং ইছাই ঘোষের কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুত্রকে মল্ল বিদ্যা শিক্ষা দিবার মনস্থ করিলেন।

অস্ত পাক ঢেকুরে ইছাই হইল বীর।
নিঠুর গোয়ালা বেটা করেছে ফকির॥
ঐ অগ্নি অন্তরে উথলে ক্ষণে ক্ষণে।
অতেব মল্ল বিদ্যা শিখাব লাউসেনে॥

এই রূপে লাউসেন মল্ল বিদ্যা বিশারদ বীরগণের নিকটে যথা রীতি মল্ল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিতৃবৈরী ইছাইএর বধ সাধনায় চেষ্টিত হইলেন। ইছাই দৈব বলে বলীয়ান. দৈব বলের নিকট দৈহিক বল সর্ব্বদাই পরাস্ত হইয়া থাকে; এই চিন্তা করিয়া দৈব বলের নিমিত্ত ধর্ম্মের উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। অতি কঠোর তপানুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞায় দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার আরাধনায় তুষ্টা হইলেন; লাউসেনকে পরীক্ষা করিবার জন্য দেবী নানা ছলনা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না; অবশেষে ইছাই বধের উপায় বলিয়া দিয়া, নিজ হস্তের অসি খানি প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

ইছাই ঘোষেরও প্রাপ্তকাল উপস্থিত হইয়াছে, কে তাহাকে আর রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। দেবী ইছাইকে দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ করিবার মানসে নিজ হস্তের অসি খানি লাউসেনকে অর্পণ করিয়া গেলেন। দেবী জানিতেন আমার হাতের অসি ব্যতিরেকে ইছাইকে ত্রিভূবনে কেহ বধ করিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং লাউসেনকে উহা অর্পণ করিলেন।

এদিকে গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ পাত্র কর্ণসেনের অনিষ্টের উপায় স্থির করতঃ গৌড়পতিকে এই ভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, মহারাজ! আপনার প্রতাপে সমস্ত স্থানই নিরাপদ হইয়াছে; কেবল মাত্র ঢেকুর নিরাপদ হইল না। যে সোম ঘোষকে আপনি পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র দুর্জ্জয় ইছাই হইতে কেবল আপনি অপমানিত হইলেন। সে দেবীর প্রসাদে ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত ভয় করেনা। কোন্ সময় আসিয়া আপনার অধিকার পর্য্যন্ত লোপ করিবে।

মহামদ রাজার নিকট এরূপ কথা বলিয়া, রাজাকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্য, রাজার নিকট হইতে কোন রূপে একখান লিখন পরোয়ানা লইয়া লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারিলেই, নিশ্চয় ইছাই ঘোষের হস্তে উহার মৃত্যু হইবে এবং রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন ঐ শোকে দেহ ত্যাগ করিবে। এই উদ্দেশ্যে মহামদ পাত্র গৌড়েশ্বরের নিকট ঐরূপ কথা বলিয়া, তাহাকে উত্তেজিত করিতেছিল।

রাজা গৌড়েশ্বর পাত্রের ঐ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কহিলেন, ভাই তুমি ইহার সদুপায় স্থির কর; নতুবা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন পাত্র সুযোগ বুঝিয়া কহিল, মহারাজ! কর্ণসেন পুত্র লাউসেন অত্যন্ত বীর হইয়াছে, একমাত্র সেই ইছাইকে বধ করিতে সমর্থ। লাউসেন ব্যতিরেকে কাহারও সাধ্য নহে যে, ইছাইকে জয় করিয়া, ঢেকুরে অধিকার স্থাপন করে। অতএব আপনি যদ্যপি নিজের মঙ্গল চান, তাহা হইলে সত্বর কর্ণসেনকে লিখন পরোয়ানা পাঠান এবং যাহাতে শীঘ্র লাউসেনকে ঢেকুর যুদ্ধে প্রেরণ করে, তাহার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিউন।

এত শুনি কন রাজা সভয় শরীর।
ওই গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির॥
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পাইল যে ধনে।
কেমনে পাঠাব তারে ঢেকুরের রণে॥
রাজা এত বলিতে পাত্তর বলে হায়।
ভাগিনা জিনিবে রণে কত বড় দায়॥
ব্রহ্মপুত্র লঙ্ঘিয়া যে জিনিল কাঙুর।
তারে কি দুর্জ্জয় বড় অজয় ঢেকুর॥

এইরূপ ছলে কৌশলে রাজার মন ভুলাইয়া একখানি লিখন পরোয়ানার অনুমতি পাইল।

মনে মনে চিন্তি সব সেনের আপদ।
হর্ষ হয়ে পত্র লেখে পাত্র মহামদ।

নিজ মনোমত করিয়া পরোয়ানা লিখিয়া রাজার সহি করিয়া লইলেন।

বদিসাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ॥
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন তারিখ দিল তেরই কার্ত্তিক॥
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবা রাতি॥

রাজার দূত ইন্দ্রজাল, লিখন পরোয়ানা লইয়া ময়না নগরে উপনীত হইল এবং রায় কর্ণসেনকে আগমনের কারণ সমস্তই অবগত করাইল।

ঢেকুর মহিমা কথা শুনি রাজ রাণী।
নয়নে গলিত ধারা গদগদ বাণী॥
কি শুনি আমার বাছা বচন নিঠুর।
তোমাকে ভূপতি নাকি পাঠাবে ঢেকুর॥
এত বলি ধরে রাণী পোয়ের গলায়।
কান্দিয়া কহেন কিছু কর্ণসেন রায়॥
পূর্ব্বাপর ছিল মোর ঢেকুর নিবাস।
গোঁয়ার গোয়ালা হ'তে হ'ল সর্ব্বনাশ॥

ঐ গড়ে মরেছে তোমার ছয় ভাই।
দুর্জ্জয় দেবীর দাস গোয়ালা ইছাই॥
সে সকল সন্তাপ সদাই মনে পড়ে।
না যেও নিষ্ঠুর পুত্রে ঢেকুরের গড়ে॥

লাউসেন পিতামাতার করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ, ইন্দ্রজালের সহিত গৌড় যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে গৌড়ে পৌঁছিয়া গৌড়েশ্বরের চরণ বন্দনা পূর্ব্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

বাপু তব প্রতাপে পৃথিবী হইল জয়।
* * * * * *
কেবল ঢেকুর গড়ে গোয়ালা ইছাই।
চাকর বেটার বড় বেড়েছে বড়াই॥
মহাবীর বিক্রমে এবার মোর বাপ।
জয় কর ঢেকুর ঘুচুক মনস্তাপ॥

গৌড়েশ্বরের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক ইছাই বধের নিমিত্ত সসৈন্যে ঢেকুর রওনা হইলেন। লাউসেনের প্রধান সেনাপতি বীর কালু ডোমও সঙ্গে চলিল। যথা সময়ে ঢেকুর পৌঁছিয়া, কালুবীর লাউসেনকে কহিতে লাগিল।

ইছায়ে বাড়ালে যিনি হয়ে অনুকূল।
এ দেখুন শ্যামরূপা দেবীর দেউল॥

লাউসেন নগর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দর্শন করতঃ সৈন্যদিগকে ইছাই ঘোষের উপবনাদি নষ্ট করিতে ও অজয় হইতে মৎস্যাদি ধরিতে আদেশ করিলেন। এদিকে ইছাই নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ইছাই তদ্দণ্ডেই স্থির করিল, মায়ের কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছি: আর আমার নিস্তার নাই। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া; কোন্ শত্রু ঢেকুর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, ইহা জানিবার জন্য সেনাপতি লোহাটা বর্জ্জরকে সংবাদ লইতে পাঠাইল। লোহাটা যাইয়া দেখিল, কতকগুলি লোক

নগর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নগরের বিঘ্ন করিতেছে। লোহাটা তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তন্মধ্য হইতে কালুবীর উত্তর করিল।

পূর্ব্বাপর ঢেকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
নিপাত করিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি॥

লোহাটা লাউসেনের ও কালুর পরিচয় পাইয়া এবং সেইরূপ গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া, সদম্ভে বলিতে লাগিল।

তোরে জানি তারে জানি আরে বেটা থাক।
লাউসেনে লয়ে তুঁ পলায়ে প্রাণ রাখ॥
মহারাজা থাক মোর গোয়ালা ইছাই।
এই হাতে বধেছিরে সেনের ছ ভাই॥
এবে হ'ল লাউসেন বংশে দিতে বাতি।
কতবার হেরে গেছে গৌড়ের ভূপতি॥

এইরূপ বাগ্‌যুদ্ধ ক্রমশঃ প্রকৃত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরিণত হইল। লোহাটার পক্ষে বহু সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হইল; পশ্চাৎ কালুবীর লোহাটা বর্জ্জরের শিরশ্ছেদন করিল এবং সেই মস্তক লাউসেনের নিকট লইয়া গেল; লাউসেন একখানি পত্র সহ সেই মস্তক গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অজয় পার হইয়া ঢেকুরে প্রবেশ করতঃ ইছাইকে আক্রমণ করিল এবং কালুবীর ঘন ঘন হুঙ্কার ও শিঙ্গার শব্দ করিতে লাগিল। সেই শব্দে সমস্ত নগর কম্পিত হইয়া উঠিল। ইছাই সেই শব্দ শুনিয়া সসৈন্যে বহির্গত হইলে, কালুবীর ইছাইকে দেখিয়া কহিতে লাগিল।

বীরকালু নাম মোর ময়নাতে ঘর।
চিরকাল মহামতি সেনের চাকর॥
পূর্ব্বাপর ঢেকুর ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
সে জন নাশিতে এল গোয়ালার সৃষ্টি॥
শুন বলি বচন বিলাস কর সুখে।
কর লয়ে এ'স মহারাজের সম্মুখে॥
কোন দুঃখে কখন ঠেকিবি নাহি ভাই।
বড় না বড়াই কর বলিছে ইছাই॥

ছ বেটা কাটায়ে যার বাপ হইল দূর।
সে জন এসেছে সেজে যাবে যমপুর।
ভঙ্গ দিল গৌড়পতি মোরে ভাবি জোড়া॥
কত তেজ ওরে কেলো তোর এত ত্বরা।

পরস্পর এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা করার পর, কালুবীর বলিতে লাগিল।

গোঁয়ার তোমার বাপ গরু রাখে মাঠে।
তার বেটা হ'য়ে কেন এত মুখ ছোটে॥
*　　*　　*　　*　　*　　*
এখন অভয় পাবি অবনত হ'য়ে।
সেনের শরণ নেগা রাজ কর দিয়ে॥

কথায় কথায় উভয় বীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল; কালুর সহিত ইছাই ঘোষের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। ইছাইএর সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কেহ সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেকেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পশ্চাৎ ইছাই ঘোষের হস্তে কালুবীরও ধরাশায়ী হইয়া মহানিদ্রার ক্রোড়ে চির বিরাম লাভ করিল। কালুবীর প্রাণ পরিত্যাগ করিলে; লাউসেন অতি শোকার্ত্ত হইয়া, সে দিবসের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার জন্য ইছাইকে অনুরোধ করিলেন।

ধেয়ে আসি কন রাজা গোয়ালা নন্দনে॥
আজি যাও বাড়িকে বিজয়ী হ'লে রণে॥

লাউসেনের অনুরোধে ইছাই সে দিবসের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিয়া স্বস্থানে গমন করিল। তৎপরদিন আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের জয়াকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ঐ সময় লাউসেন ইছাইকে বলিতে লাগিলেন।

রাজকর গৌরব, গৌরবে এনে দে।
ইছাই বলিছে দিব কর নেবে কে॥
প্রাণ ল'য়ে পলাইল গৌড়ের ভূভুক।
এত তেজে এত বড় কে ধরে ওজুক॥
সম্মুখ সংগ্রামে সদা সংহারিব তায়।
কুপিল গোপের বোলে লাউসেন রায়॥

এই বলিয়া দুইজনে মহাক্রোধে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; দিবারাত্রের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম নাই; কত কত মহাবীর সেই ভীষণ যুদ্ধে ধরাশায়ী হইল উভয়ে দৈববলে বলীয়ান; কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে না; উভয়পক্ষের সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। লাউসেন সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রাণ সংশয় বিবেচনা করিয়া প্রাণ ভয়ে দেবী প্রদত্ত খড়গ উত্তোলন পূর্ব্বক ইছাইএর প্রতি ধাবমান হইলেন*। ইছাই দেবীর সেই খড়গ দেখিতে পাইয়া নিজের আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিল এবং জন্মের মত সেই আরাধ্যা দেবীর চরণ চিন্তায় মনোনিবেশ করিল; লাউসেন আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, ঐ সময় দেবী প্রদত্ত খড়গ দ্বারা ইহাকে দ্বিখণ্ড করতঃ ভূমিসাৎ করিলেন।

ইছাই পড়িল রণে হইল ঘোসণা।—

যাও ইছাই! তোমার আরাধ্যা দেবী বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, যাও তুমি তোমার মায়ের কোলে গিয়া চিরশান্তিসুখ ভোগ করগে। ভারতমাতা আজ তোমায় অঙ্কে ধারণ করিয়া, বীরমাতা হইয়াছিলেন। তোমায় পাইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য পূর্ব্ব মৃত বীর পুত্রগণের শোক কিছু ভুলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ তোমায় তিনি হারাইয়া পূর্ব্ব শোকরাশি তাঁহার দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত হইল।

পাঠক! এ যুদ্ধও সামান্য মনে করিবেন না। ইহাতেও বহু লোক ক্ষয় হইয়াছিল; কিংবদন্তী আছে ঐযুদ্ধে এত নর শোণিত প্রবাহিত হইয়াছিল যে উহাতে একটী রক্তনালা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ নালা তথায় অদ্যাপিও বর্ত্তমান থাকিয়া ইছাই ঘোষের মহা যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে। ইছাই ঘোষের ও লাউসেনের এযুদ্ধ কেহ কল্পিত ব্যাপার মনে করিবেন না। বঙ্গবাসী প্রেসের প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পুস্তকের ভূমিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "ঘনরাম উঁহার কাব্যমধ্যে যে সকল স্থানের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কপোল কল্পিত নহে। ময়না নগরে নায়কের জন্ম; ময়না মেদনীপুরের অন্তর্গত; রাজ-

* কেহ কেহ বলেন লাউসেন স্তব স্তুতি দ্বারা এই সময় খড়্গ পাইয়াছিলেন।

বাটীর ভগ্নপ্রাসাদ এখনও স্তূপীবৃত জঙ্গলময়। ইছাই ঘোষের বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক! তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া নয়ন মন সার্থক করিতে পারেন"।

এদিকে লাউসেন ঢেকুর জয় করিয়া প্রথমত পিতৃবৈরী, ইছাই পিতা সোমঘোষকে নানারূপ যাতনা দিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর যে সমস্ত কর নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ইছাই কর্ত্তৃক নানা দেশ দেশান্তর হইতে যে সকল গোপ ইছাই কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহারা লাউসেনের সহিত বিপক্ষতাচরণে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে কতক রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন ও কতককে অতি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রাজ্য মধ্যে পূর্ব্ব রীতি নীতি যাহা ইছাই কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিলেন। ইছাই ঘোষের সেই ভীষণ নৃসংশতা, সেই পিতৃ সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পিতাকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্করণ এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণকে পশুবৎ হত্যা ও সেই শোকে বিমাতার আত্মহত্যা এবং সর্ব্ব দুঃখে পিতার সন্ন্যাসী হওয়া; এই সকল যুগপৎ হৃদয়ে উদিত হওয়ায়, তিনি চির কালের জন্য কোন কঠিন শাস্তি প্রদানের স্থির করিয়া, ঘোষণা করিলেন, আজ হইতে গোয়ালা জাতিকে অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর জ্ঞান করিবে এবং সমাজ মধ্যে ইহাদিগকে লইয়া কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না; ইহাদিগকে অতি নীচ ঘৃণ্য অন্ত্যজ জ্ঞান করতঃ গ্রামের প্রান্ত ভাগে যাহাতে বাস করে, তাহার জন্য সকলে সতত চেষ্টিত থাকিবে; এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন ইহাদিগের সহিত বৃথা আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। এই সকল নিদারুণ নিয়ম তাঁহার অধিকার মধ্যে সকলকেই বাধ্য হইয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইল। রাজ আজ্ঞা, ন্যায় হউক অন্যায় হউক, সকলকেই বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কাহারও অন্যথা করিবার শক্তি নাই। রাজার অন্য কোন দণ্ড হইতে কোন সময়ে না কোন সময়ে অব্যাহতি পাইবার আশা থাকে; কিন্তু রাজার সমাজ দণ্ড অতি ভীষণ, তাহা হইতে আর পরিত্রাণের আশা থাকে না। উহা একবার সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া প্রচলিত হইলে, তাহার প্রতিকার

হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সমাজ দণ্ড তুল্য আর দণ্ড নাই; এই ভাবিয়াই লাউসেন ইছাই ঘোষের স্বজাতিগণকে এইরূপ কঠিন সমাজ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া গেলেন। তাঁহার অবসানে, এমন কি তাঁহার বংশের অবসানেও ঐরূপ দণ্ড হইতে আর অব্যাহতি পাইবে না। সুতরাং ঐরূপ দণ্ডই স্থির করিলেন। তৎকালে সমাজের শাসন এইরূপই ছিল। সমাজের অধিপতিরা যাহার উপরে যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। সেই হইতে বৰ্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ আর বীরভূম জেলার পূর্ব্বাংশ অধুনা যে স্থান শ্যামরূপার গড় বলিয়া বিখ্যাত, তথা হইতেই গোপ জাতির সামাজিক অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে সেই গোপদিগের মধ্যে যাহারা ইছাইএর আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারিয়া গোপনে লাউসেনের সাহায্য কল্পে নিযুক্ত হয়, তাহারাই যে পরিনামে লাউসেনের অনুগ্রহে সমাজে অধিকার লাভ করতঃ স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল; ইহাই অনুমেয়। এই রূপে তাঁহার অধিকার মধ্যে দুই দল গোপ দুই রূপে সৃষ্ট হইল; এক দল সৎ হইল, আর এই এক দল মন্দভাগ্য. লোকের চক্ষে ক্রমশঃ অসৎ হইল। এই জন্যই অদ্যাবধি ঐ বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় এই দল ভেদের মাত্রা পরিমাণে কিছু অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমান লাউসেন এইরূপ ভাবে ঢেকুর সুশাসন ও পূর্ব্বরীতি নীতি পুনশ্চ সংস্থাপন করিয়া এবং চিরকালের জন্য ইছাই ঘোষের জাতি মাত্রের কপালে আগুন লাগাইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইয়া গৌড়পতির সমীপে সমস্ত ঘটনা বিস্তার পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিয়া দেশে যাইবার নিমিত্ত রাজার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

রাজা বলে গমনে উচিত বটে ত্বরা।
পিতা মাতা ঘরে তব জীয়ন্তেতে মরা॥
ঐ গড়ে কর্ণসেন হয়েছে যে ফকির।
সন্তাপে শরীর তার সদাই অস্থির॥

গৌড়পতির নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া লাউসেন ময়না যাত্রা করিলেন এবং যথা সময়ে ময়না নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা মাতা পুত্রকে পাইয়া উভয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্র হস্তে চির শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বারম্বার আলিঙ্গন, মুখচুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। নগরে নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতির ধ্বনি হইতে লাগিল; নগর বাসী মাত্রেই সকলে আনন্দে বিভোর হইয়া রহিল। রাজা, দীন, দুঃখী অন্ধ, খঞ্জ, যাচক প্রভৃতিকে প্রভূত অর্থাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিনের জন্য ময়না নগর পরম সুখের আবাস ভূমি হইল।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিলেন গোপের দুরবস্থার হেতু কি? নতুবা আংশিক ভাবে এইরূপ হইবে কেন? এইজন্যই আজ বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে গোয়ালা জাতিকে এত অনাদর করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি হে সমাজ! একবার এজাতির প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করুন। এতদিন কঠিন দণ্ডভোগ করিয়াও কি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? এতদিন বাদ সাধিয়াও কি সাধ মিটে নাই; সমস্তই করিতেছ, সমস্তই হইতেছে, কেবল গোপজাতির প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে না! সমাজ! তোমার ইচ্ছা হইলে কিনা হইতে পারে; তোমার অসাধ্য ত কিছুই নাই। যে কারণে ইহারা নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করুন। হয় সম্পূর্ণ ভাবে ইহাদিগকে গ্রহণ করুন, নতুবা একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসাতলে নিক্ষেপ করুন। আর ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অর্দ্ধপথে ভ্রমণ করিতে পারে না।

অনেক দেখাইলাম, অনেক বকিলাম; শাস্ত্র যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়; শাস্ত্র বাক্য গুলি যদ্যপি বাতুলের বাক্য বলিয়া উপেক্ষিত না হয়; যুক্তি প্রমাণ গুলা যদ্যপি ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়; যদি ঈর্ষাশূন্য হইয়া কুটীল কটাক্ষ পরিত্যাগ করা হয়; তাহা হইলে গোপ জাতি পবিত্র জাতি বলিয়া নিশ্চয়ই গৃহীত হইবে।

অবশেষে আর দুই চারিটী কথা সাধারণকে জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বঙ্গদেশ বাসী মাত্রেই আবহমান কাল হইতে নবদ্বীপকে ভারতীর আবাস ভূমি জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন। কত কত গ্রন্থকর্ত্তা এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করতঃ বঙ্গের চির স্মরণীয় হইয়া নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। যাঁহাদিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, বঙ্গের মধ্যে কেহ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন না, সেই মহাত্মাদিগের জন্ম স্থান নবদ্বীপ। যাঁহারা নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; তাঁহাদিগকেই নবদ্বীপের মহাত্মাগণের কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। এই অনুসারে প্রায় বঙ্গদেশবাসী পণ্ডিত মাত্রেরই গুরুস্থান শ্রীধামনবদ্বীপ। যাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; সেই দেশগুরু ঋষিকল্প মহাত্মাগণ এই গোপ জাতিকে লইয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াগিয়াছেন ? বিদেশে গমন কালীন, পাক কার্য্যের ও দেবার্চ্চনার সাহায্যার্থেই একমাত্র এই গোপ জাতিই উঁহাদের অনুগমন করিত। ইহারা যদ্যপি ঘৃণ্য, অন্ত্যজ, অব্যবহার্য্য জাতি হইত, তাহা হইলে ঐ সকল মহাত্মাগন এই জাতির স্পৃষ্ট জলাদিও কি কখন গ্রহণ করিতেন ? অদ্যাবধিও ঐ ভাবের তারতম্য হয় নাই। অন্যান্য স্থানের বৈড়ালব্রতধারী পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাপুরুষগণ, যাঁহারা গোপ জাতিকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা এই নবদ্বীপধামে আগমন করতঃ ইহার সত্যাসত্য যেন চক্ষুগোচর করিয়া যান। ঐ সকল মহাপুরুষগণের প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মোচনের জন্য, এতদ্দেশের বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ গোপ জাতির উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহার বিবরণ কিছু অবগত করাই। সন ১২৯২ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে, নদীয়া জেলা মুড়াগাছা গ্রামে দ্বারকানাথ ঘোষের পিতা ৺তিনকড়ি ঘোষের (গোপের) আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের নিমন্ত্রিত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ উপস্থিত হইয়া দানাদি গ্রহণ করিয়া, তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যথা —

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভুবন মোহন বিদ্যারত্ন।	পণ্ডিত মথুরানাথ পদরত্ন।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যাবাগীশ।	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত।
,, ,, যদুনাথ সার্ব্বভৌম।	,, ,, রাজকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন
,, ,, অধিনাত্র তর্করত্ন।	,, ,, প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন
,, ,, মথুর তর্কবাগীশ।	,, ,, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি।
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ।	,, ,, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন।
,, ,, নৃসিংহ প্রসাদ তর্কালঙ্কার।	,, ,, উমাচরণ ন্যায়রত্ন।
,, ,, কাশীনাথ শাস্ত্রী।	,, ,, নৃসিংহ ভট্টাচার্য্য।
,, ,, ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য।	,, ,, গোপাল গোস্বামী।
,, ,, মোহন তর্করত্ন।	,, ,, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন।

এতদ্ব্যতীত বিল্বপুষ্করণী, পূর্বস্থলী, সমুদ্রগড়, মাজদে, আঁসমালী, রাণাঘাট, উলা, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কাল্না প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীও উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পণ্ডিতগণ কি শাস্ত্র জানেন না ? না ইহাঁরা উন্মাদ ? ।

আরও দেখাই—*

জেলা যশোহরের অন্তর্গত মহাকাল গ্রাম নিবাসী শশিভূষণ ঘোষের (গোপের) আদ্যকৃত্য ১৩০৮ সাল ১১ই মাঘ শুক্রবার হইয়াছিল, তদুপলক্ষে বহুগ্রামের নিমন্ত্রিত অধ্যাপক এবং মহাকাল, দেয়াপাড়া, শ্রীধরপুর, পুড়খালি, তকম্বাক, আফরা, বাশুড়ী, অভায়নগর, ঘোপের ঘাট, বিছালী, শুকনাড়া, মথুরাপুর, সেখাটী, আড়পাড়া, রামজীবনপুর, জঙ্গলবাদাল, সিঙ্গিয়া, ভওয়াখালী প্রভৃতি গ্রামের সামাজিক ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাস্থ অধ্যাপকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামদাস বিদ্যাসাগর। সাং নড়াইল।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ তর্কবাচস্পতি।
	,, ,, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি।
,, ,, কৈলাস চন্দ্র ন্যায়রত্ন।	,, ,, বসন্ত কুমার স্মৃতিভূষণ।
,, ,, নারাণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন।	সাং উজিরপুর।

*ইহা যশোহর পতিজালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক সংগৃহীত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থ।
সাং ইতনীয়া।
,, ,, শশধর বিদ্যারত্ন।
সাং দেয়াপাড়া।
,, ,, মহিমা চরণ বিদ্যারত্ন।
,, ,, দ্বারিকা নাথ স্মৃতিরত্ন।
সেনহাটী।
,, ,, মথুরানাথ স্মৃতিরত্ন।
ভুগিল হাট।
,, ,, অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন।
,, ,, চন্দ্রকুমার ঐ
সাং ফুকরা।
,, ,, কৃষ্ণমোহন বিদ্যারত্ন।
সাং মল্লিকপুর।
,, ,, রজনীকান্ত ন্যায়রত্ন।
সাং মহেশ্বরপাসা।
,, ,, জানকীনাথ শিরোমণি।
সাং কুড়ুকদিয়া।
,, ,, যদুনাথ বিদ্যারত্ন।
,, ,, গোপাল চন্দ্র ঐ
সাং নৈহাটী।
,, ,, কৈলাসচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
সাং ঘাটভাগ।
,, ,, শশধর তর্করত্ন।
সাং বারুইখালি।
,, ,, শশধর স্মৃতিভূষণ।
সাং কাইট পাড়া।
,, ,, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।
সাং বড়গাচী।
,, ,, কুটীশ্বর বিদ্যারত্ন।
সাং কাশীপুর।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাম চরণ ন্যায়ভূষণ।
সাং রুদ্রঘড়া।
,, ,, মোহন চন্দ্র বাচস্পতি।
সাং শ্রীধরপুর।
,, ,, কৃষ্ণমোহন তর্করত্ন।
,, ,, মধুসূদন তর্কালঙ্কার।
,, ,, জানকী নাথ শিরোমণি।
,, ,, ললিত মোহন তর্করত্ন।
সাং জয়নগর।
,, ,, যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতিভূষণ।
,, ,, গোপালচন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার।
,, ,, আশুতোষ বিদ্যারত্ন।
,, ,, উমানাথ শিরোমণি।
সাং রাংদিয়া।
,, ,, কৃষ্ণমোহন শিরোমণি।
সাং মধ্যপল্লী।
,, ,, প্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন।
সাং নালীয়া।
,, ,, কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ।
কড়রা।
,, ,, শশধর স্মৃতিভূষণ।
সাং কাড়াপাড়া।
,, ,, বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থ।
সাং পাগলা।
,, ,, আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ।
সাং দিয়া।
,, ,, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
,, ,, কৃষ্ণ নাথ ন্যায়পঞ্চানন।
সাং আমতোল নওয়াহাটা।
,, ,, দুর্গাদাস কাব্যতীর্থ।
সাং কুড়িগ্রাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকী নাথ শিরোমণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ।
সাং কুড়িগ্রাম। সাং পিলজঙ্গ।
,, ,, সূর্য্যকান্ত সিদ্ধান্ত। ,, ,, অক্ষয়কুমার শিরোমণি।
সাং গোবরা। ,, ,, অভয়াচরণ বিদ্যাসাগর।
,, ,, মধুসূদন বিদ্যারত্ন। সাং আজগড়া।
সাং টগরবন্দ। ,, ,, অন্নদাচরণ বিদ্যাবাগীশ।
,, ,, গিরিশচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সাং লোহাগড়া।
সাং বেন্দা। ,, ,, শ্রীনাথ বিদ্যারত্ন।
,, ,, উপেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ—সাং ভেকুটীয়া।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত মদনপুর গ্রাম নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র ঘোষ (গোপের) আদ্যকৃত্য ১৩০৯ সাল ১২ই বৈশাখ হইয়াছিল, তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণ যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামলাল তর্করত্ন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর স্মৃতিরত্ন।
সাং পাঁজিয়া। সাং তালুকঘর।
,, ,, রামচরণ ন্যায়ভূষণ। ,, ,, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।
সাং রুদ্রঘড়া। সাং ভুগিল হাট।
,, ,, অভয়াচরণ তর্কবাগীশ—বিদ্যানন্দকাটী।

ইহা ভিন্ন সামাজিক ব্রাহ্মণগণও উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

এই সকল মহামান্য অধ্যাপকগণ গোপজাতির কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারা গোপজাতির বাটীতে পদধুলি দিতে পারিলেন, আর যাহারা শাস্ত্রের ধার ধারেনা অথচ তাহারা বিচারমল্ল সাজিয়া গোপের জাতি বিচার করিতে প্রস্তুত হইল; ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে। প্রকৃত পণ্ডিতের দুই একটী কথা অসহ্য হইলেও তাহা সহ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু পণ্ডিতের মুখের কথা শুনিয়া যাহারা পণ্ডিত, তাঁহাদের কথা একেবারে বিষের তুল্য অসহ্য। যেমন সূর্য্যের তেজটী মস্তকেও বরং সহ্য হয়; কিন্তু সেই সূর্য্যের তেজে তেজী যে বালুকা তাহার তেজ পদতলেও সহ্য করা যায় না।

পুনশ্চ আর একটী কথা শ্রবন করুন।*

জেলা যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়ার রাজ পুরোহিত চন্দ্র কান্ত শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভেকুটীয়া গ্রামে বহু সামাজিক ব্রাহ্মণগণ ও অধ্যাপকগণের একটী মহতী সভা হইয়াছিল। সেই সভায় পতিঙ্গালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গোয়ালা জাতীর পৌরহিত্য কার্য্যাদি আমাদের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ করিতে অসম্মত হয়েন. ইহার কারণ কি? গোয়ালা জাতি দোষী, কি নির্দ্দোষী? পৌরহিত্য কার্য্যাদি করিতে পারা যায় কি না? ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ সভাস্থ থাকিয়া, ১৩০৬ সালের ৭ই ফাল্গুন রবিবার এইমত আদেশ করেন যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা (নবশাখের) যাজন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা গোয়ালা জাতির পৌরহিত্য কার্য্যাদি অনায়াসে করিতে পারেন।

গোয়ালা বর্ণসঙ্কর জাতি নহে, অম্লানে দধি দুগ্ধাদিতে জল মিশ্রিত করিয়া দিলে দেবতা ব্রাহ্মণের সেবা হইয়া থাকে, অতএব যে গোয়ালাদিগের এরূপ দধি দুগ্ধাদি খাওয়া যায়, তাহাদের যাজন কার্য্যাদি অনায়াসে করিতে পারা যায়।

সভাস্থ অধ্যাপকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জগদীশ চন্দ্র স্মৃতিকণ্ঠ।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশিভূষণ বেদান্তবাগীশ।
,, ,, শ্রীপতি স্মৃতিতীর্থ।	,, ,, শশিভূষণ স্মৃতিকণ্ঠ।
সাং বিষ্ণুপুর (যশোহর)।	সাং নড়াইল।
,, ,, মথুরানাথ স্মৃতিতীর্থ।	,, ,, যোগেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ।
,, ,, কালীপ্রসন্ন-বিদ্যারত্ন।	,, ,, ভারত চন্দ্র তর্করত্ন।
সাং মল্লিকপুর।	সাং নলডাঙ্গা।
,, ,, নরহরি শাস্ত্রী।	,, ,, রাঘবৎ বেদান্তবাগীশ।

*ইহাও যশোহর পতিঙ্গালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলাল তর্কতীর্থ। সাং যশোহর।	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ স্মৃতিভূষণ। সাং বিছালী।
,, ,, গোপাল চন্দ্র ন্যায়ালঙ্কার সাং জয়নগর।	,, ,, গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ। সাং যশোহর।
,, ,, রামলাল তর্করত্ন। সাং পাঁজিয়া।	,, ,, শশধর স্মৃতিতীর্থ। সাং ভুগিলহাট।
,, ,, গঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ন। সাং সারুলিয়া।	,, ,, সারদা চরণ স্মৃতিভূষণ। সাং কাশীপুর।
,, ,, দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ। সাং প্রতাপবাটী।	,, ,, প্রিয়নাথ তর্কবাগীশ। সাং কাশীপুর।
,, ,, সীতানাথ ন্যায়ালঙ্কার। সাং শেখাটী।	,, ,, কৈলাস চন্দ্র ন্যায়রত্ন। সাং ভওয়াখালী।
,, ,, রামচরণ শিরোমণি। সাং দেয়াপাড়া।	,, ,, প্রমথ নাথ তর্কভূষণ। সাং নারিকোল।
,, ,, কৈলাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। সাং হাট বাড়িয়া।	,, ,, মধুসূদন বিদ্যারত্ন। সাং লোহাগড়।
,, ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সাং বেন্দা।	,, ,, শীতল চন্দ্র শিরোমণি। সাং চাঁদবাটী।
,, ,, ব্যোমকেশ তর্করত্ন। সাং তালখড়ি।	,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ চূড়ামনি।
,, ,, কৃষ্ণ মোহন শিরোমণি। সাং মাইচ পাড়া।	,, ,, রামদাস বিদ্যারত্ন। সাং চাঁচড়া।
,, ,, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। সাং বাগুটীয়া।	,, ,, যজ্ঞেশ্বর স্মৃতিরত্ন। সাং ভালুকঘড়।
	,, ,, রঙ্গলাল স্মৃতিতীর্থ।
	,, ,, রামলাল বিদ্যারত্ন। সাং কাইট পাড়া।

এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার মধ্যেও অনেক পণ্ডিতগণ গোপবাটি নানা কার্য্যাদি উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বাহুল্য ভয়ে আর দেখান হইল না; আবশ্যক হইলে পশ্চাৎ দেখাইব।

পরিশিষ্ট।

—:•:—

শাস্ত্রের গৌরব চারিযুগ। শাস্ত্রই অতীত কালের যাবতীয় ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়; এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রই আদরের সামগ্রী। সেই শাস্ত্রই যখন গোপ জাতির অতীত কালের সমস্ত কথা প্রকাশ করিতেছে তখন ত আর গোপ জাতির জাতি নির্ণয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যাঁহারা শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, অথবা শাস্ত্রের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, নিজেদের উর্ব্বর মস্তিষ্কে উপ্তবীজকে সতত পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সে সকল মহাশয়দিগকে শাস্ত্র দেখাইতে ইচ্ছা করি না। এবং শাস্ত্র দেখাইলেই বা শুনিবেন কেন? সে দেখান কেবল তুষাবঘাত মাত্র। তবে যাঁহারা শাস্ত্র দর্শী সমাজহিতৈষী এবং ঈর্ষাশূন্য সুকু-সংস্কারাচ্ছন্ন নহেন; তাঁহারাই যথার্থ ইহার সত্যাসত্য মীমাংসা করিবেন। তাঁহাদেরই নিকট গোপ জাতিরা আত্মকাহিনী নিবেদন করিতেছে। এপর্য্যন্ত গোপ জাতির বৃত্তান্ত সমস্তই জানাইয়াছি এক্ষণে পরিশিষ্টাংশে সংক্ষেপ পূর্ব্বক আর কিছু পাঠকবর্গকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব, এটুকুও সাদরে গ্রহণ করিবেন।

বেদে চারি জাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে তৃতীয় জাতি গোপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির মধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা আর্য্য, আর শূদ্র অনার্য্য। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম প্রজা পালনাদি, বৈশ্যের কর্ম্ম গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য; শূদ্রের কর্ম্ম তিনবর্ণের শুশ্রুষা, অর্থাৎ উঁহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যের সাহায্যার্থে সতত যত্নবান থাকা। বিধাতা এই সকল কর্ম্ম এই চারি জাতির প্রতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঐ বৈশ্য জাতিরা আবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়। গোবৃত্তি জীবী, কৃষিজীবী ও বাণিজ্য কর্ম্ম জীবী। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও

এবিষয়ে লিখিত হইয়াছে যে, বৈশ্য কর্ম্মগুলি একের সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং পৃথক পৃথক ব্যক্তিতে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বৈশ্যের মধ্যে যাহারা গোরক্ষা করিত তাহারা গোপ এবং যাহারা কৃষি কার্য্য করিত তাহারা কৃষক ও যাহারা বাণিজ্য কার্য্য করিত তাহারা বণিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালক্রমে উহারা বৃত্তি অনুসারে তজ্জাতি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গেল; অর্থাৎ গোপ, কৃষক ও বণিক; কিন্তু উহারা উৎপত্তিতে সকলেই বৈশ্য। সৃষ্টির আদি কাল হইতেই গোপজাতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে গোপ জাতির নাম যথেষ্ট দেখান গিয়াছে। তৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন আর জাতি ছিল না। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যেরা গোপালন কার্য্য করিত এবং ঐ গোপালনকারীরা গোপ বলিয়া পরিচিত হইত, এইজন্য ঐ গোপগণের বৈদিক মন্ত্র পাঠে অধিকার ছিল। বৈদিক যুগের অবস্থা এইরূপ ছিল এবং এই ভাবে সমাজে চারি জাতি নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তৎকালে রাজার তীব্র শাসন সমাজের উপর থাকায়, যাহার যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট; সে তাহার অন্যথাচরণ করিলে, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। বহুদিন যাবৎ এই রীতি বা এই অনুশাসন বিদ্যমান ছিল। মধ্যে এই রীতির কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া পড়ে। পরশুরাম যৎকালে ক্ষত্রিয় বংশধ্বংস করেন, একবিংশতিবারের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল হইয়া গেলে, তৎকালে রাজ শাসনের অভাব প্রযুক্ত সমাজে নানা রূপ ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, সকলেই স্বেচ্ছাচারী এবং বিপথগামী। এমন কি বল পূর্ব্বক বৈশ্য ও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পত্নীতে গমন করিতে লাগিল এবং প্রায় সকল জাতিরই পরস্পরের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির বৈষম্য ঘটিয়া পড়িল। এইরূপ নানা বিশৃঙ্খলা হওয়ায় বৃত্তি বিপর্য্যয়তা হেতু, কতক শূদ্র জাতি প্রকাশ্য ভাবে গো প্রতিপালন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহারাও ক্রমশঃ গোপ নাম ধারণ করিয়া গোপ বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, * মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর প্রতি দয়া পরতন্ত্র হইয়া এবং সমাজের বিষম অনিষ্ট হইতেছে দেখিয়া গুপ্ত রক্ষিত ক্ষত্রিয় কুমারগণকে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ সকল প্রকার উপপ্লব বিদূরীত করেন এবং যে সকল জাতিরা পরস্পর বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ছিল, তাহাদিগকে যথা রীতি শাসন পূর্ব্বক যাহার যে বৃত্তি তাহাকে সেই বৃত্তি পুনরায় গ্রহণ করাইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন। তৎ-পরে পুনশ্চ বৈশ্যেরাই গো পালন কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং শূদ্র প্রভৃতি জাতিরা নিজ নিজ বৃত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের গৃহীত বৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

তদনন্তর কিছু কাল অতীত হইলে, দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ নিমিত্ত দেবগণের সহিত নিত্যধাম গোলোক হইতে পৃথিবীতে গোপ কুলে আবির্ভূত হইলেন; সেই হইতে আরও গোপ জাতি জগতে সুবিখ্যাত হইয়া পড়িল এবং বৈশ্যজাতিরাই যে গোপালন কার্য্য করিয়া গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। গোপ বলিলেই বৈশ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলে বুঝিত পৃথক করিয়া আর বৈশ্য পদযুক্ত পূর্ব্বক উল্লেখ করিতে হইত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপ বেশই অতি প্রিয় ছিল; গোচারণোপযোগী দণ্ডাদি গ্রহণ করিয়া গোপ বালকদিগের সহিত মাঠে মাঠে গোচারণ করিয়া বেড়াইতেন। গোলোকেও তিনি গোপবেশে গোলোকবাসী গোপ বালকগণের সহিত কামধেনুগণকে চারণ করাইতেন। তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ কালে ঐ সকল গোপ গোপী এবং সেই সকল কামধেনুর সহিত আগমন করিয়া গোপরাজ নন্দের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও অন্যান্য গোপ গোপী ইঁহারা ব্রজবাসী গোপদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া নন্দ গোপের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

এসন্দেহ দূর করিবার জন্য এই স্থলে এ বিষয়ে কিছু পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা করিতে বাধ্য হইতে হইল। নন্দ, যশোদা, বসুদেব

* পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দেবকী প্রভৃতি ইঁহারা সকলেই বা কে ছিলেন, ইহার বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে উল্লেখ করি।

বরাহ কল্পে ধরা অসুর ভারে আক্রান্তা হইয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ দুঃখ বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাপন করিলে, ব্রহ্মা সেই অশ্রুমুখী ধরণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক আশ্বাসিত করতঃ স্বয়ং দেবগণকে লইয়া কৈলাসে শঙ্করের নিকট গমন করিলেন এবং স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শঙ্কর, পার্ব্বতী ও ব্রহ্মার সহিত যুক্তি করিয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সমীপে গমনপূর্ব্বক ধরণীর দুঃখ বিষয় জ্ঞাপন করিলে বৈকুণ্ঠ পতি বিষ্ণু সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, আপনারা গোলোকে গমন করুন; আমিও লক্ষ্মীর সহিত পশ্চাৎ গমন করিতেছি এবং সাবিত্রী দেবমাতা অদিতি, সরস্বতী ও শ্বেতদ্বীপ নিবাসী নর-নারায়ণ প্রভৃতি যিনি যে স্থানে আমার অংশ বা কলা, কিম্বা কলাংশ রূপে বিরাজ করিতেছেন সকলেই গমন করিবেন। এই কথা শুনিয়া সকলে বৈকুণ্ঠের উপরিভাগে বহু যোজন বিস্তৃত বায়ু মাত্র আধারে স্থাপিত, হীরা ও মণি প্রভৃতি দ্বারা শোভিত, রত্ন প্রাচীর বেষ্টিত, কদলী, আম্র, নারিকেল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল, গুবাক খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, মন্দার, মালতী, মাধবী ও মল্লিকা প্রভৃতি নানা বৃক্ষরাজি পরিশোভিত, কোটী কোটী গোপ গোপীতে পরিবেষ্টিত, অনুত্তম গোলোক ধামে উপনীত হইলেন এবং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে গোলোক পতির স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইয়া দ্বিভুজ মুরলী ধারী গোলোক বিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আশ্বাসিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বেই এ সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। দুষ্ট রাজগণ কর্ত্তৃক ধরণী অত্যন্ত প্রপীড়িতা হইয়াছেন; এক্ষণে আপনাদের বাক্যানুসারে ধরণীর ভারাপনোদনের জন্য শীঘ্রই আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব এবং আপনাদিগকেও আমার সহিত গমন করিতে হইবে। তৎপরে গোপ গোপীগণকে মৃদুস্বরে

কহিলেন; তোমাদিগকেও ব্রজপুরে গোপেদের ঘরে ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ইত্যবসরে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু তথায় উপস্থিত হইয়া গোলোক বিহারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীন হইয়া গেলেন এবং শ্বেতদ্বীপ নিবাসী নর-নারায়ণও ঐরূপ ভাবে তথায় আসিয়া কৃষ্ণাঙ্গে মিলিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ-বাসিনী লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন, পৃথিবীতে ভীষ্মকরাজ গৃহে বৈদর্ভীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া রুক্মিণী নাম ধারণ করিবে; আমি বসুদেব গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমায় বিবাহ করিব। তৎপরে পার্ব্বতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, আপনি যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার কার্য্যের সাহায্য করুন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেব দেবীগণকে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের জন্য আদেশ করিলেন। কামের অংশে প্রদ্যুম্ন, কার্ত্তিকের অংশে শাম্ব, ব্রহ্মা স্বয়ং অনিরুদ্ধ, ভারতী বাণ পুত্রী উষা, অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, গঙ্গা অংশে সূর্য্যসুতা যমুনা, সাবিত্রী লগ্নজিতা, বসুন্ধরা সত্যভামা, এই রূপে প্রত্যেকেই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

অনন্তর শ্রীমতী রাধিকাকে কহিলেন, তুমি শ্রীদামের শাপের কারণ পৃথিবীতে বৃষভাণ ঔরসে কলাবতার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিবে। মনু বংশে সুচন্দ্র নামে নরপতি ও পিতৃগণের মানস কন্যা কলাবতী বহুদিন তপস্যা করিয়া ব্রজপুরে গোপ গৃহে বৃষভাণ ও কলাবতী রূপে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে তোমাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আর আমি ব্রজে নন্দের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিব। অষ্ট বসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণবসু ও ধরা নাম্নী তৎপত্নী আমাকে লাভ করিবার জন্য সুপ্রভার তটে বহু বর্ষ তপস্যা করেন; তাহাতেও আমার দর্শন না পাইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন; তৎকালে তাঁহাদের প্রতি এইরূপ দৈববাণী হয় যে, আপনারা গোকুলে নন্দ ও যশোদা রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, তোমাদের আরাধ্য দেবতাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর গিরিভাণের ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে যশোদার ও পর্জ্জন্যের ঔরসে গোপরাজ নন্দের জন্ম হইল। আমি সেই দৈববাণীর সত্যতার নিমিত্ত নন্দের ঔরসে যশোদার গর্ভে পূর্ণভাবে স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিব।

শ্রীদামের শাপ বৃত্তান্তস্মরণ হওয়াতে শ্রীমতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন শতবর্ষ তীব্র বিচ্ছেদ যাতনা কি রূপে সহ্য করিবেন এই ভাবিয়া ভগবানের পদে লুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে একেবারে অধীরা হইলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; প্রিয়ে! তুমি আর রোদন করিও না, তোমারই শাপে আমি মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, অংশ রূপে ব্রজপুরে রায়াণ গোপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব। যখন আমি বিরজার মন্দিরে কেলি রসে আসক্ত থাকি, সেই সময় তুমি আমায় ঐরূপ শাপ দিয়াছিলে; তুমি আমাকে বিনা কারণে এরূপ শাপ প্রদান করিলে শ্রীদাম তোমাকে শাপ দিয়াছিল যে তুমি মানুষী-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া. কৃষ্ণের বিরহ যাতনা শত-বর্ষ ভোগ করিবে, এবং তুমিও শ্রীদামকে অসুর যোনি-প্রাপ্ত হও বলিয়া শাপ প্রদান করিলে, শ্রীদাম তোমার শাপে শঙ্খচূড় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। অতএব তুমি দুঃখ করিও না শত বর্ষ পর তোমার সহিত আমার পূর্ণভাবে মিলন হইবে, তুমি অপ্রকাশ্য ভাবে সর্ব্বদাই আমার নিকট বিরাজ করিবে; মাত্র ছায়ারূপে রায়াণ গৃহে থাকিবে, এবৃত্তান্ত ব্রজবাসী গোপগণ কিছুই জানিতে পারিবে না।

এদিকে দেব মাতা অদিতি দেবকী রূপে দেবকের গৃহে জন্মিলেন ও মহর্ষি কশ্যপ বসুদেব রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আর অদিতির শাপে কদ্রু রোহিণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। বৃষ্ণি বংশ সম্ভূত দেবমীঢ়ের দুইটী ভার্য্যা ছিল, প্রথমা ভার্য্যা ক্ষত্রিয় কন্যা, দ্বিতীয়া ভার্য্যা বৈশ্য কন্যা। দেবমীঢ়ের ঔরসে প্রথমা ভার্য্যার গর্ভে শূরনামক পুত্রের জন্ম হয় ও দ্বিতীয়া ভার্য্যার গর্ভে পর্জ্জন্য নামক পুত্রের জন্ম হয়। পর্জ্জন্য মাতৃবর্ণ লাভ করায় বৈশ্যবর্ণ হইয়া বৈশ্য নামে অভিহিত হইলেন

এবং গোচারণ পূর্ব্বক বৃহদ্বনে (বৃন্দাবনে) বাস করিতে লাগিলেন। উক্ত পর্জ্জন্য নিজ গুণগণের দ্বারা নিজ মাতামহ বংশধর গোপগণের একমাত্র আশ্রয়ীভূত হইলেন।* ঐ পর্জ্জন্যের মাতামহবংশ বৈশ্যবংশ; পুনশ্চ ঐ মাতামহ বংশধরগণকে গোপ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, সুতরাং যে গোপ, সেই বৈশ্য. ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অনন্তর ঐ পর্জ্জন্যের পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল; যথা উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দন। শূরের বসুদেবাদি করিয়া দশটী পুত্র হয়. যথা বসুদেব. দেবভাগ, দেবশ্রবা আনক, মৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক এই দশটী পুত্র হয়। এই বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে বৈকুণ্ঠ নিবাসী লক্ষ্মীপতি যিনি গোলোকে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইয়াছিলেন; তিনিই মথুরায় বসুদেবের পুত্র হইলেন এবং যিনি স্বয়ং গোলোকে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি গোকুলে গোপকুলে নন্দের ঔরসে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উল্লেখ আছে।

"গোকুলে বৈশ্যজাতিশ্চ নাম্নাচনন্দনন্দনঃ"

জন্মখণ্ড—১১৫ অঃ।

যৎকালে মথুরায় কংসালয়ে দেবকী একটী পুত্র প্রসব করেন, তৎকালে গোকুলে নন্দ পত্নী যশোদা একটী পুত্র ও একটী কন্যা প্রসব করেন। অনন্তর যখন নন্দালয়ে বসুদেব পুত্র রক্ষা করিতে আইসেন, যশোদার সুতিকা গৃহে ঐরূপ একটী পুত্র ও একটী কন্যা দর্শন করিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তখন পুত্রদ্বয়ের পরস্পারের কোন পার্থক্য আছে কি না; ইহা পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন পরস্পরকে একত্র সমভাবে রক্ষা করিলেন অমনি উভয় পুত্রে মিলিত হইয়া একরূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া,

*গোপালচম্পূর তৃতীয় চম্পূর তৃতীয় পূরণে এ বিষয় উক্ত আছে। যথা—"মাতামহ মহাবংশ প্রভাবাঃ সর্ব্বথা প্রভবন্তে গোপাঃ"। ইত্যাদি—

ইহা অন্যত্রে প্রকাশ না করিয়া পুত্রটীকে রক্ষা করতঃ কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জন্মখণ্ড ও উজ্জ্বল নীলমণি মত সম্বলিত ভক্তকবি রাম প্রসাদ বিরচিত কৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থে পদ্যছন্দে বিবৃত আছে; ইহা কল্পিত নহে। যিনি দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সমস্ত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

নন্দ ভিন্ন পর্জ্জন্যের অপর পুত্রের অনেক সন্তান হইয়াছিল, উঁহারাও গোচারণপূর্ব্বক বৃহদ্বনে বাস করিয়াছিলেন এবং যশোদার পিতা গিরিভান ও রাধিকার পিতা বৃষভাণ প্রভৃতি অনেকেই বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে নন্দের পিতা পর্জ্জন্যের মাতামহ বংশধরগণও গোচারণ হেতু সকলেই গোপ বলিয়া অভিহিত ছিল; কিন্তু উঁহারা সকলেই জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। অতএব গোপেরা উৎপত্তিতে সকলেই বৈশ্য, গো-পালন হেতু গোপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। নন্দ গোপের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব নাই। উষা হরণ কালে বাণ রাজা অনিরুদ্ধকে নিন্দা করিয়া কহিয়াছিলেন।

পিতামহো বাসুদেবো মথুরায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ।
গোকুলে বৈশ্যজাতিশ্চ নাম্নাচ নন্দ নন্দনঃ॥

জন্মখণ্ড—১১৫ অঃ।

কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থে ইহার অনুবাদ এই রূপ আছে।

তোর পিতামহ কৃষ্ণ আসি মথুরায়।
বসুদেবে পিতা কৈয়া ক্ষত্রিয় বলায়॥
গোকুলে আছিল বৈশ্য নন্দের নন্দন।
গোয়াল ছাওয়াল সঙ্গে কৈল গোচারণ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ লীলান্তে স্বধাম গমনকালে স্পষ্ট রূপে বসুদেব নন্দন ও নন্দ নন্দন এই দুই রূপের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে বিষয় পাঠকবর্গকেও কিছু অবগত করাই।

শ্রীমতি রাধিকার প্রতি শ্রীদামের শাপ কাল অতীত হইলে, শ্রীমতি রাধিকা বিঘ্নহর গণেশের পূজা করিবার মানসে সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া গণপতির পূজা করিলেন এবং গণপতি শ্রীমতিকে বর প্রদান করিয়া কহিলেন, অদ্যই কৃষ্ণ চন্দ্রকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সেই সিদ্ধাশ্রমে তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, যোগীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ একে একে সকলে তথায় উপনীত হইলেন। তদনন্তর রুক্মিণ্যাদি স্ত্রীগণ সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তথায় আগমন করিলেন।

সত্যভামা রুক্মিণী মহিষীগণ সঙ্গে।
যদুবংশ সহ কৃষ্ণ আইলা অতি রঙ্গে॥
কৃষ্ণ লীলামৃত।

এই রূপে সকলে আগমন করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীমতি রাধিকার স্তব করিতে লাগিলেন।

জয় জয় বৃষভাণ রাজার নন্দিনী।
জয় কলাবতী সুতা জগত বন্দিনী॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।
কৃষ্ণ লীলামৃত।

ব্রহ্মাদি দেবগণের এই রূপ নানা প্রকার স্তব শুনিয়া রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি সকলে বিস্মিতা হইলেন। অনন্তর মহাদেবের উপদেশে বসুদেব নিজ পুত্রে পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম জ্ঞানে রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের সন্তোষ উৎপাদনে যত্নবান হইলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে গোলোক বিহারী হরি সেই সিদ্ধাশ্রমেই থাকিলেন; আর বৈকুণ্ঠ বিহারী বিষ্ণু যদুগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন।

যজ্ঞ সাঙ্গ পথে কৃষ্ণ সহ দেবগণ।
যদুবংশ সঙ্গে অংশ করিলা গমন॥
সত্যভামা রুক্মিণী মহিষীগণ লৈয়া।
অংশে কৃষ্ণ প্রবেশিলা দ্বারকায় গিয়া॥
সিদ্ধাশ্রমে স্বয়ং কৃষ্ণ আপনি রহিলা।
গোকুল নিবাসী সঙ্গে আসিয়া মিলিলা॥

গোপ গোপী সুহৃদ্ বান্ধব সখাগণে।
সম্ভাষা করিলা নন্দ যশোদা চরণে॥

* * * * *

নন্দরাণী কন শ্যামে কান্দিয়া কান্দিয়া।
হাপুতির পুত্র মোর নয়নের তারা।
শতেক বৎসর আজি হৈয়া ছিনু হারা॥

কৃষ্ণ লীলামৃত।

পুনশ্চ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিছু দিন বৃন্দাবনে লীলা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একদিন শ্রীমতিকে কহিয়াছিলেন—

বৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ অংশে শুন সতী
দ্বারকাতে হুই আমি রুক্মিণীর পতি॥

ঐ সময়ে যশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়া কহিলেন—

আমার শপথি করি কও দেখি শ্যাম।
না যাবে মথুরা আর দ্বারকার ধাম॥
মায়ে পরিহরি শ্যাম পুনঃ যদি যাবে।
যশোদার বধভাগী নিশ্চয় হইবে॥

এই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুর্ন বৃন্দাবন লীলা সমাপন করতঃ নন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণকে স্বধামে পাঠাইয়া সালোক্য মোক্ষ প্রদান করিলেন।

গোকুলবাসীরে কৃপা করি শ্রীনিবাস।
দিলেন সালোক্য মোক্ষ গোলোকেতে বাস॥

এ স্থলে পাঠকবর্গ একটু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি সমস্ত গোকুলবাসী গোপ গোপী গোলোকে গমন করিল, তবে কি করিয়া বর্ত্তমান সময়ে গোপেরা—

গোকুলে জন্ম মোদের নাহি কোন দোষ।
আমাদের পরিচয় নীল পুরে ঘোষ॥

এই কথা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে; সুতরাং এই সকল গোপেরা কদাচ ব্রজবাসী গোপ নহে। অবশ্য এ সন্দেহ হইবারই কথা। গোকুল

বাসী গোপগণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে প্রেরণ করিয়া যৎকালে ভাণ্ডীর বনে বটতরু মূলে পঞ্চ গোপের সহিত বসিয়া থাকেন; তৎকালে গোকুল প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন গোকুল শূন্য হইয়াছে; তখন ভগবান গোকুল প্রতি দয়া পরতন্ত্র হইয়া কৃপা নেত্রে চাহিবা মাত্র বহু গোপ গোপী গোধনে গোকুল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

দৃষ্ট কৈলা কৃষ্ণ বৃন্দাবন ও গোকুল।
রক্ষক বিহীন শূন্যাগার এ গোকুল॥
কৃপামৃত দৃষ্টে কৃষ্ণ কৈলা নিরীক্ষণ।
গোপ গোপী গোধনে পূরিল বৃন্দাবন॥
তা সবারে কৌতুকে শ্রীমুখে শ্রীনিবাস।
মধুর বচনে কন করিয়া আশ্বাস॥
হে গোপাল বন্ধুগণ! আমার বচনে।
সুখেতে বিহার সবে কর বৃন্দাবনে॥
সকল শোভায় হবে সুন্দর যৌবন।
পুত্র পৌত্রে স্থিরলক্ষ্মী হবে বহুধন॥
কৃষ্ণেনতি করি গোপ গোপিনী সকলে।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা শ্রীব্রজ (শ্রীরাস) মণ্ডলে॥

কৃষ্ণ লীলামৃত।

অতএব এরূপ সন্দেহ আর কেহ করিতে পারেন না যে, বৃন্দাবনে গোপ গোপী বা গোধন কিছুই ছিলনা। এই জন্য পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, "অশুচী না হয় গোপ কৃষ্ণাংশ কারণ" গোপের অস্নানে জল মিশ্রিত দধি দুগ্ধ অনায়াসে দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগিয়া থাকে। সুতরাং গোপ নিশ্চয়ই পবিত্র জাতি, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

নন্দাদি ব্রজবাসী গোপদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সালোক্য মোক্ষ প্রদান করিলেও বৃন্দাবনে কখনই গোপের অভাব হয় নাই, নন্দাদির পূর্ব্বেও বৃন্দাবনে অনেক গোপের বাস ছিল। যে সকল গোপ গোপী বা অন্যান্য

যাঁহারা গোলোক পুরী হইতে আসিয়া প্রভুর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন. তাঁহারাই পুনরায় স্ব স্ব ধামে বা গোলোকে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু পর্জ্জন্যের মাতামহ বংশ সম্ভূত গোপগণ, কিম্বা বৃষভাণের পিতৃবংশ মাতৃবংশ, অথবা গিরিভানের পিতৃবংশ মাতৃবংশ সম্ভূত গোপগণ বা অন্যান্য গোপবংশ সম্ভূত ব্যক্তিগণ সকলেরইত বৃন্দাবনে বাস ছিল? তাঁহাদের বংশ সম্ভূত এই সকল গোপগণত অনায়াসে হইতে পারে? অতত্রব বৃন্দাবনে কোন সময়েঃ গোপের অভাব হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে গোপেরা যে পরিচয় দিয়া থাকে, "গোকুলে জন্ম মোদের" ইহা কদাচ অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের ক্রমে ক্রমে সকল সন্দেহ দূর হইল। বসুদেব নন্দনই বা কে, এবং নন্দ নন্দনই বা কে ও গোপ জাতিই বা কি; ইহা সমস্তই অবগত হইলেন। এক্ষণে অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে বৈশ্য, সেই গোপ এবং যে গোপ, সেই বৈশ্য; গোপালন করিয়াছে বলিয়া মাত্র নামের ভেদ হইয়াছে; নতুবা বৈশ্যের সহিত গোপের কোন পার্থক্য নাই। যাঁহারা বলেন নিকৃষ্ট বর্ণ সঙ্কর জাতি বা শূদ্র জাতি হইতে গোপজাতির সৃষ্টি স্বতন্ত্ররূপে হইয়াছে; তাঁহারা নিশ্চয় শাস্ত্র বিষয়ে তত কিছু আলোচনা রাখেন না। বৃত্তি দ্বারা সকলকারই আপন আপন জাতি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ইহা কেহ গোপন রাখিতে পারে না। গোপজাতি চিরকালই বৈশ্য বৃত্তি, গোপালন, দধি, দুগ্ধাদির ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। ব্রজবাসী গোপদিগের এই বৃত্তিই একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল; সুতরাং এ বৃত্তি যে বৈশ্য বৃত্তি, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বৃহৎপরাশর পদ্ধিতে যে গোপের কথা বর্ণিত হইয়াছে; সে গোপের উৎপত্তি সঙ্কর জাতি হইতে, সেই মণিবন্ধা ও তন্তুবায় জাতি উভয়েই সঙ্কর। এইরূপ কলুষিত সঙ্কর জাতি হইতে বা অন্য যে কোন জাতি হইতে উৎপন্ন পুত্র, পিতৃ-মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃ মাতৃ বৃত্তি অবলম্বন করা চির নির্দ্দিষ্ট প্রথা। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ক্ষাত্রিয়াতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন যে গোপজাতি তাহাদের লিখন বৃত্তি কথিত হইয়াছে; এতদ্দেশে লিখন বৃত্তি

বিশিষ্ট গোপ কোথাও দৃষ্ট হয় না এবং আছে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না; যেহেতু এসকল গোপদিগেরই গোপালনাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহারা কখনও শূদ্রও হইতে পারে না, কারণ শূদ্র জাতির গোপালন বৃত্তি কখনও নাই। ইহারা বস্তুত যে, ব্রজবাসী গোপ তাহা ইহাদের পরিচয়ের দ্বারা পাওয়া যায়। সেই মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৃত্রিম গোবর্দ্ধন ও গোপূজা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং ইহারা ব্রজবাসী উৎকৃষ্ট বৈশ্য গোপ; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাদের আদি বাসস্থান উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিল, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত পূর্ব্বে যথাস্থানে* সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে গোচারণ ভূমির প্রাচুর্য্যান্বেষণে আসিয়া বাস করতঃ বৌদ্ধাচার্য্য-দিগের উৎপাতে ক্রমশ বৈশ্যত্বের অভাব হইয়া শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে; দ্বিজাতি যোগ্যসংস্কার নষ্ট হইয়া পঞ্চদশ দিবস অশৌচের পরিবর্ত্তে মাসাশৌচ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু অন্যান্য পরিচয়াদি সমস্তই বৈশ্যের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্যদিগের উৎপাতে শূদ্র হইয়া পড়িলে, এতদ্দেশে পুনশ্চ আর একটী নূতন করিয়া উপসর্গ ইহাদের ভাগ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল; বিপদের উপর বিপদ আসিল। যাহার জন্য গোপ অদ্যাপি বিষম নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে; যাহার জন্য নিজের ন্যায্যাধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে।

যথার্থ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার কর্ম্মের একমাত্র সাহায্যকারী হইলেও সকল কার্য্যে ইহাদিগের রীতিমত সংস্রব থাকিলেও সেই ভীষণ শাসন, সেই তীব্র কুটীল কটাক্ষ, সেই ঘোরতর বৈরনির্য্যাতন সংসিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া কর্ণসেন পুত্র লাউসেন যে কঠিন বজ্র নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই আজ গোপ জর্জ্জরিত, তাহাতেই আজ গোপ মর্ম্মাহত তাহাতেই আজ এত বিপর্য্যস্ত। তাহার প্রতিকারের জন্য গোপ, সমাজের কৃপা বিন্দু পাইতে লালায়িত, সেই বিচারের জন্য গোপ আজি সমাজের দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কৃপা ভিক্ষা প্রার্থী। ইহাতেও কি

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সমাজ! তোমার দয়া হইতেছেনা। স্বয়ং দণ্ডকর্ত্তা যদ্যপি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে যে এ কাতরোক্তিতে তাঁহারই কৃপা হইত! তোমাদের নিদারুণ নিষ্পেষণে গোপ যে আজ শক্তিহীন হইয়া জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে। এই গোপই যে একদিন ক্ষাত্র শক্তি সম্পন্ন জাতি ছিল, ইহারাই যে একদিন নারায়ণী সেনা নামে অভিহিত ছিল; তৎকালে ইহাদের গৌরবরবি মধ্য গগনে কিরণ জাল বিস্তার পূর্ব্বক সমাজ রূপ দিক সকলকে উদ্ভাসিত করিত।

যৎকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়; দুর্যোধন ও ধনঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান সেনানায়কত্বে বরণ করিবার মানসে উভয়ে এককালে দ্বারকায় সমুপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গমন করতঃ তাঁহাকে শায়িতাবস্থায় দর্শন করিয়া, অপেক্ষার নিমিত্ত উভয়ে উপবেশন করিলেন। দুর্য্যোধন শিরঃ প্রদেশের স্থান অধিকার করিলেন, আর ধনঞ্জয় পাদ প্রদেশের স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর ভগবান জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয়কে নয়ন গোচর করিলেন, পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে দেখিলেন। উভয়কেই স্বাগত প্রশ্ন সহকারে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের বাক্য শ্রবন করিয়া বলিতে লাগিলেন হে কুরুবীর! আপনি অগ্রে আসিলেও আমি অগ্রে কুন্তীকুমারকে নয়ন গোচর করিয়াছি; সুতরাং অগ্রে আমার কুন্তীকুমারের বরণ গ্রহণ করাই উচিত। তৎপরে বলিলেন যে, * আমার সমযোদ্ধা নারায়ণী সেনা নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ সংখ্যক গোপ সৈন্য আছে, তাহাদিগকে (আপনার) সাহায্যার্থে প্রেরণ করিব।

---

* মৎসংহনন তুল্যানাং গোপানামর্ব্বুদং মহৎ।
নারায়ণ ইতি খ্যাতাঃ সর্ব্বে সংগ্রাম যোধিনঃ॥ ১৮
উদ্যোগ পর্ব্ব। ৮ অঃ

তাই বলিতেছি এই গোপজাতি একদিন ক্ষাত্র শক্তি সম্পন্ন জাতি ছিল, তৎকালে এ জাতির গৌরব চতুর্দ্দিকে অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু কাল প্রভাবে এরূপ শক্তিহীন হইয়া আজ নানা যাতনা ভোগ করিতেছে। সেই লাউসেনের তীব্র শাসন বলে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছে। নতুবা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, গোপজাতি অমুক শাস্ত্রে হেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র যখন আমাদের আইন, শাস্ত্র যখন আমাদের পথ প্রদর্শক, তখন তাহাত উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়? ঘরগড়া করিয়া গোপকে যা তা বলিয়া কলঙ্কিত স্থির করা ত কখনই কর্ত্তব্য নহে? যাহারা পরের ছিদ্র প্রতিনিয়তই দেখিয়া থাকে, তাহারা একবার নিজের ছিদ্র প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ভাল হয় না কি? নিষ্কর্ম্মা কুটতর্কী দেশকালানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই এই খেয়ালী মনে সর্ব্বদা উদিত হইয়া থাকে। নিজের অবস্থার প্রতি একবার তাকাইয়া দেখিলে এ সমস্তই বুঝিতে সক্ষম হওয়া যায়। নিজের দেহে যে রোগ প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রতিকার না করিলে, সংক্রামক রূপে সকলকেই যে আক্রমন করিবে। নিজে রোগী হইয়া পরের রোগ চিকিৎসা করিতেছি বলিয়াইত কেহ কাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেনা, এই জন্যই কলহ দলাদলি প্রভৃতি নানা উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। যে গোপজাতির জন্য স্থানে স্থানে নানা কথা উত্থাপিত হইতেছে, তাহাদের গৌরব ত ভারতের সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান। সামান্য মুষ্টিমেয় স্থানে কেবল ইহাদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহাও ঈর্ষাপরায়ন দূরদর্শন শূন্য ব্যক্তিগণের নিকট।

এই গোপ কত কত প্রধান দেবের আবিষ্কারক হইয়া, মন্দভাগ্য জীবের কত উপকার সাধন করিতেছে, তাহা একবার ভাবিলে, গোপের উপর আর ঘৃণা করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। পবিত্রকর্ম্মা গোপের এই সকল সৎকর্ম্মের ফল নয় কি? ইহা কি এই গরুচরাণ গোপের ভাগ্যের কথা নয়? যাহাদিগের ভাগ্যে এই সকল ঘটিয়া ছিল, তাহারা কোন স্থানে কি কোন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিল? বনে বনে

গোচারণ করিতে করিতেই ইহা লাভ হইয়াছিল। ইহারা পবিত্র কর্ম্মান্বিত বলিয়াই, ইহাদের প্রতি দয়া হইয়াছিল।

দুই একটা স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাই। ভগবান তারকনাথ দেবের আবিষ্কর্ত্তা মুকুন্দ গোয়ালা গরু চরাইতে গিয়া তারকনাথ দেবকে আবিষ্কার করেন; সেই মুকুন্দ গোয়ালার পূজা অগ্রে না হইলে তাঁহার পূজা হয় না। ভগবান বৈদ্যনাথ দেবের আবিষ্কর্ত্তা বৈজু গোয়ালারও ঐরূপ। নদীয়া জেলান্তর্গত দেপাড়ার নৃসিংহ দেব গোপ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গোপজাতির স্বভাবই বনে জঙ্গলে গরু চরাণ। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন এক গোয়ালা প্রতিদিন একটী গাভীর দুগ্ধ দোহন কালে দুগ্ধ পায় না; বিশেষ সন্ধানের পর অবগত হয়, গাভীটী একটী স্থানে দাঁড়াইয়া ভূমিতে দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। তদনন্তর সেই স্থান খনন করিলে ঐ নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং রাত্রিকালে স্বপ্ন যোগে সমুদয় বৃত্তান্ত জানিতে পারে। সেই দিন হইতে ঐ গোপ সেই গাভীটীর জলশূন্য দুগ্ধের দ্বারা পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া ঐ নৃসিংহদেবের পূজাদি প্রদান করিত। কিছুদিন পর নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ বাহাদুর এ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বয়ং আগমন করতঃ ব্রাহ্মণাদি নিযুক্ত করিয়া পূজাদির সুবন্দোবস্ত করেন। কিন্তু অদ্যাপিও সেই জলশূন্য দুগ্ধের দ্বারা পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া দিবার প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্রদ্বীপের গোপী নাথের বিষয় এইরূপ জনশ্রুতি আছে, কোন একজন গোপ কোন স্থানান্তরে যাইবার সময়, পুত্রটীকে ডাকিয়া এইরূপ বলিয়া যান, বৎস! অদ্য আমি কোন গ্রামান্তরে যাইতেছি; তুমি গোপীনাথ দেবের ভোগাদি প্রদান করিও এইকথা বলিয়া পিতা চলিয়া যাইল, পুত্র যথা সময়ে ভোগাদি প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথ দেবের গৃহে আনয়ন করে এবং ঠাকুরকে বলে, আজ বাবা বাটী নাই, আমার নিকট হইতে এই দ্রব্য খাইতে হইবে, বালক পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া কোন উত্তর না পাইলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, পিতা আমায় ঠাকুরকে ভোগ খাওয়াইবার কথা বলিয়া গিয়াছেন, যদ্যপি ভোগ না খাওয়াইতে পারি, তিনি আমায় বড়ই ভৎর্সনা করিবেন, অতএব

তখন বালক একগাছি প্রতোদ বাড়ি (পাঁচল বাড়ি) হস্তে করিয়া বলিতে লাগিল ঠাকুর! যদ্যপি এই দ্রব্য না খাও তাহাহইলে এই বাড়ি দ্বারা তোমাকে প্রহার করিব; বাবার নিকট খাইয়া থাক আমার নিকট কেন খাইবেনা, এই কথা বলিয়া কখনও বা কুপিত হয়, কখন বা ক্রন্দন করে। গোপীনাথ বালকের এই ব্যপার দেখিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস্য! তোমার এই দ্রব্য আমি ভোজন করিতেছি কিন্তু এ কথা তুমি কাহাকেও বলিও না যদ্যপি বল তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। বালকের তখন আনন্দ হইল; গোপীনাথ সেই সমস্ত দ্রব্য খাইয়াছেন, বালক সুস্থ হইল। পিতা বাটী আসিয়া বালককে ঠাকুরের কথা জিজ্ঞাসা করায়, বালক সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইল এবং তৎক্ষণাৎ বালকের মৃত্যু হইল, বালকের পিতা শোকে অধীর হইলেন, একটী মাত্র পুত্র, তাহাও ঠাকুর নষ্ট করিলেন, বংশের জলপিণ্ড লোপ হইল। একমাত্র পুত্রের শোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এদিকে রাত্রিযোগে সেই গোপের প্রতি স্বপ্ন হইল, তুমি আর দুঃখ করিও না, আমি স্বয়ং তোমার পুত্রের কার্য্য করিব। বস্তুতঃ গোপীনাথ সেই গোপের পুত্রের কাজ করিয়াছিলেন, সেই গোপের মৃত্যুর পর তাহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন অদ্যাপি ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ বলিয়া সেই শ্রাদ্ধ প্রসিদ্ধি আছে। এতদ্ভিন্ন আরও গোপের সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে, তাহা শুনিলে পাঠকবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। চারিযুগেই ইহারা অতি পবিত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবতাদিগের কথা কি বলিব; নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাজপেয় যজ্ঞকালে এই গোপজাতিকে বৈশ্য পদে বরণ করিয়া বহুসম্মান দেখাইয়া গিয়াছেন। (নদীয়া) চিত্রেশ্বর দক্ষিণ পাড়া নিবাসী হরেকৃষ্ণ ঘোষকে ঐ পদে ব্রতী করেন ও চেতাবরদা উপাধি প্রদান করেন এবং গোচারণ জন্য বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান। এখনও উক্ত হরেকৃষ্ণ ঘোষের বংশধর সত্য চরণ ঘোষ সেই সকল ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছে। অধিকন্তু মহারাজের রাজ্য মধ্যে যে সকল কাছারী আছে, পুণ্যাহদিন গোপেরা অগ্রে পুণ্যাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, তাহা-দিগকে মাল্য চন্দন বস্ত্রাদির দ্বারা সম্মানিত করিয়া, পশ্চাৎ অন্য জাতির

পুণ্যাহের দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। এ প্রথা নদীয়া রাজকাছারীতে অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত মহারাজ বাহাদুর গোপ জাতিকে অতি পবিত্র জেনে নিজের বাটীতে নানা কার্য্যের ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। গোপ মহারাজের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করিবে, নিত্য নূতন নূতন ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি দ্বারা নানা উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মহারাজকে প্রদান করিবে। গোপ ঠাকুর বাটীর পূজার আয়োজন করিয়া দিবে। মহারাজ বাহাদুর গোপকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন, গোপেরাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। তিনি গোপদিগের সকল আব্দার সহ্য করিতেন বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুরও সেই পিতৃপথানুবর্ত্তী হইয়া এখনও গোপের যথেষ্ট আবদার সহ্য করিয়া থাকেন। বোধ করি গোপের এ আব্দার ঐ পবিত্র কুলে চির অক্ষুন্ন থাকিবে।

পুত্রেরা পিতার নিকট যেরূপ নির্ভয়ে ব্যবহার করিয়া থাকে; গোপেরাও সেই রূপ মহারাজ বাহাদুরের নিকট নির্ভয়ে ব্যবহার করিত। এ স্থলে কোন একটু আভাস দিয়া কিছু পরিচয় দিই। মহারাজের রাজধানীতে হরি ঘোষ নামক একজন গোপ বাস করিত। তাহার সহস্রাধিক গো ছিল। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের কোন দিন দধি ভোজনের ইচ্ছা হইলে, ঐ হরি ঘোষকে দধির কথা বলেন, হরি ঘোষ আনন্দচিত্তে উৎকৃস্ট দধি প্রস্তুতের জন্য, থেঁড়ো গরুর দুগ্ধে দধি প্রস্তুত করিয়া মহারাজকে প্রদান করে। মহারাজ দধি ভোজন করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং কিছু কৌতুক করিবার জন্য বাহ্য কোপ প্রকাশ করিয়া, দধি মন্দ হইয়াছে বলিয়া হরি ঘোষকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেন, তোর দধি খাইয়া অবধি আমার মুখ চুলকাইতেছে, তুই দধিতে কি দিয়াছিস; ইহার শাস্তি শীঘ্রই আমি দিতেছি। হরি বিশেষ করিয়া চিন্তাসহকারে দেখিল, দধি কিছুতেই মন্দ হইবার নহে। তখন মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, ধর্ম্মাবতার! দধির কোন দোষ নাই, দধিতে আপনার মুখ চুল্কাইতেছে না, আমার অনেক উৎকৃষ্ট গাভী আছে বলিয়া এবং

প্রতিদিন ঐরূপ ভাবে উৎকৃষ্ট দধি ভোজন করিবেন বলিয়া আপনার মুখ চুল্‌কাইতেছে। হরি ঘোষের এই কথা শুনিয়া সভাসদগণ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন; মহারাজও সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ধন সম্পত্তি হরি ঘোষকে দান করিলেন। হরি ঘোষ মহারাজের একজন তোষামোদ-কারী সভাসদ্ বা বয়স্য নহে যে, মহারাজ ঐরূপ কথা সহ্য করিবেন; কেন সহ্য করিলেন? কেবল গোপেদের অকৃত্রিম রাজ ভক্তির গুণে এবং গোপ জাতি তাঁহার অতি স্নেহের পাত্র বলিয়া।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গোপের উপর কি রূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল। যদ্যপি ইহারা অব্যবহার্য্য জাতিই হইত, তাহা হইলে মহারাজ বাহাদুর কি কখন এরূপ অব্যবহার্য্য জাতির সহিত ব্যবহার করিতেন? তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি কৈ ইহাদিগকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন না?। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন. ইহারা অব্যবহার্য্য জাতিই ছিল, তিনি ইহাদিগকে ব্যবহার্য্য করিয়া লইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুরের গোপের জন্য বড়ই আটকাইয়াছিল, তাই তিনি তারা তারি ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। আচ্ছা, তিনি নয় নদীয়া জেলায় ইহাদিগকে ব্যবহার্য্য করিয়া লইলেন; কিন্তু ঢাকা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা-দিগকে ব্যবহার্য্য কে করিল? আর নদীয়া জেলার সমস্ত স্থানেই বা ব্যবহার্য্য সমানরূপে না হইল কেন? নদীয়া জেলার উত্তরাংশে একরূপ হইল, আর তাঁহার কৃষ্ণনগর খাস রাজধানীর মধ্যে অন্যরূপ হইল? আবার শান্তিপুর হইতে দুই পা ভূমি তফাৎ কালনা প্রভৃতি বর্দ্ধমান জেলায় ঐরূপ ব্যবহার্য্য করিতে পারিলেন না। ইহা কতদূর অনভিজ্ঞ বিচার মূঢ় ব্যক্তিগণের বিচার পটুতা। আমরা আর ইহার বিচার কি করিব, পাঠকবর্গ ইহার বিচার করুন এবং ইহা কতদূর সত্যাসত্য নির্ণয় করুন।

গোপজাতির আচার ব্যবহার উৎপত্তির বিষয় যতদূর আলোচনা করিতে হয়, তাহাত আলোচনা করিয়া আসিলাম। শাস্ত্র সঙ্গত ইহা-

দিগকে কেহ কখনও নিন্দিত অনার্য্য জাতি মনে করিতে পারিবেন না। বঙ্গের দ্বৈবর্ণ্য প্রথানুসারে সৎশূদ্রবৎ প্রতিয়মান হইয়াও, পুনরায় লাউসেনের তীব্র শাসনে, মাত্র তাঁহার অধিকার মধ্যে অপবিত্র বলিয়া নির্য্যাতিত হইতেছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি নিকৃষ্ট কর্ম্মা গোপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহারা প্রকৃত গোপ নহে তাহাদের সহিত আদি কলিকাতা বাসী গোপদিগের কোন সংস্রব নাই। তাহারা নানা দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে এবং গোপের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যেমন কতক. যে সে জাতি কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া হোটেল করিতেছে ও যেখানে সেখানে পূজা করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু সাধারণে জানিতেছে, ইঁহারা ব্রাহ্মণ। সেই রূপ গোপদিগেরও পক্ষে ঘটিয়াছে। প্রকৃত গোপেরা ইহার জন্য তিরস্কৃত হইতেছে। ইহার প্রতিকার হওয়া বড়ই কঠিন; এক রাজশক্তি ব্যতিত ইহার প্রতিকার হইবার আর কোনও উপায় নাই।

বঙ্গের দ্বৈবর্ণ্য প্রথানুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরা শূদ্রভাবাপন্ন হওয়াতে আধুনিক পুরাণ কর্ত্তারা প্রত্যেক জাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গোপ জাতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ২০টী জাতির উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিয়া (অর্থাৎ) করণ (কায়স্থ) অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংসবণিক উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) রজপুত, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, দাস, মাগধ, গোপ, নাপিত, মোদক, বারুই, সূত, মালাকার, তাম্বুলী ও তৈলিক) পুরোহিত স্থির হইল যে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণই ইহাদিগের পুরোহিত হইবে।

এই বঙ্গদেশের জন্য যদ্যপি এই ধর্ম্মপুরাণ রচিত হইল, তবে কেন এই পুরাণের অমর্য্যাদা করি। ইহার মতানুসারে অন্ততঃ বঙ্গদেশ বাসী লোকের চলা উচিত? এই পুরাণ মতে তাঁতী, কুমার, কায়স্থ, কামার, ময়রা, নাপিত ও গোপ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ২০টী জাতির পুরোহিত ত সকলেই একজাতীয় ব্রাহ্মণ; তবে কেন কতক কতক স্থানে স্বতন্ত্র একটা

গোপ-ব্রাহ্মণ খাড়া করিয়া উক্ত অবশিষ্ট জাতির যাজকেরা বৃথা স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন? উক্ত পুরাণ কর্ত্তা যখন উক্ত ২০টী জাতির যাজকেরা সকলেই একজাতীয় ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া গেলেন; তখন ইহার ব্যতিক্রম করতঃ, গোপজাতিকে বা ইহাদিগের যাজকগণকে বৃথা কেন ঈর্ষা করিয়া ইহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হই। আমরা খুব ভরসা করি এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাঁহারা সমদর্শী সমাজ হিতৈষী তাঁহারা ইহার সুমীমাংসা করিয়া, আমাদের এই ন্যায্য কথার পক্ষপাতী হইবেনই হইবে। যাঁহার যে টুকু শক্তি তিনি সেই টুকু শক্তি দান করিয়া ইহার সাহায্য করুন। পাঁচ জনকে লইয়াইত সমাজ, সেই পাঁচ জনার মনে যদ্যপি ইহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার অবশ্যম্ভাবী; দেখিবেন, আমার এবাক্য যেন ঊষর ভূমিতে বীজ বপনবৎ নিরর্থক না হয়।

গোপ জাতির পুরাকালীয় বৃত্তান্ত কে আর স্মরণ করাইয়া দিবে? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে; সে সকল পুরাবৃত্তান্ত কে বলিয়া দিবে! তৎকালে গোপজাতির কি রূপ অবস্থা ছিল, তাহা কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কেহইত বলিয়া দিতে পারে না। তবে বলিয়া দিবার শক্তি একজনের আছে, তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারা যায়। পাঠক! একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন? তিনি গোপ জাতির আদিম অবস্থার কথা কি বলেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যাইবে; তিনি শাস্ত্র মূর্ত্তিতে সকল কথা বলিয়া দিতেছেন। সেই শাস্ত্রই গোপ জাতির পুরাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, তিনিই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষনা করিতেছেন গোপেরা পবিত্র আর্য্য জাতি, তাহার কথা বিশ্বাস হইবে না? সে সকল কথাও কি মিথ্যা হইবে? তবে কাহার কথা বিশ্বাস হইবে? তবে কি দুই একদিন পরমায়ু লইয়া যিনি নরদেহ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহার কথাই বিশ্বাস হইবে? তিনি কত দিনের সংবাদ বলিতে পারেন? তিনি নয় তাহার পিতামহের সময়ের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিতে

পারিবেন; তাহার পর তাঁহার কোন বিষয় জানিতে হইলে, কোন লেখা পড়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা তাঁহার তৎ বৃত্তান্ত জানিবার আর কোন উপায় নাই। শাস্ত্র বাক্য ত্যাগ করিয়া. সেই অল্পায়ু মানবের কথাই শীরোধার্য্য হইবে? পুরাকালের সমাজ বৃত্তান্ত বড়ই কঠিন ছিল বলিয়া বোধ হয়। যিনি সমাজের মধ্যে একটু প্রবল ছিলেন; যিনি একটু কুহক জাল বিস্তার করিতে পটু ছিলেন; যাহার দুই একজন পক্ষবল অধিক ছিল; তিনিই তৎকালে সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। তিনি খানকয়েক গ্রাম লইয়া ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেন; তাহার মতের অন্যথা করে এমন সাধ্য কার ছিল; এই সকল সমাজপতিদিগের অত্যাচারে এই ঘোর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। এক্ষণে সাধারণের নিকট বক্তব্য. সেই সকল ব্যক্তিগণের বাক্য ও শাস্ত্র বাক্য মিলাইয়া অধুনা পরীক্ষা করিয়া লওয়া হউক কোন্ বাক্যটী গ্রহণীয়। সর্ব্বসাধারণের উপর ইহার মীমাংসার ভার অর্পণ করিলাম. তাঁহারাই ইহার মীমাংসা করিয়া লউন। এখনও সমদর্শী পক্ষপাতশূন্য মহাত্মগণের অভাব নাই; তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা যেন বিশেষ ভাবে আলোচনা পূর্ব্বক ইহার মীমাংসা করেন। অবশেষে গোপ ও গোপ যাজক গণের নিকট আমার বক্তব্য; তাঁহারা যেন বিশেষ ভাবে এসম্বন্ধে আলোচনা করেন; আর নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া হতাশ প্রাণে কি করিব, কি হইবে বলিয়া অবসন্ন না হন। সমাজের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার জন্য আবেদন নিবেদন দ্বারা চেষ্টা করুন। এরূপ দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা বলেন আমরা আর কি করিব; তাঁহারা কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন, তাঁহারা যেন আর মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন। মনুষ্য জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্যই কর্ম্ম করা। প্রতিদিন আহার অন্বেষণে ব্যস্ত, নিদ্রার আবেগ হইলে নিদ্রা যাওয়া, প্রবলকে দেখিলে ভয় পাওয়া, স্ত্রীজাতির প্রতি ভোগেচ্ছা, এ সকল কোন্ জীবের না আছে? এ সকল ভিন্ন যদ্যপি কোন কর্ম্ম না থাকে তাহা হইলে তাহাকে মানুষ না বলাই ত কর্ত্তব্য। মর্য্যাদা শূন্য মানব জীবন পশু জীবনের তুল্য। বিষদগ্ধ জীবন ব্যতীত বিষের জ্বালা কে বুঝিবে?।

কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশিনী যারে।

ভুক্তভোগী ব্যতীত এ সকল আর কে বুঝিবে! অবশ্য আমার এ বাক্য নিরর্থক হইবে না ; কখন না কখন কাহার না কাহার হৃদয়ে এ ভাব জাগিবেই জাগিবে। বাবা ধর্ম্মানন্দের বাক্য আমার স্মরণ হইল, তিনি কোন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন মানবের হৃদয় ক্ষেত্রে জাতীয় মহিমার বীজ উপ্ত না হইলে সে মানব সমাজ কখনই উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হয় না। আমার মৃত্যুর পর, আমার নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবার পরেও এমন এক সময় আসিবে, যখন গোয়ালাজাতি স্বজাতীয় পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব পবিত্রতা এবং পুরাকালীয় মাহাত্মে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপ সমাজের সম্যক প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। আমার এ আলোচনা কখনই ব্যর্থ হইবেনা।

কিমধিকং বক্তব্যমিতি।



অতিরিক্ত পত্র।*

---:o:---

গোপজাতির বৃত্তান্ত সমস্তই পাঠকবর্গকে অবগত করাইয়াছি। এক্ষণে আমার সমাজের ব্রাহ্মণ মহোদয়দিগকে কিছু জানাইবার আছে। এবং পুত্র স্থানীয় বল্লবদিগকেও কিছু বলিব। সকল সমাজের যাজক ব্রাহ্মণ গণের উপর হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই অধিক নির্ভর করে। সেই জন্য আমি ভরসা করিতেছি, এই মহাত্মগণের একটু কৃপাকটাক্ষ হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। আমার সমাজের পিতৃস্থানীয় বয়োবৃদ্ধ মহাত্মগণের নিকট, এবং আমার সমবয়স্ক প্রিয় সুহৃদ বর্গের নিকট ও আমার বয়োকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃবর্গের নিকট বক্তব্য; তাঁহারা যেন এ ঘোরতর দুর্দ্দিনে স্বসমাজের মঙ্গল কামনায় একটু যত্নবান হন। সমষ্টি শক্তি ব্যতিরেকে কখনই সমাজের মঙ্গল হয় না। আমাদের এদুর্দ্দিনে সমষ্টি শক্তির বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। সকলকার চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে সমাজ গৌরব চির অক্ষুন্ন থাকে। এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে পুত্রাদিকে শিক্ষিত করিতে পারিব; কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইব; কি উপায় অবলম্বন করিলে সর্ব্বত্রে ন্যায্য কথা বলিতে সমর্থ হইব; কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য হইব। এরূপ করিতে কি অভিলাষ জন্মে না? ইহা কি প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য নহে? ইহার জন্য কি আবার অনুরোধ করিতে হইবে? ইহা কি প্রাণের ভিতর একমূহুর্ত্তের জন্য জাগে না? এস ভাই; আমরা সকলে মিলিত হই; এস আমরা স্বসমাজের মঙ্গল কামনায় ব্রতী হই; এস আমরা পরস্পরের অনুষ্ঠিত বিষয়ে যোগদান করি; এস পূর্ণ উদ্যমের সহিত সমাজের সকল উন্নতির পথে অগ্রসর হই। আর পশুবৎ শিশ্নোদর পরিপূরণে লালায়িত হইয়া পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত, অপমানিত হইয়া কালাতিপাত না

---

* এই অতিরিক্ত পত্রে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা যথাযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে জানিবেন।

করি; এস! হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে বিদূরিত করি; এস! ক্লীবতাকে পদাঘাত পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করি। ভগবানের সেই বাক্যকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মে ব্রতী হই। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥ ৩

দ্বিঃ গীতা।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমাতে যোগ্য হয় না; হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। তাই বলিতেছি হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে পরিত্যাগ কর। হৃদয়ের বল দৃঢ় করিয়া জাতীয় সমাজ রক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত হও দিন দিন সমাজের অধঃপতন কতদূর ঘটিতেছে, তাহা কি একবার চিন্তা করিবার অবসর লইয়াছ? না, না, সে অবসর লইবার কাহারও সময় নাই। সকলেই আপনার কাজে আপনি পাগল, আপনার আমোদে আপনি মাতোয়ারা, আপনার খেয়ালে আপনি মগ্ন। তরণীর নিম্নভাগে ছিদ্র হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা কাহারও লক্ষ্য নাই। আমাদের সমাজ তরণী ছিদ্র হইয়া জল প্রবেশের আরম্ভ হইয়াছে; এস ভাই! সকলে মিলিত হইয়া এই তরণীকে রক্ষা করি; এখনও উপায় আছে, জলপূর্ণ না হইতে হইতে সাবধান হই। উপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই ইহা জল মগ্ন হইয়া কোন্ অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে।

হে বল্লবগণ! তোমাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তোমাদেরও সাবধান হইতে বলিতেছি; তোমরাও সজাগ হও, তোমরাও আপনাকে আপনি চিনিয়া লও, তোমাদেরও অবস্থা কি ছিল, কি হইয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন যে সংমিশ্র। তোমরা স্বধর্ম্মে রত থাক, তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তোমরা করিয়া যাও তোমাদের জাগরণের জন্যই আমার এ গ্রন্থ রচনার সূচনা। তোমাদের মোহ নিদ্রা দূর হউক, এ গ্রন্থ পাঠে তোমাদের যেন জাগরণ আইসে। আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি তোমরা জাগ, জাগ, জাগ।

(১)

জাগ, জাগ, জাগ সবে ঘুমে কেন আর।
উদিত হতেছে রবি নাইরে আঁধার॥
এখন (ও)-ঘুমের ঘোরে, কেন আছ সবে পড়ে,
ডাকিতেছি উঠ উঠ থেকনা মগন।
মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন॥

(২)

চেয়ে দেখ উষা দেবী ডাকিছে সবায়।
কর্ত্তব্যের দাস যারা তারা সবে ধায়॥
সাধিতে আপন কাজ, তাহাদের নাহি ব্যাজ,
কেবল তোমরা ঘুমে আছহ মগন।
মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন॥

(৩)

বিশ্ব চরাচর দেখ কর্ত্তব্যের তরে।
ধাবিত হতেছে সবে অনুরাগ ভরে॥
অকর্ত্তব্য আচরণ, কেন কর অনুক্ষণ,
জাগরে জাগরে সবে থেকনা মগন।
মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন॥

(৪)

নিজে জ্ঞানী ধনী বলে ঘরের ভিতর।
সর্ব্বদা আছহ ব'সে আনন্দ অন্তর॥
তাহাতে কি ফল আছে, নাহি মান অন্যের কাছে,
তথাপি আপন সুখে তাহাতে মগন!
মেলরে নয়ন কেন ঘুমে অচেতন॥

(১৩)

ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছ মানুষ।
মানুষের কুলে কভু দিওনা কলুষ॥
মনুষ্যত্ব রাখ যদি, দৃঢ় উঠি বাঁধ হৃদি,
পড়িয়া থেকনা সবে হয়েছে সকাল।
বলনা এ ভাবে আর রবে কত কাল॥

(১৪)

মানুষ হইয়া বৃথা আহার নিদ্রায়।
কাটাবে কি চিরদিন রত হযে তায়?
তুচ্ছ সুখ ভুলে যাও, সমাজেতে মান্য লও,
বৃথা কেন অলসেতে কাটাতেছ কাল।
থাকিবে এভাবে আর বল কত কাল॥

(১৫)

তোমাদের তরে মোরা হতেছি ব্যাকুল।
জাগহ জাগহ সদা বলি গোপকুল॥
তোমাদের ভাগ্য বলে, উদিত শশী যুগলে,
তথাপি আঁধারে পড়ে কাটাবে কি কাল।
বলনা এ ভাবে আর রবে কত কাল॥

(১৬)

ঊর্দ্ধভুজে ডাকে সদা নিত্য নিরঞ্জন।
পতিত পাবন তিনি তোমাদের ধন॥
শীঘ্র উঠি ত্বরা করি, তাঁহার চরণ স্মরি,
কার্য্যক্ষেত্রে নাম কেন গত কর কাল।
থাকিবে এভাবে আর বল কত কাল॥

(১৭)

বিশ্বনাথ আশুতোষ হয়েছে সদয়।
তবে কেন দেখি হায় দুর্ব্বল হৃদয়॥
দেখাও সমাজে আজ, সুকীর্ত্তি অক্ষয় কাজ,
গায় যেন সকলে সে কীর্ত্তি চির কাল।
উঠ, উঠ, উঠ সবে হয়েছে সকাল॥

(১৮)

উপেন্দ্র নামেতে দেব সবার চতুর।
গোপ গোপী গতি তিনি গোপের ঠাকুর॥
তাঁর ত আছেই দয়া, ভাল জান তাঁর মায়া,
তবে কেন মিছামিছি গত কর কাল।
উঠ, উঠ উঠ সবে হয়েছে সকাল॥

(১৯)

স্বদলে আর মিছামিছি ক'রনা কলহ।
তাহাতে কি ফল হবে বলহ বলহ॥
দুর কর সে সকল, দেখাও গোপের বল,
দেখুক অদ্যাপি গোপ বিক্রমে বিশাল।
থেকনা এভাবে আর পেয়েছ যে কাল॥

(২০)

লাঞ্ছিত ঘৃণিত ভাবে থেকে কিবা ফল।
লাঞ্ছিত জনের হয় দুর্গতি কেবল॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন, হয়ে থাক অচেতন,
হায়! হায়! এই ভাবে কাটাবে কি কাল।
উঠ, উঠ, চেয়ে দেখ হয়েছে সকাল॥

(২১)

দেখাও গোপের শক্তি হয়ে জাগরিত।
ধমনিতে রক্ত যদি হয় প্রবাহিত॥
ভাবিয়া কি দেখিতেছ, কোথা ভেসে যাইতেছ,
শক্তি রজ্জু নাও, ধর, অবশ্য বাঁচিবে।
নতুবা কালের স্রোতে কোথা ভেসে যাবে॥

(২২)

কোথা হ'তে আসিয়াছ যাবে কোথা চলে।
উদর পূরণ বিনা কি কার্য্য করিলে?।
হাঁসিয়া নাচিয়া খেলে, গোপ নাম ডুবাইলে,
এখন বলি ধর শক্তি অবশ্য বাঁচিবে।
নতুবা কালের স্রোতে কোথা ভেসে যাবে॥

(২৩)

সকলের ক্ষুদ্র শক্তি একত্র করিয়া।
এক যোগে কার্য্য কর মিলিত হইয়া॥
সমাজের শুভ দিন, আসিতেছে দিন দিন,
ছেড়না ছেড়না সবে পেয়েছ সুদিন।
থাকিবে এ ভাবে আর বল কত দিন॥

(২৪)

উঠ বৎস গোপগণ! তোমাদের তরে।
সর্ব্বদা আছি যে মোরা ব্যথিত অন্তরে॥
আমাদের বাক্য ধর, স্বকার্য্য সাধন কর,
ভেবে দেখ মিছামিছি গত হয় কাল।
থাকিবে এ ভাবে আর বল কত কাল॥

(২৫)

এস গো মা আদ্যাশক্তি ! কলুষ নাশিনি !
গোপের কলুষ রাশি নাশ গো জননি !
হয়েছে যে শক্তি হারা, দাও শক্তি ভব দারা,
রক্ষ গোপ কুল ওমা ! গোকুল বাসিনি !
তোমা বিনা কে রক্ষিবে বল গো জননি !

(২৬)

তোমার আশ্রিত গোপ ভাগ্যহীন হয়ে।
কত দিন থাকিবে মা বল গো অভয়ে ॥
দাও দাও শক্তি কণা, লভুক সবে চেতনা,
কর্ত্তব্যেতে মাতি সবে প্রধাবিত হোক।
গাউক গোপের কীর্ত্তি জগতের লোক ॥

(২৭)

কোথা ওহে দয়াময় শ্রীমধুসূদন।
গোপের দুর্গতি আসি কর নিরীক্ষণ ॥
গোপ কুলে আবির্ভূত, ব'লে হয়েছ বিখ্যাত,
তবে কেন স্বকুলের দুর্গতি এমন।
সহিতেছ বল বল ওহে নারায়ণ!

(২৮)

লোক পিতামহ ব্রহ্মা গোপে তুচ্ছ করি।
মনস্তাপ পেয়েছেন কত যে মুরারি ॥
তাঁর দর্প চূর্ণ করি, গোপের গৌরব হরি,
রেখেছ, অদ্যাপি লোক করে সে ঘোষণা।
আজি তবে কেন হয় গোপের লাঞ্ছনা ॥

(২৯)

আছ তুমি চির দিন জানে সর্ব্বজন।
তুমি যে অনাদি পুরুষ হও সনাতন॥
দেখিতে কি পেতেছ না, স্ব কুলের এ লাঞ্ছনা,
বল বল কত দিন দুর্গতি এমন।
হইবে গোপের আর ওহে নারায়ণ॥

(৩০)

তোমা ভিন্ন গোপ গোপী জানিত না কিছু।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি ভ্রমিত যে পিছু॥
না খাইয়া খাওয়াইত, তাহা (কি) হয়েছ বিস্মৃত,
দেখ দেখ চেয়ে দেখ কি দুর্দ্দশা আজি।
সহিছে যাতনা মিথ্যা কলঙ্কেতে মজি॥

বৎস গোপগণ! তাঁহাকে অভিমানে এই সকল কথা বলা হইতেছে সত্য; কিন্তু তাঁহার ত এরূপ ইচ্ছা কখনই নয়; তিনি যে তোমাদের কুলোজ্জ্বল মণি, তিনি যে তোমাদের অতি প্রিয়তম সামগ্রী। তিনি যে তোমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বস্তুতই ব্যথিত। কিন্তু তিনি কি করিবেন, তোমাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয়। তোমরা যে এখন সুযুপ্তি সুন্দরীর কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক পরমানন্দ ভোগ করিতেছ। তোমরা যে এখন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন; তোমাদের যে কোন চৈতন্য নাই। তিনি যে তোমাদের সকলকেই ডাকিতেছেন; তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, হে গোপাল বন্ধুগণ! সংজ্ঞা লাভ কর, আলস্য শয্যা পরিত্যাগ কর, জাগরিত হও, চক্ষু উন্মিলিত কর, স্ববলে দণ্ডায়মান হও; এস, আমার হস্ত ধারণ কর, তোমাদের যাহা অপর কর্ত্তৃক নষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিই, আইস তদ্বিষয়ে সাহায্য করি। কিন্তু কৈ! তোমাদের ত কোনইসংজ্ঞা নাই; ঐ দেখ তিনি তোমাদের প্রতি ঘৃণা করিয়া বলিতেছেন, ওরে! হতভাগ্য কুলাঙ্গারগণ! তোমরা চিরনিদ্রাতে অবস্থান পূর্ব্বক দুর্দ্দশার

চরমসীমায় উপস্থিত হওগে, তোমাদের জন্য প্রয়াস পাওয়া বৃথা দেখিতেছি। সেইজন্যই বলিতেছি তাঁহার উপর অভিমান করিয়া বলিলে কি হইবে। তোমরা যে বধির হইয়াছ, তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। নতুবা তোমাদিগকে এত ডাকিতেছি; নানা উপায়ে জাগাইবার চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু কিছুতেই জাগিতেছনা। সকলেই সজাগ হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে; কেবল তোমরাই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এযে জাগরণের একটা কাল আসিয়াছে, জগতব্যাপী জাগরণের তুমুলধ্বনি যে উত্থিত হইয়াছে, এ ধ্বনি যে সকলকার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। এ শব্দ কি তোমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেনা? হায়! হায়! এই ভাবেই কি কালাতিপাত করিবে? কোন্ সুখেতে ওরূপ বিভোর হইয়া আছ? কোন সুখইত তোমাদের নাই; ধন সুখ, বিদ্যাসুখ, সম্মান সুখ, পারিবারিক সুখ, আত্মীয় সুখ, সকল সুখেইত জলাঞ্জলি দিয়াছ। পরস্পর আত্মীয় বিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি, বাঞ্ছিত ধন লাভে বঞ্চিত, বিদ্যা-বিষয়েতে একেবারেই সরস্বতীর ত্যাজ্যপুত্র; অধুনা সম্মান সুখের ত কথাই নাই। তথাপি যেন কি অপূর্ব্ব সুখে আত্মহারা। বল বল বল্লবগণ! কোন্ সুখের উপর গা ঢালিয়া দিয়া এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বিভোর হইয়া আছ? মনুষ্য জীবন লাভের ইহাই কি মুখ্য উদ্দেশ্য? এইপর্য্যন্তই কি ইহার সীমা? আত্মভাব গোপন রাখাই কি তোমার অভিলষিত? স্বাধীন আত্মার কর্ম্মে বাধা দেওয়া কি উচিত? না না এরূপ তোমার ইচ্ছায় হইতেছেনা। আধার অনুসারে আত্মার এরূপ ক্রিয়া হইতেছে। তোমার ন্যায় সঙ্কীর্ণ আধার প্রাপ্ত হওয়ায়, আত্মার কার্য্য এরূপ হইতেছে। আত্মার স্বাধীনভাব কি করিয়া আসিবে? চির পরাধীন ব্যক্তির জীবদেহ আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া আত্মার এরূপ সঙ্কীর্ণতা আসিয়াছে। তুমি যে চির পরাধীন; তোমার স্বাধীনতা লাভ কোথাও ঘটিবে না। পরাধীনতার পরমাণু সমষ্টি দ্বারা তোমার ঐ দেহ গঠিত; সুতরাং তোমার পরাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। আচ্ছা! ইহ জগতে কোন স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইলে না; পরজগতে স্বাধীনতা লাভের কি কোন উপায় স্থির করিয়াছ?

সে বিষয়ও কি ভুলিয়া গেলে ? সে বিষয়ের জন্যও কি জাগাইয়া দিতে হইবে ? সে বিষয়ের জন্যও কি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে ? কি বলিয়া মাতৃগর্ভ হইতে অপসৃত হইয়াছ ? কি বলিয়া আত্মারূপী ভগবানের নিকট প্রতিশ্রুত আছ ? সে কথা কি একেবারে বিস্মৃত হইলে ? মনে করিয়াছ বুঝি আর গর্ভবাসে যাইতে হইবে না ? আর সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেনা ? একবার পশ্চাৎভাগে চাহিয়া দেখ, বিকট ব্যাদিত বদনে ভীষণ কাল তোমায় গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে ; আর তোমার নিস্তার নাই। আবার তোমার সেই গর্ভযন্ত্রণা যে যন্ত্রণার জন্য একদিন তুমি চিৎকার করিয়া হেট্ মুণ্ডে যোড়করে ভগবানের নিকট নিজ অপরাধ স্বীকার করতঃ প্রার্থনা করিয়াছিলে। বোধ করি তাহা আর স্মরণ নাই। বেশ করিয়া একবার নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করিয়া দেখ দেখি বলিয়াছিলে কি না ?

" পূর্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্ট্বাচৈব ততোময়া।
আহারা বিবিধাভুক্তাঃ পীতা নানাবিধাঃস্তনা ।।
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃপুনঃ।
যন্ময়াপরিজনস্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।।
একাকী তেন দহ্যেহহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
* * * * *
অহোদুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহহং তং প্রপদ্যে নারায়ণম্।।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেহহং তৎসাংখ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভক্ষয়কর্ত্তারং ফলমুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্।। "

আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করিয়াছি, তদ্‌যোনি বিশিষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াছি ও নানা প্রকার স্তন্য পান করিয়াছি। একবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, এইরূপ পুনঃপুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়াছি। কিন্তু যাহাদের জন্য করিয়াছি, তাহারা তদ্দারা পীড়িত হইতেছেনা, একমাত্র আমিই সেই শুভাশুভকর্ম্মের দ্বারা দগ্ধ হইতেছি ; কি পরিতাপের বিষয়, আমি এখন এই দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ; ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতেছিনা। যদি একবার এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি ; তবে সেই অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলদায়ী নারায়ণকে প্রাপ্ত হইব। আবারও বলিতেছি, যদ্যপি এই যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে সেই অশুভ বিনাশক সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিব। পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যদি এবার যোনি হইতে কোনরূপ নিষ্ক্রান্ত হই, তাহাহইলে সনাতন পরব্রহ্মের ধ্যান করিব। জিজ্ঞাসা করি, এ কথা কি একেবারেই বিস্মৃত হইলে ? ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রতিশ্রুত আছ, সে প্রতিশ্রুত বিষয় রক্ষা কর। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ, কর্ম্ম কর। প্রতিদিন আহার সংগ্রহ করাই তোমার মুখ্য কর্ম্ম, ইহা মনে করিও না। এ কর্ম্ম ত জীব মাত্রেরই আছে। এতদতিরিক্ত কিছু কর্ম্ম তোমার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নতুবা তোমার নরদেহ ধারণের সার্থকতা কি ? প্রকৃত কর্ম্ম কর, যে কর্ম্ম করিলে তোমার মনুষ্য দেহ ধারণ সার্থক হইবে, তাহা দ্বারা তুমি মরিলেও অমর হইয়া থাকিবে। নূতন কার্য্যত কিছুই করিলে না। যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চির অভ্যস্ত তাহাতেই মজিয়া রহিলে। সেই আহার, সেই নিদ্রা, সেই মৈথুন, ; তাহাতেই রত থাকিলে। তাই বলিতেছি, আর উহাতে বিভোর হইওনা। উহার সুখত পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতেছ। আর ওরূপ সুখের উপর গা ঢালিয়া দিয়া মোহিত হইও না। কালের পরিবর্ত্তনে কার্য্যেরও কিছু পরিবর্ত্তন কর। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই ; আর বসিয়া মুদিত নয়ন মাদক সেবীর ন্যায় মিটি মিটি চাহিয়া ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই ; একবার বিস্ফারিত নেত্রে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখ ; কিছু সময় লইয়া

বিরলে বসিয়া ভাবিয়া দেখ, কি ছিলে কি হইয়াছ। যে গোপ জাতির গৌরবরবি এক সময় এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল ছিল; এখন কিনা তাহা কোন্ খনির তিমির গর্ভে প্রবেশের উপক্রম হইয়াছে। যে গোপ জাতির গুণ কীর্ত্তন ব্যতিরেকে কোন পুরাণাদি গ্রন্থই রচিত হয় নাই; এখন দৈবাৎ কোন প্রসঙ্গে তাহাদের কথা উপস্থিত হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেন মুখ মণ্ডল বিবর্ণভাব ধারণ করে। বর্ত্তমান যাহাদের অবস্থা এরূপ, তাহারা কিনা এখনও নিদ্রিত। নিদ্রিত না মৃত! এ যে মহানিদ্রার লক্ষণ; এ নিদ্রার বোধ করি আর জাগরণ নাই। নতুবা এত ডাকিতেছি, এত চিৎকার করিতেছি. জগব্ব্যাপী একটা তুমুল আন্দোলন ধ্বনি সমীপে প্রতিনিয়ত টঙ্কারবে বাজিতেছে, তথাপি যেন পাষাণলোষ্ট্রবৎ অসাড় অস্পন্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহাদিগের প্রতিযোদ্ধা নরনারায়ণ রূপী অর্জ্জুণ ব্যতিরেকে আর কেহই সমর্থ হইতে পারে নাই; তাহারা কিনা এখন গৃহপালিত পশুদিগের ভয়েও ভীত। সর্ব্বদাই যেন ভীত, চকিত, শঙ্কিত। তোমাদের এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ হইতেছি; সেই জন্যই আজ মৃতসঞ্জিবনী ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছি; ঔষধের গুণে আজ যদ্যপি সজাগ হও। যদ্যপি সেই পূর্ব্ব পুরুষদিগের কিঞ্চিৎ শোণিত বিন্দু দেহে থাকে, যদ্যপি কর্ত্তব্য জ্ঞান আসিয়া থাকে, যদ্যপি মোহ কাটিয়া থাকে; যদ্যপি নিজেদের অধঃপতনের মূল কারণ অবগত হইয়া থাক, যদ্যপি নিদারুণ নির্য্যাতনের কষ্ট অনুভব করিয়া থাক; যদ্যপি স্বজাতি দুর্গতি দূরীকরণে বাসনা হইয়া থাকে; তবে উঠ, সজাগ হও, কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও; নিজের পায়ে নিজে বল দিয়া সজোরে দণ্ডায়মান হও; নতুবা কে তোমার সাহায্য করিবে? কে তোমার সুহৃদ আছে তোমার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিবে; কে তোমাকে স্কন্ধে করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে? একমাত্র তোমাদের সহায় সেই অনন্ত লীলাকারী গোকুলবিহারী শ্রীহরিই আছেন। যাও বৎস বল্লব! যাও প্রাণের প্রাণবল্লব! তাঁহারই স্মরণ লওগে; তাঁর আজ্ঞা মস্তকে বহন করগে; তাঁহার চির আদরের সামগ্রী সেই জগজ্জননী সুরভিনন্দিনী গো রূপা দেবী ভগবতীর সেবায়

নিযুক্ত হওগে ; তাঁহাকে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করগে ; যাহাতে তাঁহার চক্ষুজল বাড়ীতে না পড়ে, তাহার নিমিত্ত যত্নবান হওগে ; তাঁহার দয়ায় তোমার সকল যাতনা দূরে যাইবে ; তোমার সকল অভিষ্টই পূর্ণ হইবে। সকল ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির পথ উম্মুক্ত করতঃ পুত্রাদির ভবিষ্যৎ জীবনের সুখশান্তির উপায় বিধান করিয়া দাও, অশান্তিময় শেষ জীবনটী না হয় জাতীয় হিতব্রতে ব্যয়িত হইবে। আর কত বলিব, আর কত বুঝাইব, এ যাবৎ পুনঃ পুনঃ গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বুঝাইয়া আসিতেছি, প্রতি নিয়ত কত চিৎকার করিতেছি ; ক্রমশঃ যে অবসাদ আসিল ; কণ্ঠনালী যে শুষ্ক হইয়া গেল ; সমস্ত ইন্দ্রিয় যে অবসন্ন হইল ; দয়ার পরিবর্ত্তে যে ঘৃণা আসিল। ওহে গোপকুল তিলক-শ্রীমধুসূদন ! ওহে গোপীজন বল্লভ ! একবার তোমার এই হতভাগ্য গোপগণের প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিতরণ কর প্রভু। দয়াময় ! ইহারা যে তোমার চিরদিনই দয়ার পাত্র। ইহাদিগের মোহ দূর করিয়া দাও ; ইহাদিগের ভীরুতা বিদূরিত কর ; পরাধীনতা বিনষ্ট কর ; ইহাদিগের জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া দাও ; ওহে কলঙ্ক ভঞ্জন ! ইহাদিগের বৃথা কলঙ্ক ভার মস্তক হইতে অপসারিত করিয়া দাও ; ইহাদিগের আলস্য ঔদাস্য বিনাশ কর ; ইহাদিগের হৃদয়ে বল দাও ; ইহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা কর। ইহারা ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিল, দয়া করিয়া ইহাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার কর।

হে প্রাণেশ ! প্রসীদ প্রণতজনমমুং মোহিতং রক্ষমোহাদ্
ধর্ম্মেবুদ্ধিং বিধেহি প্রবলতরমঘং সংহরাশেষরূপ।
ভক্তিস্ত্বৎপাদপদ্মে মমভবতু সদা প্রার্থয়ে দীনবন্ধো
সাধূনামেক বন্ধু স্ত্বমসি মুরহর ত্বং গতিঃ পাপিনাঞ্চ ॥

অত্রৈব বিরম্যতেহধুনা।

সমাপ্তা।